সাহিত্য ও ব্যাকরণের আলোকে ভট্টিকাব্যম্

Bhattikavyam in the light of literature and grammar

তানিজলা আক্তার ইভা
এম.ফিল. গবেষক

সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের কলা অনুষদের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আগস্ট, ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য ও ব্যাকরণের আলোকে ভট্টিকাব্যম্

Bhattikavyam in the light of literature and grammar

ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের কলা অনুষদের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

তানিজলা আক্তার ইভা
এম.ফিল. গবেষক
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অসীম সরকার
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আগস্ট, ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***সাহিত্য ও ব্যাকরণের আলোকে ভট্টিকাব্যম্*** (Bhattikavyam in the light of literature and grammar) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য সম্পাদিত মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের রচনা। এই অভিসন্দর্ভ অথবা এর অংশ বিশেষ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য পেশ করা হয়নি এবং কোনো জার্নাল, সাময়িকী, পুস্তক কিংবা কোনো প্রকাশনা আকারেও এই গবেষণাকর্ম বা এর কিয়দংশ প্রকাশিত হয়নি।

(তানজিলা আক্তার ইভা)
এম.ফিল.গবেষক
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩০
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, তানজিলা আক্তার ইভা, রেজি নং-১৩০, শিক্ষাবর্ষ-২০১৬-২০১৭ কর্তৃক উপস্থাপিত ***সাহিত্য ও ব্যাকরণের আলোকে ভট্টিকাব্যম্*** (Bhattikavyam in the light of literature and grammar) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমার নিকট সম্পূর্ণ মৌলিক মনে হওয়ায় অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. ডিগ্রির উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. অসীম সরকার)
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. অসীম সরকারের নিকট আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ এবং ঋণী। তাঁর পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং আন্তরিক সহযোগিতার ফলে আমার পক্ষে এই অভিসন্দর্ভ রচনা করা সম্ভব হয়েছে। আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ব্যতীত এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ যাঁরা আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমি তাঁদের নিকটও বিশেষভাবে ঋণী।

অভিসন্দর্ভটি রচনার সময় আমার স্বামী তুহিন রহমানের সহযোগিতা, উৎসাহ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

এম.ফিল কোর্সে গবেষণা করার সুযোগ প্রদান করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত বিভাগ সেমিনার (মৃণালকান্তি জয়ধর স্মৃতি পাঠকক্ষ) কর্তৃপক্ষের কাছে।

তানজিলা আক্তার ইভা
এম.ফিল. গবেষক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

ভট্টিকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের ভিন্ন ধারার কাব্য। এ কাব্যের উপজীব্য ব্যাকরণ ও সাহিত্যশাস্ত্রের বর্ণনা। আর এই কারণে সংস্কৃত সাহিত্যে এর গুরুত্ব অপরিসীম। সংস্কৃত সাহিত্যে ভট্টিকাব্যের গুরুত্ব ও স্থান তুলে ধরার জন্য ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে এই অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে ভূমিকায় এই অভিসন্দর্ভ কেন রচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভর্তৃহরির জীবনবৃত্তান্ত ও একাব্যের বিষয়বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে। যদিও অন্যান্য সংস্কৃত কবিদের মতো তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। ভট্টিকাব্য বাইশ সর্গে বিভক্ত। এই বাইশ সর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সংস্কৃত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য যে তাঁর ভট্টিকাব্যে উপস্থিত তা তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণঃ গ্রন্থে মহাকাব্য হওয়ার জন্য যেসব লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন সেসব লক্ষণ এ কাব্যে বিরাজমান কিনা তা আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে এই কাব্য শাস্ত্রকাব্য হিসেবে কতটুকু সফল সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে ভট্টিকাব্য থেকে যে ধারণা পাওয়া যায়; তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্র যেমন- ছন্দশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্র সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যকধারণা রাখতেন এ অধ্যায়ের আলোচনায় সেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে অলংকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাব্যে তিনি যেসব অলংকার ব্যবহার করেছেন তাদের লক্ষণ ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা ও কাব্যরীতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাকরণের কবি হয়েও যে তিনি সহজ-সরল ভাষার প্রয়োগ করেছেন; সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে কাব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন সর্গে ব্যবহৃত ব্যাকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আর এসব আলোচনার মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যে ভট্টিকাব্যের স্থান ও গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উপসংহার অংশে পুরো আলোচনার সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ঘোষণাপত্র	i
প্রত্যয়নপত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
সারসংক্ষেপ	iv
ভূমিকা	১-২
প্রথম অধ্যায়	
কবি পরিচিতি ও ভট্টিকাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনা	৩-১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
মহাকাব্য হিসেবে ভট্টিকাব্যের আলোচনা	১৬-২৬
তৃতীয় অধ্যায়	
শাস্ত্রকাব্য হিসেবে ভট্টিকাব্যের আলোচনা	২৭-৫৫
চতুর্থ অধ্যায়	
শব্দালঙ্কার ও কাব্যালঙ্কারের আলোচনা	৫৬-৮৫
পঞ্চম অধ্যায়	
ভট্টিকাব্যের ভাষা ও কাব্যরীতি আলোচনা	৮৬-৯৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	
ব্যাকরণ প্রসঙ্গ (সূত্র, দ্বিকর্মক ধাতু, কৃৎ প্রত্যয়, কর্মপ্রবচনীয়, ইৎ বিধান, ষত্ব ও ণত্ব বিধান, তিঙন্ত প্রকরণ ইত্যাদি)	৯৪-১৩৭
উপসংহার	১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশের আদি ইতিহাস, সংস্কৃতি, জীবন-যাপন সম্পর্কে সম্যকধারণা লাভ করতে হলে অবশ্যই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য জানতে হবে। কেননা একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাহিত্য থেকে তৎকালীন সময়ের পরিবেশ, সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ সেই সময়ের মানুষের জীবন - যাপন সম্পর্কে সুন্দরভাবে অবহিত হওয়া যায়। পৃথিবীতে যে চারটি জাত মহাকাব্য আছে তা হচ্ছে - ১. রামায়ণ, ২. মহাভারত, ৩. ইলিয়াড, ৪. ওডেসি। অর্থাৎ ৪টি জাত মহাকাব্যের দুটিই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ফলে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন খুবই জরুরি। ভট্টিকাব্য এই জ্ঞান অর্জনের অন্যতম একটি মাধ্যম হতে পারে। কেননা কবি এই মহাকাব্যের মাধ্যমে সাহিত্য ও ব্যাকরণ এই দুই বিষয়েই আলোকপাত করেছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যাকরণকে উপজীব্য করে রচিত সাহিত্যের পরিমাণ নেই বললেই চলে। ভট্টিকাব্য ব্যতীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণকাব্য হছে- ১. হলায়ুধের কবিরহস্য (১০ম শতক), ২. ভট্টভীমের রাবণার্জুনীয় (১১শ শতক), ৩. হেমচন্দ্রের কুমারপালচরিত (১১শ শতক), ৪. বাসুদেবের বাসুদেববিজয় (১৫শ শতক), ৫. নারায়ণের ধাতুকাব্য (১৫শ শতক)। ভট্টিকাব্য অনুসরণ করে এই গ্রন্থগুলি রচনা করা হয়েছিল। তবুও সাহিত্যমান ও ব্যাকরণ প্রসঙ্গ বিবেচনায় সাহিত্যবোদ্ধারা এসব কাব্যকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। অন্যদিকে ভট্টিকাব্য সম্পর্কে তাঁরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ভট্টিকাব্য ভর্তৃহরির একটি অনবদ্য মহাকাব্য। ব্যাকরণের কবি হয়েও যে সুন্দর করে কাব্যের অন্যান্য দিক তুলে ধরা যায় তা তিনি এ কাব্যে দেখিয়েছেন। এ মহাকাব্যের একদিকে যেমন ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় তুলে ধরা হয়েছে প্রতিটি শ্লোকে, তেমনি কাব্যালঙ্কার, কাব্যের মাধুর্য, প্রকৃতির সূক্ষ্ম-সুন্দর বর্ণনাও রয়েছে এ কাব্যে। বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করে কাব্যশ্লোকগুলিকে করে তুলেছেন অতুলনীয়। এসব বিষয়ই আমাকে উক্ত বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী করে তুলেছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায় ছয়টি ও তার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে - প্রথম অধ্যায়: কবি পরিচিতি এবং ভট্টিকাব্যের বিষয়বস্তুর আলোচনা; দ্বিতীয় অধ্যায়: মহাকাব্য হিসেবে ভট্টিকাব্যের আলোচনা; তৃতীয় অধ্যায়: শাস্ত্রকাব্য হিসেবে ভট্টিকাব্যের আলোচনা; চতুর্থ অধ্যায়: শব্দালঙ্কার ও কাব্যালঙ্কারের আলোচনা; পঞ্চম অধ্যায়: ভট্টিকাব্যের ভাষা ও কাব্যরীতি আলোচনা; ষষ্ঠ অধ্যায়: ব্যাকরণ প্রসঙ্গে।

প্রতিটি অধ্যায়ে এর বিষয়বস্তু তথ্য ও তত্ত্বের মাধ্যমে সুন্দরভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ সুন্দর এবং তথ্যবহুল করে তুলে ধরার সার্বিক প্রয়াস আছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়ে তত্ত্বীয় আলোচনা করে এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষে পুরো আলোচনার সারসংক্ষেপ 'উপসংহার' নামক অংশ। অভিসন্দর্ভ রচনায় যেসব মূল্যবান গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে তা তথ্যনির্দেশ অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
কবি পরিচিতি এবং ভট্টিকাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনা

'ভট্টিকাব্য' বা 'রাবণবধ' মহাকাব্যটি ভর্তৃহরি রচিত। নামান্তরে তাঁকে ভট্টস্বামী বা স্বামিভট্ট নামেও ডাকা হয়। ভর্তৃ শব্দের প্রাকৃত রূপ ভট্টি। সংস্কৃত সাহিত্যের লেখক বা কবিরা তাঁদের পরিচয় দানে ততটা ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের সাহিত্যকর্মকেই নিজের পরিচয় মনে করতেন। কোথাও কোনো সাংকেতিক শব্দ বা সাহিত্য কর্মের সূচনায় বা শেষে কিছু পরিচয় পাওয়া যেত। ভর্তৃহরিও তাঁর ব্যতিক্রম নন। সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা তিনজন ভর্তৃহরির পরিচয় পেয়ে থাকি। প্রথমজন বিখ্যাত ৩টি শতক কাব্যের রচয়িতা। কাব্যগুলো হচ্ছে - (১) শৃঙ্গারশতক, (২) নীতিশতক এবং (৩) বৈরাগ্যশতক। দ্বিতীয় জন হচ্ছে বাক্যপদীয় (দুইটি অধ্যায়ে নিবদ্ধ) এর রচয়িতা। তৃতীয় জন ভট্টিকাব্যের রচয়িতা ভট্টি বা ভর্তৃহরি। তিনি একজন বৈয়াকরণ। প্রকীর্ণক এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যের ওপর একটি টীকার রচয়িতা ও তিনি।

অনেকে নামের সাদৃশ্যের কারণে মনে করেন ভর্তৃহরি (শতকত্রয়ের রচয়িতা), বাক্যপদীয় নামক শাস্ত্রের রচয়িতা ভর্তৃহরি এবং ভট্টিকাব্যের রচয়িতা ভর্তৃহরি একই ব্যক্তি।[১] কেউ কেউ মনে করেন, মন্দসোর শিলালেখের (৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) রচয়িতা বৎসভট্টি এবং আলোচ্য মহাকাব্যকার এক ব্যক্তি।[২] কিন্তু অনেকে এই মতামত গ্রহণ না করে বলেন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ রচয়িতাদের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই; ইনি এক পৃথক ব্যক্তি এবং তাঁর একমাত্র রচনা 'রাবণবধ' বা 'ভট্টিকাব্য'।

নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে ভট্টিকাব্যের অন্তিম সর্গের শেষ শ্লোকে তিনি বলেছেন-

> কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসূনরেন্দ্র পালিতায়াম্।
> কীর্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্ ॥
>
> ভট্টিকাব্যম্, ২২/৩৫***

শ্রীধরের পুত্র মহারাজ নরেন্দ্র কর্তৃক পালিত বলভী নগরীতে আমি এই কাব্য রচনা করেছি। সেই নৃপতির কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, কেননা তিনি রাজা এবং প্রজাদের অনুরাগে অনুকূল।

কিন্তু বলভীর ইতিহাসে চারজন শ্রীধরসেনের উল্লেখ আছে। প্রথম ধরসেনের রাজত্বকাল ৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ; দ্বিতীয় ধরসেনের ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ; তৃতীয় ধরসেনের ৬২০ খ্রিষ্টাব্দ; চতুর্থ ধরসেনের ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ।

চতুর্থ ধরসেন এর উপাধি দেখে মনে হয় তিনি ছিলেন সার্বভৌম সম্রাট মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর চক্রবর্তী। তৃতীয় ধরসেন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শুধু জানা যায়, তিনি (৬২১-৬২৭) খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নিরাপদে ও শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রীধরসেনের উপাধি ছিল "সামন্ত মহারাজ পরম শৈব" (সামন্তমহারাজঃ শ্রীধরসেনঃ পরম-মাহেশ্বরঃ)। দ্বিতীয় শ্রীধরসেন ছিলেন শৈবমতাবলম্বী। ভট্টিকাব্যের কতিপয় শ্লোক (১/৩, ২১/১৬) [৩] পাঠে অনুমান করা যায় যে, কবি শৈব ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রীধরের রাজত্বকালে শৈব ধর্মের প্রসার ঘটেছিল এমন ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যায়। তাই অনুমান করে বলা যায় যে, কবি উক্ত বলভী নরপতির (৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ;) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

অন্যদিকে ভট্টিকাব্যের কোথাও বৌদ্ধধর্মের কোনো প্রভাব নেই। ঐতিহাসিক মতে, বলভীতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি হয়েছিল চতুর্থ ধরসেনের আমলে। কিন্তু ভট্টিকাব্যে শৈবধর্মের প্রভাবচিহ্ন রয়েছে। ফলে বলভীতে যখন শৈবধর্মের প্রভাব ও প্রচার হয়েছিল সেই সময়েই ভট্টিকাব্য রচিত হয়েছিল অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না। আর শৈবধর্মের প্রচার এবং প্রসার ঘটেছিল দ্বিতীয় শ্রীধরসেনের সময়। তাই মেনে নেওয়া যায় যে, দ্বিতীয় ধরসেনই ছিলেন ভট্টি-কবির পৃষ্ঠপোষক।

ভট্টিকাব্যের কয়েকটি শ্লোকের সাথে ভামহের কাব্যালঙ্কার গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোকের কতিপয় মিল রয়েছে। [৪] ভট্টিকাব্যের শেষ সর্গে এই শ্লোকটি রয়েছে —

ব্যাখ্যাযোগ্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২২/৩৪

এই কাব্য ব্যাখ্যাযোগ্য– ব্যাখ্যাত হলেই পণ্ডিতবর্গের আনন্দ সৃষ্টি করবে। আমি এই পণ্ডিতবর্গের প্রিয় হতে গিয়ে বুদ্ধিহীন মূর্খদের মৃত্যুর কারণ হয়েছি।

অনুরূপ একটি শ্লোক কাব্যালঙ্কারেও দেখতে পাওয়া যায় —

কাব্যানাপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ
উৎসবঃ সুধিয়ামলমহো দুর্মেধসো হতাঃ। ২/২০

যেমন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বুঝতে হয়- এই ধরণের কাব্যও তাই। এই ধরণের কাব্য সুধী ব্যক্তির আনন্দের কারনে মূর্খের পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা।

এখন প্রশ্ন আসে যে, কে কার কাছে ঋণী? অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, ভামহের আবির্ভাব ৮ম শতকের প্রথমার্ধে এবং তিনি পূর্বোক্ত শ্লোকের 'কাব্যানি ইমানি' অর্থে ভট্টিকাব্য ও তদনুরূপ শাস্ত্রকাব্যগুলির নির্দেশ করেছেন।[৫]

অন্যদিকে অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকাবৃত্তি রচয়িতা জয়াদিত্য ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর রচনা পাঠ করলে বুঝতে পারা যায়, তিনি ভর্তৃহরির কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

ভর্তৃহরি সম্পর্কে কেবল দুই-একটি কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এগুলোকে একত্র করে পণ্ডিত শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'সাহিত্য' পত্রিকায় ভট্টির জীবনেতিহাস সম্পর্কে একটি আলেখ্য রচনা করেছিলেন সেটি এই রকম — "প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্বে মহাকবি ভট্টি সৌরাষ্ট্র জনপদের অন্তর্গত বলভী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম কেহ শ্রীধরস্বামী, কেহ কেহ বা শ্রীস্বামী বলিয়া থাকেন। ভট্টিকাব্যের প্রসিদ্ধ টীকাকার ইহাকে শ্রীস্বামী নামে অভিহিত করেছেন। শ্রীস্বামী একজন তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি সংসারের মায়াপাশ অনেক পরিমাণে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভট্টি যখন ভূমিষ্ঠ হন, তাহার অব্যবহিত পরেই তাহার জননী প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া দেহত্যাগ করেন। এই ঘটনায় শ্রীস্বামীর পূর্বোৎপন্ন বৈরাগ্য মনোমধ্যে আরও জাগিয়া উঠে কিন্তু সদ্যোজাত রোরুদ্যমান শিশুকে আশ্রয়হীন অবস্থায় ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন? একবার পুত্রস্নেহ তাঁহাকে সংসারের দিকে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল, আবার সংসার বিরাগ তাঁহাকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি দোলায়মানচিত্তে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে একটি সদ্যোজাত টিক্‌টিকি জন্মমাত্র একটি পতঙ্গকে ধরিয়া গ্রাস করিল। এই টিক্‌টিকি শিশুর আহারের জন্য কে পতঙ্গকে উপস্থিত করিল, কেই বা জাতমাত্র শিশুকে আহার গ্রহণে প্রবৃত্তি দান করিল? এ সমুদয়ই ঐশী লীলা! আমি কেন বৃথা সন্তানস্নেহে বিমুগ্ধ হইয়া স্বীয় সাত্ত্বিকী বুদ্ধি পরিত্যাগ করব? থাকুক সন্তান, জগৎপিতাই উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।' — এই বলিয়া সংসার-বাসনা ও স্বজনস্নেহ পরিহারপূর্বক ভট্টির পিতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

তখন শ্রীধরসেন নামে এক নরপতি বলভীর সিংহাসনে বিরাজমান। তিনি শুনিলেন, শ্রীস্বামী সদ্যোজাত শিশুকে নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন। তখন রাজার আদেশে ভট্টি রাজভবনে নীত হইলেন। তাঁহার লালন-পালনের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করা হইল। তাহার পর ভট্টি পাঠশালায় প্রেরিত হইলেন। প্রতিভাবান শিশু-শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন।

অধ্যাপকবর্গ তাঁহার বিবেকশক্তির পরিচয় পাইয়া পরিতুষ্ট হইলেন। অচিরকালমধ্যে ভট্টি একজন মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন।

রাজা শ্রীধরসেনও তাঁহার বিদ্যাবত্তায় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নিজ পুত্রগণকে সংস্কৃতভাষায় শিক্ষিত করিবার জন্য ভট্টির করে অর্পণ করিলেন। রাজপুত্রদিগকে অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া ব্যবস্থাশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। সুতরাং রাজা এক বৎসরের মধ্যে পুত্রগণকে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া দিবার জন্য ভট্টিকে অনুরোধ করলেন। ভট্টিও প্রতিপালক রাজার অভীষ্ট সাধনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন; সুতরাং দ্বিরুক্তি না করিয়া এক বৎসরের মধ্যে কুমারগণকে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিয়া দিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

একদিন ভট্টি কুমারগণকে ব্যাকরণের উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় গুরু ও শিষ্যগণের মধ্য দিয়া একটি হস্তিশাবক চলিয়া গেল। নিয়ম আছে, গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়া যদি হস্তী অথবা ব্রাহ্মণ গমন করে, তাহা হইলে, যে শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছিল, এক বৎসর আর যে শাস্ত্রের অধ্যাপনা হয় না। এই ঘটনায় অধ্যাপক স্তম্ভিত হইলেন; তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। ব্যাকরণের অধ্যাপনা ব্যতীত কিরূপেই বা রাজকুমারেরা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবেন। ইত্যাদি নানারূপে চিন্তার পর ভট্টি একটি উপায় আবিষ্কার করিলেন। তিনি রাজপুত্রদের অধ্যায়নের নিমিত্ত ব্যাকরণের নিখিল-উদাহরণযুক্ত 'রামচরিত' কাব্যের রচনা করিলেন। তাহার পর যথানিয়মে কুমারগণকে উক্ত কাব্যের উপদেশ প্রদান করিলেন। কুমারেরাও উক্ত কাব্যের অধ্যয়ন সমাপ্তির সহিত সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও নীতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।"

সব তথ্যের ওপর নির্ভর করে অনুমান করা যায় যে, ভর্তৃহরি বা ভট্টিস্বামী দ্বিতীয় ধরসেনের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং (৫৮৮/৫৮৯) খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই যখন শ্রীধরসেন 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন সেই সময়ে ভট্টিকাব্য রচনা সমাপ্ত করেছিলেন। তাই তাঁর জীবৎকাল ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধ ধরা যায়।

ভট্টিকাব্যের বিষয়বস্তুঃ

ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভট্টিকাব্য রচিত। ভর্তৃহরি বাইশ সর্গের এ কাব্যে ব্যাকরণ ও তৎসহ কাব্যশাস্ত্র অর্থাৎ অলংকার, ছন্দ, গুণ, ব্যঞ্জনা বিবিধ চিত্রকাব্য (শব্দচিত্র, বর্ণচিত্র, বাচ্যচিত্র) প্রভৃতির শিক্ষা দিয়েছেন। রামের জন্ম থেকে রাবণকে বধ করে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করেই এই মহাকাব্য রচিত। ২২ সর্গকে ৪টি কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে—

(১) প্রকীর্ণ কাণ্ড (প্রথম সর্গ থেকে পঞ্চম সর্গের ৯৬ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত); এখানে ব্যাকরণের বিবিধ সূত্রের বর্ণনা রয়েছে।

(২) অধিকার কাণ্ড (পঞ্চম সর্গের ৯৭ নম্বর শ্লোক থেকে সম্পূর্ণ নবম সর্গ) — এখানে প্রধান সূত্র রয়েছে।

(৩) প্রসন্ন কাণ্ড (দশম সর্গ থেকে ত্রয়োদশ সর্গ) — শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার, রচনার মাধুর্য, ভাবিকত্ত্ব, ভাষা

সমাবেশ রয়েছে।

(৪) তিঙন্ত কাণ্ড (চতুর্দশ সর্গ থেকে দ্বাবিংশতি সর্গ) — লিঙ্, লৃঙ্, লৃট্, লঙ্, লট্, লিঙ্, লোট্, লৃঙ্, লুট্ - এর ব্যবহার।

নিম্নে ভট্টিকাব্যের প্রতিসর্গের বিষয়বস্তু আলাদা করে বর্ণনা করা হলো:

প্রথম সর্গ:

প্রথম সর্গের নাম 'রামসম্ভবঃ'। এ সর্গে রামচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষের বর্ণনা রয়েছে। রামচন্দ্রের পিতা দশরথ একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর তিন মহিষী হচ্ছেন— কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। রাজা সন্তান লাভের আশায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন - ফলে কৌশল্যার ছেলে রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর ভরত আর সুমিত্রার দুই পুত্র শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। একদিন বিশ্বামিত্র মুনি রাজসভায় এসে জানান যে, রাক্ষসেরা যজ্ঞের বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। রাক্ষসবধের জন্য তিনি রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে চান। রাজা দশরথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দেন। বিশ্বামিত্র দুই রাজপুত্রকে সঙ্গে করে আশ্রমের দিকে যাত্রা করেন।

দ্বিতীয় সর্গ:

দ্বিতীয় সর্গ 'সীতাপরিণয়ঃ' নামে উল্লিখিত। এ সর্গের শুরুতেই শরতের বর্ণনা। চারিদিকে শরতের শোভা। জলে, তীরে, তীরস্থ বনে, পর্বতে, আকাশে–চারিদিকে শরতের সৌন্দর্য বিদ্যমান। এসব দেখতে দেখতে রাম-লক্ষ্মণ আশ্রমে উপনীত হলে তপস্বিগণ তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। তিনি আশ্রমবাসীকে নির্ভয়ে যজ্ঞ পরিচালনা করতে বলেন। যজ্ঞ বানচাল করার জন্য নিশাচরেরা ছুটে এলে লক্ষ্মণ তাদের বধ করেন। রামচন্দ্রের সাথে মায়াবী রাক্ষস মারীচের

কথোপকথন হয়। পরে যুদ্ধে রামচন্দ্র মারীচকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে নিক্ষেপ করে; যজ্ঞের বিঘ্ন দূর করেন। মুনিরা নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। বিশ্বামিত্রসহ মুনিরা এতে খুশি হন। এরপর তিনি বিশ্বামিত্রের সাথে জনক রাজার দেশ মিথিলায় উপস্থিত হন। এখানে তিনি হরধনু ভঙ্গ করেন। রাজর্ষি জনক খুশি হয়ে রামের সঙ্গে নিজ কন্যা সীতার বিবাহ প্রস্তাব করে দূত পাঠান অযোধ্যায়। সংবাদ পেয়ে রাজা দশরথ খুশি মনে মিথিলায় আসেন। রামচন্দ্রের সাথে সীতার প্রণয় সম্পন্ন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফেরার পথে পরশুরামের দর্পচূর্ণ করেন। এরপর ফিরে আসেন অযোধ্যায়।

তৃতীয় সর্গঃ

এই সর্গের নাম 'রামপ্রবাসঃ'। রামচন্দ্রের যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দশরথ রাজসভায় জানালেন, তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। রাজ্যের সবাই খুশি, বিপুল উদ্যমের সাথে অভিষেকের আয়োজন চলতে লাগল। কিন্তু কৈকেয়ী এটা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি তখন দশরথের নিকট বর প্রার্থনা করলেন। রামকে বনে নির্বাসিত করতে হবে এবং ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে। মাতামহের নিকট থাকায় ভরত এর কিছু জানতে পারলেন না। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণ-সীতাকে নিয়ে বনবাস গমন করলেন। পুত্রবিরহে রাজা দশরথের মৃত্যু হলো। ভরত রাজ্যে এসে মায়ের কুকীর্তির কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। শোকাহত অবস্থায় পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে রাজ্যবাসীকে নিয়ে ছুটলেন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। তাঁরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গেলেন। মুনির নিকট থেকে গেলেন চিত্রকূট পর্বতে; এখানেই বনবাসী রামচন্দ্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। পিতার মৃত্যুর খবর শুনেও তিনি রাজ্যে ফিরে যেতে সম্মত হলেন না। ভরতকে রাজ্যশাসনের জন্য আদেশ ও উপদেশ দিলেন।

চতুর্থ সর্গঃ

চতুর্থ সর্গ 'রামপ্রবাসঃ' নামে পরিচিত। রাম এ সর্গের প্রথমেই চিত্রকূট ছেড়ে অত্রিমুনির তপোবনে গেলেন, সেখান থেকে দণ্ডকারণ্যে। এখানে রাম-লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা বিরাধ রাক্ষসের দুই বাহু ভেঙে দেন, ফলে বিরাধ রাক্ষসের মৃত্যু হয়। এরপর তাঁরা শরভঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে সূতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে যান। সূতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমের অদূরে পর্ণশালা নির্মাণ করে বসবাস আরম্ভ করেন। এ আশ্রমেই শূর্পনখা এসে দুই ভাইয়ের কাছে বিবাহ প্রস্তাব দিলে লক্ষ্মণ তার নাক-কান ছেদন করেন। ফলে শূর্পণখা তাঁদের হুমকি দিয়ে তার ভ্রাতা খর ও দূষণের কাছে গিয়ে নালিশ করেন। খর ও দূষণ বিরাট এক রাক্ষস বাহিনী নিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করে। ভীষণ যুদ্ধে রামচন্দ্র তীক্ষ্ণ বাণে ত্রিশিরাকে বধ করেন।

পঞ্চম সর্গঃ

এই সর্গের নাম 'সীতাহরণঃ'। এ সর্গে বনবাস জীবনের শেষাংশ চিত্রিত। খর-দূষণের যুদ্ধে মৃত্যু হলে শূর্পণখা লঙ্কায় গিয়ে রাবণের নিকট সব জানাল। সাথে এও জানাল যে, রামের পত্নী সুন্দরী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। রাবণ সব শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা করতে তিনি চলে এলেন সমুদ্রতীরবাসী মারীচের কাছে। মারীচ পূর্বেই রামের বীরত্ব সম্পর্কে অবগত থাকায় রাবণকে কলহ না করতে পরামর্শ দিল। কিন্তু ক্রুদ্ধ রাবণ তার কথা আমলে নিলেন না। সাথে এও জানালেন তার কথা না শুনলে মারীচের মৃত্যু অনিবার্য। প্রাণের ভয়ে মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে সীতার আশ্রমের চারিদিকে ঘুরে সীতার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগল। সীতা প্রলুব্ধ হয়ে রামকে বললেন - এই স্বর্ণমৃগ তার চাই! সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য লক্ষ্মণকে রেখে রাম চলে গেলেন হরিণের খোঁজে। রামচন্দ্র হরিণকে তীরবিদ্ধ করলে হরিণ 'রাম রাম! হায় লক্ষ্মণ' বলে আর্তনাদ করে উঠল। সীতার নির্দেশে লক্ষ্মণ ছুটে গেলেন রামচন্দ্রের সন্ধানে। এই সময়ে রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় যাত্রা করলেন। পথমধ্যে পক্ষিরাজ জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ হারান - সীতাকে রক্ষা করতে গিয়ে।

ষষ্ঠ সর্গঃ

এ সর্গের নাম 'বালিবধঃ'। লঙ্কায় ফিরে রাবণ বুঝতে পারলেন সীতাকে হরণ করা তার ঠিক হয়নি। ফলে তিনি রামচন্দ্রের ভয়ে অভিভূত হলেন। তিনি সীতাকে কোনো ধরনের অসম্মান করলেন না। অন্যদিকে মারীচবধের পর লক্ষ্মণকে তার দিকে আসতে দেখে রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন অশুভ কোনো কিছু ঘটেছে। ফিরে এসে দেখলেন সীতা কুটীরে নেই। সীতার অন্বেষণে গিয়ে মৃতপ্রায় জটায়ুকে দেখলেন। তাঁর কাছ থেকে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কথা জানতে পারলেন। পরে জটায়ুর মৃত্যু হলো রাম তাঁর সৎকার করলেন। রাম-লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে বনে বনে ঘোরার সময় কবন্ধ রাক্ষসকে বধ করেন। কবন্ধ রাক্ষস মৃত্যুর আগে বলেন যে–রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেছে এবং ঋষ্যমূক পর্বতের বিক্রমশালী সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব করতে রামকে অনুরোধ করেন। সিদ্ধ শবরীর আশ্রমে গেলে তিনিও রামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব করতে বলেন। ঋষ্যমূক পর্বতে যেখানে সুগ্রীব বাস করেন। রাম-লক্ষ্মণ সেখানে পৌঁছালেন। সেখানে হনুমানের মধ্যস্থতায় রাম-সুগ্রীবের বন্ধুত্ব হলো। পরবর্তীতে কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতে সুগ্রীব - বালীর যুদ্ধে রাম কর্তৃক বালী নিহত হলেন। মৃত্যুকালে অনুতপ্ত বালী নিজপুত্র অঙ্গদকে রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করে যান।

সপ্তম সর্গঃ

এ সর্গের নাম 'সীতান্বেষণঃ'। শুরুতেই বর্ষা ঋতুর বর্ণনা মাল্যবান পর্বতে। রামচন্দ্র সীতাকে হারিয়ে বর্ষায় প্রকৃতিতে আরও বিরহী হয়ে উঠলেন। সুগ্রীবের সেনাদল সীতা অন্বেষণে বের হলো। বালীপুত্র অঙ্গদের সঙ্গে হনুমান এবং নীলের সঙ্গে জাম্বুবানও প্রেরিত হলো - যাতে তারা রাক্ষসদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সীতার অন্বেষণ করতে পারে। রামচন্দ্রের অভিজ্ঞান নিয়ে হনুমান বের হয়ে পড়লেন। এক মাসের মধ্যে সীতার খোঁজ না পেয়ে তারা আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক হলেন। সেই অবস্থায় তাদের সাথে দেখা হল জটায়ুর ভ্রাতা সম্পতির। তিনি তাদেরকে দক্ষিণদিক বেষ্টন করতে বললেন। কেননা দক্ষিণদিকে লঙ্কা নগরী অবস্থিত। তিনি বানরসেনাদের আরো নীতিমূলক কথা বলে উজ্জীবিত করলেন। তখন তারা মহেন্দ্রনামক গিরীন্দ্র এর খোঁজে চলতে লাগলেন। চলার পথে তারা মহেন্দ্র পর্বত থেকে অদূরে মণিরত্নাধিষ্ঠিত সমুদ্র দর্শন করে খুশি হলো।

অষ্টম সর্গঃ

এ সর্গের নাম 'অশোকবনিকাভঙ্গঃ'। এ সর্গের শুরুতেই হনুমান সাগর লঙ্ঘনের জন্য আকাশপথে চললেন। পথিমধ্যে দেখলেন মৈনাক পর্বত সাগর থেকে উত্থিত হয়ে তার জন্য অবস্থান করছেন। মৈনাক পর্বত তাকে সেখানে বিশ্রাম নিতে এবং বিহার করতে আহ্বান জানালে হনুমান তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি একবিন্দু সময় নষ্ট না করে লঙ্কাপুরীতে যেতে ইচ্ছুক। লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করে হনুমান দেখতে পেলেন ভীষণ রাক্ষসেরা ইতস্তত বিচরণ করছে। তাদের কথোপকথন শুনলেন কিন্তু কারো সাথে বিবাদ করলেন না। তিনি গৃহ থেকে গৃহে গিয়ে সীতার অন্বেষণ করতে থাকলেন। পরবর্তীতে তিনি অশোকবনে গিয়ে সীতাকে দেখতে পেলেন। তিনি দেখতে পেলেন রাবণ সীতাকে অনুনয় করছেন তাকে গ্রহণ করার জন্য কিন্তু সীতা তা প্রত্যাখ্যান করলে তিনি উপস্থিত রাক্ষসীদের সীতাকে ভয় দেখাতে বলে চলে গেলেন। পরবর্তীতে হনুমান সীতার সাথে কথা বললেন। তাঁর নিকট থেকে অভিজ্ঞান নিলেন রামচন্দ্রকে দেখাবেন বলে। পরবর্তীতে তিনি অশোকবন ধ্বংস করলে সেখানকার পরিবেশ ভীতিকর হয়ে উঠল।

নবম সর্গঃ

এ সর্গের নাম 'মারুতিসংযমনঃ'। রাবণের কাছে সংবাদ গেল হনুমান কর্তৃক অশোকবন ধ্বংসের। তিনি হনুমানকে বিনাশ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সহ আশি হাজার সৈন্য প্রেরণ করলেন। তাদেরকে হনুমান খুব সহজেই পরাজিত করলেন। পরবর্তীতে রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিতকে প্রেরণ করলেন। ইন্দ্রজিত শুরুতে

না পারলেও পরবর্তীতে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা তাকে গ্রেপ্তার করলেন। হনুমান চলে যেতে পারলেও ব্রহ্মাস্ত্র-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য থেকে গেলেন। রাবণের নিকট তাকে নেয়া হলে রাবণ প্রথমেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইলেও বিভীষণের কথায় থামলেন। পরবর্তীতে হনুমান রাবণকে রামের সাথে শত্রুতা করতে মানা করলেন এবং রামের বীরত্বের কথা বললেন। কিন্তু তাতে রাবণ আবার ক্রুদ্ধ হলেন এবং হনুমানকে অগ্নিদগ্ধ করার করার আদেশ দিলেন।

দশম সর্গঃ

দশম সর্গ 'সীতাভিজ্ঞানদর্শনম্' নামে পরিচিত। হনুমানের লেজে আগুন লাগানো হলে তিনি সেই আগুনে লঙ্কাকে নরকে পরিণত করেন। সবদিকে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। লঙ্কানগরবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অত পর অশোকবনে সীতার সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে গেলেন রামচন্দ্রের কাছে। রামচন্দ্রকে দিলেন সীতা কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ামণি। আর বললেন লঙ্কানগরী ও রাবণের বিষয়ে সব কথা। রাবণের ঐশ্বর্য, দর্প ও শক্তি, রাক্ষসের পরাক্রম, বন্দিনী সীতার বিবরণ। ফলে শুরু হলো সীতা-উদ্ধার অভিযানের আয়োজন। নীল, অঙ্গদ, হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতিদের পরিচালনায় এক বিরাট বানর সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে সাগরের নিকট উপস্থিত হলো।

একাদশ সর্গঃ

কবি এ সর্গের নাম দিয়েছেন 'প্রভাতবর্ণনম্'। এ সর্গের শুরুতেই লঙ্কার সুন্দর প্রভাতের বর্ণনা রয়েছে। লঙ্কা নগরীর নাগরিকদের মনের অবস্থা কেমন থাকে প্রভাতে সেই বর্ণনা রয়েছে। রয়েছে বিরহী মনের অবস্থার বর্ণনা। এ সর্গের শেষে রাবণের রাজসভায় বর্ণনা রয়েছে।

দ্বাদশ সর্গঃ

এ সর্গ 'বিভীষণাগমনঃ' নামে পরিচিত। রাবণ রাজসভায় আগমন করলেন। বিভীষণ ঘুম থেকে উঠে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন রাজসভায় যাওয়ার জন্য। মাতা নৈকষী এসে তাকে অর্থাৎ রাবণকে বোঝাতে বললেন যাতে রাবণ ও রাজ্যের মঙ্গল হয়। বিভীষণ রাজসভায় গিয়ে রাবণকে যুদ্ধ না করার এবং সীতাকে ফেরত দিয়ে রামের সঙ্গে সন্ধি করতে বললেন। মাতামহ মাল্যবানও তার কথা সমর্থন করলেন। কুম্ভকর্ণও তার মতামত রাবণ সকাশে তুলে ধরলেন। রাবণ বিভীষণের কোনো হিতবাক্যই শুনলেন না এবং ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে পাদপ্রহার করলেন। পরিশেষে বিভীষণ রামচন্দ্রের কাছে গেলে রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

ত্রয়োদশ সর্গঃ

এ সর্গের নাম ' সেতুবন্ধঃ'। এ সর্গের শুরুতেই ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র লবণ-সমুদ্রকে সংহার করতে লাগল। তখন লবণ সমুদ্র তাকে সেতুবন্ধন করতে বললেন। তখন সেতুবন্ধনের কাজ শুরু হলো। রামচন্দ্র তা দেখে খুশি হলেও শত্রুপক্ষ ত্রস্ত হয়ে উঠল। যুদ্ধোদ্যত দুই দল সম্মুখীন হতেই গুরুগম্ভীর ভেরী, পটহ, ঘটা, বেণু, গুঞ্জা প্রভৃতি ভীষণ রবে বেজে উঠল।

চতুর্দশ সর্গঃ

এ সর্গ 'শরবন্ধঃ' নামে পরিচিত। রাম-রাবণের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাবণ বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব এক এক জনকে দিয়ে নিজে উত্তরদ্বারের দায়িত্ব নিলেন। বানরসেনারা রাক্ষস সৈন্যদের প্রতিহত করতে লাগল। বিভিন্ন বড় বড় রাক্ষসসেনা মৃত্যুবরণ করল। ঐদিকে ইন্দ্রজিতের নাগপাশের কারণে রাম-লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বানর সেনা এমনকি সীতা এ খবর শুনে হাহাকার করতে লাগল। পরবর্তীতে রাম-লক্ষ্মণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে রাবণের সেনাপতিদের হত্যা করলেন। রাবণ মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়লেন।

পঞ্চদশ সর্গঃ

এ সর্গ 'কুম্ভকর্ণবধঃ' নামে পরিচিত। কোনো উপায় না পেয়ে কুম্ভকর্ণকে জাগানো হলো। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের সব খবর শুনলেন। ভাইকে নির্ভয়ে থাকতে বলে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরদর্পে যুদ্ধ করতে লাগলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণ তাকে পরাজিত করে হত্যা করলেন। পরবর্তীতে যুদ্ধে রাবণের চার পুত্র ও কুম্ভকর্ণের দুই পুত্রের মৃত্যু হলো। ফলে সুগ্রীবের মনে জয়ের আশা দেখা দিল।

ষোড়শ সর্গঃ

কবি এ সর্গের নাম দিয়েছেন 'রাবণবিলাপঃ'। যুদ্ধের সংবাদ শুনে লঙ্কাপুরীতে নেমে এল অন্ধকার। নিজের সন্তান, ভাই, সৈন্যদের জন্য রাবণ বিলাপ করতে লাগলো। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। পরে ইন্দ্রজিত এসে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি নানা বাক্য বলে রাবণকে উৎসাহিত করেন।

সপ্তদশ সর্গঃ

এ সর্গের নামকরণ করা হয়েছে 'রাবণবধঃ'। এ সর্গের শুরুতেই ইন্দ্রজিত যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি বানরসেনাদের হত্যা করতে লাগলেন। অন্যদিকে আকাশে সীতা বধের মায়াচিত্র দেখানো হলো। যা দেখে রাম-লক্ষ্মণ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। পরে বিভীষণ তাঁদের বোঝালেন এটা সত্য দৃশ্য নয়। অন্যদিকে ইন্দ্রজিত ব্রহ্মশির অস্ত্রের জন্য যজ্ঞ করতে গেলে বানরসেনারা তার যজ্ঞে বাধা সৃষ্টি করল এবং পরবর্তীতে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিত বধ হলো। শোকার্ত রাবণ যুদ্ধ করতে আসলেন। রাম প্রজাপতি দিব্যাস্ত্রের দ্বারা রাবণকে বধ করলেন।

অষ্টাদশ সর্গঃ

এ সর্গ 'বিভীষণবিলাপঃ' নামে পরিচিত। এ সর্গে বিভীষণ নিজ ভ্রাতা রাবণের মৃত্যুতে আহাজারি করেন। অন্যদিকে লঙ্কাপুরীতেও শোক নেমে আসে। রামচন্দ্র বিভীষণকে আশ্বস্ত করলেন; বর্তমানে তার কী করণীয় সে সম্পর্কে উপদেশ দিলেন।

ঊনবিংশতি সর্গঃ

এ সর্গ হচ্ছে 'বিভীষণাভিষেকঃ'। বিভীষণ যথাযথভাবে তার বড় ভ্রাতা রাবণের সৎকার করলেন। আচার অনুষ্ঠান যা করণীয় তা করলেন। পরবর্তীতে রাম বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

বিংশতি সর্গঃ

কবি এ সর্গের নাম দিয়েছেন 'সীতাপ্রত্যাখানম্'। হনুমান কর্তৃক সীতা রামের লঙ্কা জয়ের খবর পেলেন। তিনি রামচন্দ্রের সাথে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। বিভীষণ গিয়ে অলংকারে সজ্জিতা সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের নিকট পৌঁছে দিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র সীতাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি সীতাকে লক্ষ্মণ-বিভীষণের মধ্যে কাউকে গ্রহণ করতে বললেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সীতা লক্ষ্মণকে চিতা রচনা করতে বলেন।

একবিংশতি সর্গঃ

কবি এ সর্গের নামকরণ করেছেন 'সীতাসংশোধনম্' নামে। অগ্নিদেব সীতাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করেন। ব্রহ্মা ও শিব রামের প্রতি তাদের বক্তব্য ব্যক্ত করেন। সীতাকে অপবিত্র ভাবার জন্য তিরস্কার করেন। ইন্দ্র এসে জানালেন, তাঁর বরে যুদ্ধে নিহত বানর সৈন্যদল প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

দ্বাবিংশ সর্গঃ

এ সর্গের নাম 'অযোধ্যাপ্রত্যাগমনম্'। এ সর্গে রাম সীতা-লক্ষ্মণ-সুগ্রীব-হনুমানকে নিয়ে পুষ্পকবিমানে করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। পথমধ্যে সীতা হনুমানের কাছ থেকে তার সাথে বিচ্ছেদের পর রামের অবস্থার বৃত্তান্ত শুনেন। রামের রাজ্যাভিষেক হয়। ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়।

এ কাব্যের মূল বিষয়বস্তু রাম-কর্তৃক রাবণবধ হলেও এর প্রেক্ষাপট রচনা করতে গিয়ে কবি রামের জন্ম থেকে শুরু করে লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পর্যন্ত সব বিষয়গুলো তাঁর নিপুণ লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১। কোনো কোনো টীকাকারের অনুমান কবি ভট্টি ছিলেন শ্রীধরস্বামীর পুত্র; মতান্তরে তিনি বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরির ভ্রাতুষ্পুত্র।

২। এই লেখের কয়েকটি শ্লোকের সঙ্গে ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে শরৎ বর্ণনার কতিপয় শ্লোকের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উক্ত লেখে ব্যাকরণগত অশুদ্ধ পদপ্রয়োগ থাকায় অনেকের অনুমান বৎসভট্টি পৃথক ব্যক্তি।

৩। বসূনি তোয়ং ঘনবদ্ব্যকারীৎ সহাসনং গোত্রভিদধ্যিবাৎসীৎ।
ন ত্র্যম্বকাদন্যমুপাস্থিতাসৌ যশাংসি সর্বেষু ভৃতাং নিরাস্থৎ ॥ ১/৩

প্রণমন্তং ততো রামমুক্তবানিতি শঙ্করঃ।
কিং নারায়ণমাত্মানং নাভোৎস্যত ভবানজম্ ॥ ২১/১৬

৪। যোষিদ্‌বৃন্দারিকা তস্য
দয়িতা হংসগামিনী।
দূর্বাকাণ্ডমিব শ্যামা
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৫/১৮

যথেবশব্দৌ সাদৃশ্য -
মাহতুর্ব্যতিরেকিণোঃ।
দুর্বাকান্ডমিব শ্যামং
তন্বী শ্যামা লতা যথা ॥

কাব্যালঙ্কার, ২/৩১

৫। P.V. Kane, S. K. De প্রভৃতির মতে, ভামহের কাল (৭৫০-৮০০) খ্রিষ্টাব্দ; এবং তিনি ভট্টির পরবর্তী।
বটুকনাথ শর্মা, বলদেব উপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ভামহ চতুর্থ শতকের আলঙ্কারিক এবং তাঁর দুই শতক পর ভট্টির আবির্ভাব।

***এই গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত ভট্টিকাব্যের সকল শ্লোক "ভট্টিকাব্যম্, ভর্তৃহরি, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার-৪, প্রসূন বসু সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-১৯৭৮" — এই সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মহাকাব্য হিসেবে ভট্টিকাব্যের আলোচনা

বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যকে গঠনগত ও বিষয়গত দিক থেকে নিম্নরূপগত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

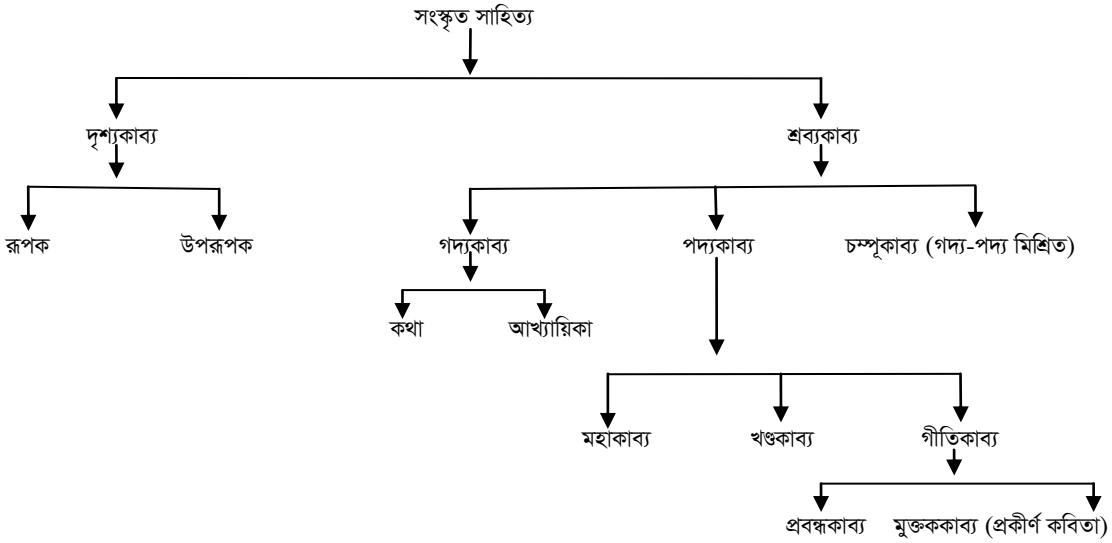

শ্রব্যকাব্য মানে হচ্ছে যা শুধু শ্রবণ করা যায়। এর একটি ভাগ হচ্ছে পদ্যকাব্য। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৩১৪ নং শ্লোকে বলেছেন—'ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্' অর্থাৎ ছন্দোযুক্ত পদসমন্বিত বাক্য হচ্ছে পদ্য। এর তিনটি ভাগের একটি হচ্ছে মহাকাব্য। মহাকাব্য হতে হলে কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। মহাকাব্য হিসেবে ভট্টিকাব্য কতটা সফল এ অধ্যায়ে তার আলোচনা করা হয়েছে।

সাহিত্যদর্পণে মহাকাব্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে —

> স্বর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ ॥
> সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো ব্যাপি ধীরোদাত্ত গুণান্বিতঃ।
> একবংশভবা ভুপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা ॥ [১]
>
> ৬/৩১৫ - ৩১৬

সর্গ দ্বারা গঠিত পদ্যময় কাব্যবিশেষকে মহাকাব্য বলে। এর নায়ক হবেন – ধীরোদাত্তগুণসম্পন্ন দেবতা বা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কিংবা একই বংশে জাত, কুলীন বহু রাজাও নায়ক হতে পারে।

ভট্টিকাব্য বাইশ সর্গে রচিত একটি পদ্য। এর নায়ক দশরথ পুত্র রাম। যিনি অযোধ্যার রাজকুমার, দেবতা বিষ্ণুর অংশ, বংশে ক্ষত্রিয়।

সাহিত্যদর্পণে নায়কের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে —

ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা ॥ [২]

৩/৩৬

ত্যাগী, কর্মকুশল, কুলীন, বুদ্ধিমান, রূপবান, তরুণ, উৎসাহী, অনলস, লোকানুরক্ত, তেজ ও বৈদগ্ধ্য–সম্পন্ন ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে নায়ক বলা হয়।

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে রাজ্য ত্যাগ করেছেন, বয়সে তরুণ, বুদ্ধিমান, কর্মে উৎসাহী, প্রজাদের মনোরঞ্জনে যত্নশীল, শত্রু হননে তেজোদীপ্ত। একজন নায়কের যতগুলো গুণ থাকা উচিত সবই তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান।

নায়ককে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম ধীরোদাত্ত। সাহিত্য দর্পণে ধীরোদাত্ত নায়কের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে —

অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ ॥ [৩]

৩/৩৮

আত্মশ্লাঘাহীন, ক্ষমাবান, অতিগম্ভীর, মহাসত্ত্ব, ধীরপ্রকৃতি, বিনয়াচ্ছন্ন গর্ব ও দৃঢ়ব্রত নায়ককে ধীরোদাত্ত নায়ক বলা হয়ে থাকে।

ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গুণ রামচন্দ্রের চরিত্রে বিদ্যমান।

সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মহাকাব্যের রস ও সন্ধি সম্পর্কে বলা হয়েছে —

শৃঙ্গার-বীর-শান্তানামেকোঽঙ্গীরস ইষ্যতে।
অঙ্গানি সর্বেঽপি রসাঃ সর্বে নাটক সন্ধয়ঃ ॥ [৪]

৬/৩১৭

এর অঙ্গীরস হবে- শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের মধ্যে যে কোনো একটি ও বাকি সমস্ত রস হবে অঙ্গরস, এতে সব নাট্য সন্ধিসমূহ থাকবে।

নিম্নে এ মহাকাব্যে ব্যবহৃত রস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

বীররস:

এ মহাকাব্যের নাম ভট্টিকাব্য বা রাবণবধ। মহাকাব্যের নামকরণ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি বীররস প্রধান কাব্য। রাবণকে বধ করে রামের বীরত্ব প্রকাশই এখানে লক্ষ্যবস্তু। প্রথম সর্গে দশরথের বীরত্বের উল্লেখ, রাক্ষসবধে রাম-লক্ষ্মণের গমন; দ্বিতীয় সর্গে তাড়কা নাম্নী রাক্ষসীকে বধ, মারীচের পরাজয়, জনকের রাজসভায় রামের হরধনু ভঙ্গ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ; চতুর্থসর্গে বিরাধ-বধ, খর-দূষণের বিনাশ; ষষ্ঠ সর্গে বালিবধ; অষ্টম সর্গে হনুমান কর্তৃক অশোকবন ধ্বংস; নবম সর্গে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রায়, ত্রয়োদশ সর্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি; চতুর্দশ সর্গে যুদ্ধের বর্ণনা; পঞ্চদশ সর্গে কুম্ভকর্ণ বধ; ষষ্ঠদশ সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাষণ; সপ্তদশ সর্গে রাবণের বধ - সবকিছুতেই বীর রসের প্রাধান্য।

সর্বোপরি দেখা যায় এ মহাকাব্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বীর রস যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনুভবযোগ্য। রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণ এবং শেষ পর্যন্ত রাবণের বধের মাধ্যমে এর সমাপ্তি। অন্যান্য রসের পরিপোষকতা এ কাব্যের সহায়ক রস রূপে পরিগণিত।

শৃঙ্গার রস:

সীতার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন রামের বিরহ বর্ণনায় (ষষ্ঠ সর্গের শেষে ও সপ্তম সর্গের প্রথমে) বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের অতি সুন্দর প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন —

তান্ বিলোক্যাসহিষ্ণুঃ সন্
বিললাপোন্মদিষ্ণুবৎ।
বসন্ মাল্যবতি গ্লাস্নু
রামো জিষ্ণুরধৃষ্ণুবৎ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৪/৭

রাম মাল্যবান পর্বত থেকে ঐ মেঘ দেখে, জয়শীল হয়েও, অধৈর্য ব্যক্তির ন্যায় অসহিষ্ণু ও গ্লানিযুক্ত হয়ে উন্মাদের ন্যায় বিলাপ করতে লাগলেন।

একাদশ সর্গে লঙ্কানগরীর বর্ণনাতেও কামীব্যক্তিদের কথা উঠে এসেছে। যাতে শৃঙ্গার রসের প্রয়োগ রয়েছে।

করুণ রসঃ

তৃতীয় সর্গে রাম-লক্ষ্মণের বনবাসের উদ্দেশে যাত্রা পরিপ্রেক্ষিতে দশরথের সংজ্ঞাশূন্য অবস্থা, রামচন্দ্রের কাছে ভরত কর্তৃক দশরথের মৃত্যুসংবাদ দেওয়া, রাবণ কর্তৃক হৃত হওয়ার সময় সীতার বিলাপ (পঞ্চম সর্গ), সীতা অপহৃত হওয়ায় রামের কাতরোক্তি (ষষ্ঠ সর্গ), ষোড়শ সর্গে রাবণের বিলাপ; অষ্টাদশ সর্গে রাবণের জন্য বিভীষণের বিলাপ। এসব ঘটনার মাধ্যমে করুণ রসের প্রকাশ হয়েছে।

হাস্য রসঃ

চতুর্থ সর্গে শূর্পণখার সাথে রাম-লক্ষ্মণের ব্যবহারে হাস্য রস রয়েছে।

রৌদ্র রসঃ

দ্বিতীয় সর্গে জমদগ্ন্য-এর বর্ণনায় রৌদ্র রসের প্রয়োগ হয়েছে —

বিশঙ্কটো বক্ষসি বাণপাণিঃ
সম্পন্নতালদ্বয়সঃ পুরস্তাৎ।
ভীষ্মো ধনুষ্মানুপজান্বরত্নি–
রৈতি স্ম রামং পথি জামদগ্ন্যঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৫০

পথে ভীষণ দর্শন জমদগ্নি–পুত্র পরশুরাম রামের সম্মুখে উপস্থিত হলেন- তাঁর বিশাল বক্ষ, তাঁর দেহ পরিণত তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, দুই বাহু জানু পর্যন্ত লম্বিত, হাতে ধনুর্বাণ।

এ শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলি রৌদ্ররসের পরিপুষ্টি দান করেছে। এছাড়াও রাবণকে বলা শূর্পণখার কথায় (৫ম সর্গে); চতুর্দশ সর্গে যুদ্ধে দুই পক্ষের কথাবার্তায়; ষোড়শ সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাষণে রৌদ্র রসের প্রয়োগ হয়েছে।

ভয়ানক রসঃ

পাত্র–পাত্রীর চরিত্রের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের মুখে উপযুক্ত ভাষা–ব্যবহার ভট্টির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাই, ভয়ানক প্রকৃতির কুম্ভকর্ণকে যখন কথা বলতে দেখি, তখন তার কণ্ঠরব আকাশে জলপূর্ণ মেঘ - গর্জনের মতো মনে হয়—

"স্ফুরদ্‌ঘনঃ সাম্বুরিবান্তরীক্ষে
বাক্যং ততেঽভাষত কুম্ভকর্ণঃ"।

ভট্টিকাব্যম্, ১২/৬১

চতুর্দশ সর্গ থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত যুদ্ধ বর্ণনায় ভয়ানক রস আছে।

বীভৎস রসঃ

চতুর্দশ সর্গের বীভৎস রসের বর্ণনায় রয়েছে। যেমন—

সমুৎপেতুঃ কষাঘাতৈরশ্ব্যাকর্ষৈর্মমঙ্গিরে।
অশ্বাঃ প্রদুদ্রুবুর্মোক্ষে রক্তং নিজগুরুঃ শ্রমে ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৪/১০

তারপর অশ্বসমূহ কশাঘাতে লাফিয়ে উঠল, বল্গা আকর্ষণে নাসিকা কুঞ্চিত হওয়ায় সুশোভিত হলো, বল্গা মোচনে ধাবিত হলো এবং শ্রমবশতঃ রক্ত বমন করতে লাগল।

অদ্ভুত রসঃ

ভরত অযোধ্যায় ফেরার পথে যে স্বপ্ন দেখেন তাতে অদ্ভুত রস আছে।

শান্ত রসঃ

শরৎ বর্ণনা (২য় সর্গ), সপ্তম সর্গে বর্ষা বর্ণনায়ও শান্ত রস আছে।

নাট্যসাহিত্যে সন্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যেকোনো কাব্য বা সাহিত্যে যদি নাটকীয়তা না থাকে তবে তা যেমন রসবোধক হয় না, তেমনি পাঠকের কাছেও সমাদর লাভে ব্যর্থ হয়। ভট্টিকাব্যের নাটকীয়তা বিশ্লেষণ করতে হলে সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত। নাট্যসন্ধি সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে-

একেন প্রয়োজনেনান্বিতানাং কথাংশানামবান্তরৈক প্রয়োজনসম্বন্ধঃ সন্ধিঃ।

একটি (মুখ্য) প্রয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত কথাংশসমূহের পরস্পরের সঙ্গে প্রয়োজন সম্বন্ধকে সন্ধি বলে। সন্ধির প্রকারভেদ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতিঃ।

ইতি পঞ্চাস্য ভেদাঃ স্যুঃ ক্রমাল্লক্ষণমুচ্যতে ॥ [৫]

৬/৭৫

এর পাঁচটি ভেদ—যথাঃ মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি।

মুখসন্ধিঃ

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা ॥

প্রারম্ভেন সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্ ॥ [৬]

৬/৭৬

যেখানে আরম্ভে নামক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নানা বৃত্তান্ত ও রসসম্ভাবনাযুক্ত বীজের উৎপত্তি হয়, তাহাকে 'মুখসন্ধি ' বলা হয়।

ভট্টিকাব্যে রামের জন্ম, সীতার সাথে প্রণয়, পঞ্চমসর্গে এসে রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ, আর এ অপহরণের মধ্যেই রাবণবধের বীজ নিহিত। সুতরাং এটাই মুখসন্ধিরূপে বিবেচ্য।

প্রতিমুখ সন্ধিঃ

ফল প্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।

লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং চ তৎ ॥ [৭]

৬/৭৭

মুখসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট মুখ্যফললাভের উপায় কিছুটা লক্ষিত ও কিছুটা অলক্ষিত হয়ে যেখানে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাকে প্রতিমুখসন্ধি বলে।

রামের সঙ্গে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব, হনুমানের লঙ্কা গমন, সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ, হনুমান কর্তৃক রাবণকে অনুনয় সীতাকে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু রাবণ কর্তৃক তা প্রত্যাখান, এখানে মুখ্যফললাভের উপায় কিছুটা লক্ষিত এবং কিছুটা অলক্ষিত। তাই এটা প্রতিমুখ সন্ধি।

গর্ভসন্ধিঃ

ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।

গর্ভো যত্র সমূদভেদো হ্রাসান্বেষণবান্মুহুঃ ॥ [৮]

৬/৭৮

যেখানে পূর্বসন্ধিতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রকাশিত মুখ্য ফলোপায়ের পুনঃ পুনঃ হ্রাস ও অন্বেষণযুক্ত অভিব্যক্তি হয়, সেখানে গর্ভসন্ধি হইয়া থাকে।

বিভীষণ কর্তৃক রাবণকে যুদ্ধ না করার আহ্বান; সীতাকে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধে রাবণের আরো ক্রুদ্ধরূপে যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং চতুর্দশ সর্গে যুদ্ধের শুরু এ মহাকাব্যের গর্ভসন্ধির ভূমিকা পালন করেছে।

বিমর্ষসন্ধিঃ

যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতেঽধিকঃ
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ ॥ [৯]

৬/৭৯

যেখানে মুখ্যফলের উপায় গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক বিকশিত অথচ শাপ প্রভৃতির দ্বারা বাধাযুক্ত হয় সেখানে বিমর্ষ সন্ধি হয়।

পঞ্চদশ, ষোড়শ সর্গে যুদ্ধে রামচন্দ্রের বাহিনীর বিপক্ষ দলের উপর প্রাধান্য লাভ। নাগপাশ মোচন, কুম্ভকর্ণের পতন কিন্তু ইন্দ্রজিতের বাণবর্ষণে বানরসেনাদের সাথে রাম - লক্ষ্মণকে মূর্ছিত করে জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে বিমর্ষ সন্ধি পরিলক্ষিত হয়।

নির্বহণ সন্ধি:

বীজবন্তো মুখাদ্যার্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ ॥ [১০]

৬/৮০

যথাযথভাবে মুখাদিসন্ধিতে বিন্যস্ত বীজযুক্ত বিষয়সমূহ যখন একার্থে উপনীত হয়, তখন নির্বহণ সন্ধি বলে।

দুই পক্ষের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, ভাই ও সৈন্যদের হারিয়ে রাবণের বিলাপ, পরবর্তীতে যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের পতন, রামের সাথে রাবণের কঠিন যুদ্ধ, দুজনের একে অন্যের উপর বিভিন্ন অস্ত্রের প্রয়োগ। পরিশেষে রামচন্দ্রের হাতে রাবণ বধ। এটাই এ কাব্যের নির্বহণ সন্ধি।

মহাকাব্যের আরো লক্ষণ সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে —

ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্।
চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকং চ ফলং ভবেৎ ॥

আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দেশ এব বা।
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাং চ গুণকীর্তনম্ ॥ [১১]

৬/৩১৮-৩১৯

এর বিষয়বস্তু হবে ঐতিহাসিক বা কোনো সজ্জন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত; এতে চারবর্গের কথাই থাকবে এবং তন্মধ্যে একটি বর্গই মুখ্য ফলরূপে বর্ণিত হবে। এর প্রথমে আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তু নির্দেশ থাকবে; কখনো কখনো দুষ্ট ব্যক্তির নিন্দা এবং সাধু ব্যক্তির গুণকীর্তন থাকবে।

ভট্টিকাব্যের বিষয়বস্তু রাবণবধ। রামায়ণের মূল কাহিনি অবলম্বন করে এই কাব্য রচিত। রাম কর্তৃক রাবণকে হত্যা। এ নিয়েই এ মহাকাব্য রচিত। রাম একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। তিনি দেবতা বিষ্ণুর অংশ। ভট্টিকাব্যে আছে —

প্রণমন্তং ততো রামমুক্তবানিতি শঙ্করঃ।
কিং নারায়ণমাত্মানং নাভোৎস্যত ভবানজম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২১/১৬

তারপর রাম শঙ্করকে প্রণাম করলেন। শঙ্কর তাঁকে বললেন - তুমি কি নিজের জন্ম - মৃত্যুহীন নারায়ণরূপে অবগত নও।

রামচন্দ্র অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। তিনি একাধারে দাতা, শত্রু বিনাশকারী, প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী, পিত্রাদেশ পালনকারী, প্রজাবাৎসল, বন্ধুত্ব রক্ষাকারী, ভাইদের প্রতি স্নেহশীল।

চারবর্গ হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। এ কাব্যের মূল হচ্ছে ধর্ম। অধর্মের সাথে ধর্মের জয় এখানে দেখানো হয়েছে। রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ হচ্ছে অধর্ম; কেননা পরস্ত্রীকে হরণ করা কোনো ধার্মিকের কাজ নয়। রাবণ অন্যান্য দেবতাদেরও উৎপীড়ন করতেন। সে কথা শূর্পণখার কথায় বুঝতে পারা যায়। রাবণের দরবারে গিয়ে শূর্পণখা বলেছেন —

বিগ্রহস্তব শক্রেণ বৃহস্পতিপুরোধসা।
সার্ধং কুমারসেনান্যা শূন্যশ্চাসীতি কো নয়ঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৫/৭

বৃহস্পতি যাঁর পুরোহিত, কার্তিকেয় যাঁর সেনাপতি সেই ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার কলহ অথচ তুমি উদ্যমহীন! এ তোমার কী নীতি?

অনেক দেবতা, যক্ষপতি কুবেরসহ বিভিন্ন জনের সাথে রাবণের কলহ ছিল। তিনি অত্যন্ত উদ্ধতভাবে সকলের ক্ষতি করেছেন। তাই এ কাব্যে অধর্মকে বিনাশ করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

অযোধ্যার বর্ণনায় (প্রথম সর্গ), মিথিলা রাজসভার বর্ণনায় (দ্বিতীয় সর্গ), লঙ্কার বর্ণনায় (অষ্টম সর্গ) সেখানকার বিত্ত-বৈভবের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাম-সীতার প্রণয়, শরৎ বর্ণনার সময়, সীতা বিচ্ছেদে, রামের প্রলাপে কাম-বর্গের প্রকাশ ঘটেছে।

রাজা দশরথের মৃত্যু, শরভঙ্গ মুনির অগ্নিতে নিজ দেহ আহুতি প্রদান, জটায়ুর প্রাণত্যাগ, কবন্ধ রাক্ষসের রামকর্তৃক বধ্য হয়ে মুক্তি লাভ। এসব মোক্ষের অংশ।

ভট্টিকাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে —

অভূন্নৃপো বিবুধসখঃ পরন্তপঃ শ্রুতান্বিতো দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ।
গুণৈর্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্ ॥

পুরাকালে দশরথ নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন দেবগণের সখা। তিনি শত্রুদের দমন করেছিলেন; গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলেই স্বয়ং ভগবান জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁকে পিতৃরূপে গ্রহণ করার ছলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এ ছাড়াও দশরথ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, বেদে তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি পিতৃপুরুষদের জন্য বহু যজ্ঞ করেছেন। তিনি ছিলেন নীতিবান, দানশীল, যুদ্ধে অপরাজেয়, ব্রাহ্মণদের প্রতি যত্নশীল, তিনি শিবের উপাসনা করতেন।

মহাকাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সজ্জনদের গুণকীর্তন করে কাব্য শুরু করা। এখানে দশরথের গুণকীর্তন করে কাব্যের শুরু হয়েছে।

মহাকাব্যের সর্গ কেমন হবে সে সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে—

একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসান্নেন্যবৃত্তকৈঃ।
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ ॥
নানা বৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে।
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ ॥ [১২]

৬/৩২০-৩২১

এতে নাতিহ্রস্ব ও নাতিদীর্ঘ আটের অধিক সর্গ থাকবে; কোনো কোনো মহাকাব্যে নানা ছন্দে রচিত একটি সর্গ দেখা যায়। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়বস্তুর সূচনা থাকবে।

মহাকাব্যের মোট শ্লোক ১৬৩১টি। এতে সবচেয়ে বেশি শ্লোক আছে ষষ্ঠ সর্গে ১৪৬টি এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক শ্লোক ২১ তম সর্গে মাত্র ২৩টি। এ থেকে বুঝতে পারা যায় সর্গগুলো অতিদীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব নয়। এতে সর্গ আছে বাইশটি। ভট্টিকাব্যে মোট ২৬টি ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ মহাকাব্যের প্রথম সর্গে রুচিরা ছন্দ, ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ, মালিনী ছন্দে রচিত। এর দ্বিতীয় সর্গের শ্লোকগুলি অর্ধসমবৃত্তে রচিত এবং এই সর্গের শেষ শ্লোকটি মালিনী ছন্দে রচিত। এছাড়াও এ কাব্যে পথ্যাবক্ত্র, মন্দাক্রান্তা ইত্যাদি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ কাব্যের প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়বস্তুর সূচনা রয়েছে। যেমন, ত্রয়োদশ সর্গের শেষে যুদ্ধের ভূমিকা রয়েছে আর চতুর্দশ সর্গে দুই পক্ষের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে।

মহাকাব্যের অন্যান্য বিষয় কেমন হবে সে সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে —

সন্ধ্যা-সূর্য্যেন্দু-রজনীপ্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্ন-মৃগয়াশৈলর্ত্তু বনসাগরাঃ ॥
সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গ পুরাধ্বরাঃ।
রণ প্রয়াণোপযমমন্ত্র পুত্রোদয়াদয়ঃ ॥
বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ।
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয়কথয়া সর্গানাম তূ ॥ [১৩]

৬/৩২২-৩২৪

সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রাত্রি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, মৃগয়া, পর্বত, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, যুদ্ধযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্রণা, পুত্রজন্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ যথাসম্ভব সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে বর্ণনা করতে হবে। কবির, বিষয়বস্তুর, নায়কের বা অন্য কাহারো নামে এর নামকরণ করা হবে। সর্গে যে কথা উপস্থাপন হইবে —তদানুসারে সর্গের নাম হবে।

ভট্টিকাব্যে কবি সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি বিষয়গুলো যথাসম্ভব সাঙ্গোপাঙ্গ সহকারে বর্ণনা করেছেন। এ মহাকাব্যকে আমরা ভট্টিকাব্য বা রাবণবধ হিসেবেই চিনি। ভট্টিকাব্য কবির নামানুসারে ভট্টিকাব্য নামে পরিচিত আবার বিষয়বস্তু রাবণকে হত্যা করে ধর্মের প্রতিষ্ঠা, সেই হিসেবে এই কাব্য রাবণবধ নামে পরিচিত। এর প্রতিসর্গের নামকরণ সেই সর্গের বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক। যেমন প্রথমসর্গে রামের জন্মকথা রয়েছে তাই এর নাম 'রামসম্ভবঃ'। দ্বিতীয় সর্গে রাম - সীতার পরিণয় দেখানো হয়েছে; তাই এ সর্গের নাম 'সীতাপরিণয়ঃ'। এভাবে প্রতি সর্গে যে কথার উপস্থাপন করা হয়েছে; সেই অনুযায়ী সেই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, মহাকাব্যের যেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা উচিত ভট্টিকাব্যে সেসব বৈশিষ্ট্যের সবই বিদ্যমান রয়েছে। ফলে ভট্টিকাব্যকে সার্থক মহাকাব্য বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. সাহিত্যদর্পণ, বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত,১৩৮৬, পৃ. ৪৭৫

২. ঐ, পৃ. ১১৫

৩. ঐ, পৃ. ১১৬

৪. ঐ, পৃ. ৪৭৫

৫. ঐ, পৃ. ৩৬৫

৬. ঐ, পৃ. ৩৬৫

৭. ঐ, পৃ. ৩৬৬

৮. ঐ, পৃ. ৩৬৬

৯. ঐ, পৃ. ৩৬৭

১০. ঐ, পৃ. ৩৬৮

১১. ঐ, পৃ. ৪৭৫

১২. ঐ, পৃ. ৪৭৫

১৩. ঐ, পৃ. ৪৭৫

তৃতীয় অধ্যায়
শাস্ত্রকাব্য হিসেবে ভট্টিকাব্যের আলোচনা

কবি ভর্তৃহরি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু নিয়েছেন আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্য থেকে। এতে তিনি নতুন কিছু সংযোজন না করে রামায়ণের কাহিনি অর্থাৎ রাবণকে বধ করে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকেই যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। কাব্যের বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব না থাকলেও রচনাভঙ্গিতে তিনি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। এই কাব্য রচনায় কবির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। আর তা হলো ব্যাকরণের বর্ণনা। শুধু ব্যাকরণই নয়, কাব্যের লঘুপাকে প্রধানত ব্যাকরণ ও তৎসহ কাব্যশাস্ত্র অর্থাৎ অলঙ্কার, ছন্দ, গুণ, ব্যঞ্জনা বিবিধ চিত্রকাব্য (শব্দচিত্র, বর্ণচিত্র, বাচ্যচিত্র) প্রভৃতির প্রচারের জন্যই কাব্যরচনায় আগ্রহী হয়েছিলেন।

নিম্নে এ কাব্যে যে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিষয় প্রয়োগ ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরা হলো:

ব্যাকরণশাস্ত্র: সমগ্র কাব্যটিকে তিনি ৪টি কাণ্ডে ভাগ করেছেন। প্রকীর্ণ কাণ্ডে পাণিনির ব্যাকরণের বিবিধ নিয়ম প্রয়োগের সাহায্যে উদাহৃত হয়েছে। অধিকার কাণ্ডে নানাবিধ প্রত্যয়ের ব্যবহার ও সেই সাথে আত্মনেপদ-পরস্মৈপদ, ষত্ববিধান ও ণত্ববিধান- এর নিয়ম প্রয়োগের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। তিঙন্ত কাণ্ডে ক্রিয়ার বিভিন্ন কালের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রসন্ন কাণ্ড ব্যতীত কাব্যের অন্যান্য অংশে ব্যাকরণের খুঁটিনাটি প্রয়োগ দেখিয়েছেন কবি। এজন্যই অনেক সমালোচক ভট্টিকাব্যকে 'কাব্যকারে ব্যাকরণ' (Poetical Grammar) বলেছেন। ভর্তৃহরি তাঁর কাব্য সম্পর্কে নিজেই মন্তব্য করেছেন —

দীপতুল্যঃ প্রবন্ধো২য়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।
হস্তাদর্শ ইবান্ধানাং ভবেদ্ ব্যাকরণাদৃতে ॥
ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদুষাং প্রীতয়ে ময়া ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২২/৩৩-৩৪

ব্যাকরণ যাঁদের চক্ষু অর্থাৎ ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন পাঠকের কাছে এই কাব্য প্রদীপ তুল্য, কিন্তু ব্যাকরণে জ্ঞানরহিত ব্যক্তির কাছে কাব্যটি অন্ধের হাতে দর্পণের মতো নিষ্ফল। ব্যাখ্যার দ্বারা বোধগম্য এই

কাব্য ধীরসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে উৎসবের মতো আনন্দদায়ক, কিন্তু দুর্মেধা ব্যক্তির এ কাব্যে প্রবেশাধিকার নেই (বিস্তৃত আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে)।

ছন্দশাস্ত্র: ছন্দ কাব্যের অন্যতম অংশ। ছন্দের বন্ধনে কাব্য হয়ে ওঠে শ্রুতিমধুর। বৈদিক আচার্যদের মতে চুরাদিগণীয় ছদ্ ধাতু থেকে 'ছন্দ' শব্দটি উৎপন্ন। তাই নিরুক্তাকার যাস্ক বলেছেন, "ছন্দাংসি ছাদনাৎ"। (নিরুক্ত ১২/২) — অর্থাৎ আচ্ছাদন করে বলেই নাম হয়েছে ছন্দ। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, "দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্ তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্; যদেভিরচ্ছাদয়ন্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্।" (১/৪/২)। অর্থাৎ দেবগণ মৃত্যুজনক পাপভয়ে ভীত হয়ে বেদবিদ্যায় প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা মন্ত্রদ্বারা নিজেদের আচ্ছাদন করেছিলেন বলেই ছন্দের ছন্দত্ব অর্থাৎ মন্ত্র ছন্দ নামে অভিহিত হয়েছে।

'সংস্কৃত ছন্দ- পরিচিতি' গ্রন্থের ভূমিকায় ছন্দ সম্পর্কে সুন্দর একটি ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো:

" 'ছন্দ' শব্দটির সাধারণ অর্থ ছাঁদ বা প্যাটার্ন । ধ্বনিপ্রবাহ যখন বিশেষ একটি ছাঁদে বাঁধা পড়ে, তখনই তা ভাবে - ভাষায় বন্ধনেও বন্ধনহীন গতিতে ছন্দ হয়ে ওঠে। হৃৎপিণ্ড বা ঘড়ির সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনিপ্রবাহেও এক ধরনের ছন্দের উপলব্ধি হয়। এভাবে কাব্যের ধ্বনিপ্রবাহ যখন একটি বিশেষ ছাঁদে তরঙ্গিত হয়, তখন কাব্যের ছন্দ আমাদের কানে ধরা দেয়।"[১]

সংস্কৃত ছন্দসিকগণ ছন্দকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা —
(১) বৃত্ত ছন্দ; (২) জাতি বা মাত্রা ছন্দ।

(১) বৃত্ত ছন্দ — অক্ষর গণনা অনুসারে নিবদ্ধ ছন্দের নাম বৃত্ত ছন্দ। বৃত্ত ছন্দ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা —

(ক) সমবৃত্ত — যে বৃত্তের চারটি পাদ বা চরণই লঘু-গুরুক্রমে সমসংখ্যক অক্ষরে গঠিত, তাকে বলা হয় সমবৃত্ত ছন্দ।
(খ) অর্ধসমবৃত্ত — যে বৃত্তের প্রথম পাদ তৃতীয় পাদের এবং দ্বিতীয় পাদ চতুর্থ পাদের সমান, তাকে অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ বলে।

(গ) বিষমবৃত্ত — যে বৃত্তের চারটি পাদেরই অক্ষরসংখ্যা এবং লঘু–গুরুবিন্যাস পৃথক, তার নাম বিষমবৃত্ত।

(২) জাতি বা মাত্রা ছন্দ: ছান্দসিক গঙ্গাদাসের মতে, 'জাতিমাত্রাকৃতা ভবেৎ'। (ছন্দোমঞ্জরী, ১/৪) – মাত্রার সংখ্যা অনুসারে গ্রন্থিত ছন্দের নাম 'জাতি'। অক্ষর উচ্চারণের কালকে বলা হয় মাত্রা।

ভর্তৃহরি তাঁর ভট্টিকাব্য রচনায় ছাব্বিশ প্রকার ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। যা তাঁর কাব্যকে করেছে শ্রুতিমধুর। ভট্টিকাব্যে প্রয়োগকৃত কিছু ছন্দের সংজ্ঞা এবং শ্লোকের গণবিন্যাস নিম্নে দেখানো হলো:

(১) রুচিরা — "জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ"[২]

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে জ, ভ, স, জ ও গ-গণ থাকে এবং প্রথমে চতুর্থ অক্ষরে ও পরে নবম অক্ষরে যতি থাকে, তাকে রুচিরা ছন্দ বলে। যেমন —

অভূন্নৃপো বিবুধসখঃ পরন্তপঃ
শ্রুতান্বিতো দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ।
গুণৈর্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং
সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১/১

পুরাকালে দশরথ নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন দেবগণের সখা। তিনি শত্রুদের দমন করেছিলেন; গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলেই স্বয়ং ভগবান জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁকে পিতৃরূপে গ্রহণ করার ছলে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

গণবিন্যাস–

	জ			ভ			স			জ		গ
অ	ভূ	ন্ন	পো	বি	বু	ধ	স	খঃ	প	র	ন্ত	পঃ
∪	—	∪	—	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—
			*									*
শ্রু	তা	ম্বি	তো	দ	শ	র	থ	ই	ত্যু	দা	হ্ন	তঃ।
∪	—	∪	—	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—
			*									*
গু	ণৈ	র্ব	রং	ভু	ব	ন	হি	ত	চ্ছ	লে	ন	যং
∪	—	∪	—	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—
			*									*
স	না	ত	নঃ	পি	ত	র	মু	পা	গ	ম	ৎস্ব	য়ম্ ॥
∪	—	∪	—	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—
			*									*

দ্রষ্টব্য: * (তারকা) চিহ্ন দ্বারা যতিস্থল নির্দেশ করা হয়েছে। যতি হচ্ছে জিহ্বার বিশ্রামস্থল। যতি উচ্চারণকারীর ইচ্ছা অনুসারে হয়ে থাকে। সংজ্ঞায় উল্লিখিত যতি - নির্দেশক প্রতীকী শব্দ 'গ্রহ'। 'গ্রহ' নয়টি। তাই 'গ্রহ' শব্দটি স্বীকৃত হয়েছে 'নয়' সংখ্যার প্রতীক রূপে। গ্রহ নয়টি- সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

(২) উপজাতি – "অনন্তরোদীরিতলক্ষাভাজৌ

পাদৌ যদীয়াবুপজাতয়স্তাঃ।

ইৎথং কিলান্যাস্বপি মিশ্রিতাসু

বদন্তি জাতিস্বিদমেব নাম।"[৩]

যে শ্লোকের দুটি পাদ ইন্দ্রবজ্রা[৪] ও উপেন্দ্রবজ্রার[৫] লক্ষণ সমন্বিত হয়, তাকে উপজাতি ছন্দ বলে। অনুরূপভাবে দুটি লক্ষণযুক্ত অন্যান্য মিশ্র ছন্দেরও নাম হয় উপজাতি। যেমন —

বসূনি তোয়ং ঘনবদ্ ব্যকারীৎ

সহাসনং গোত্রভিদাধ্যবাৎসীৎ।

ন এ্যম্বকাদন্যমুপাস্থিতাসৌ

যশাংসি সর্বেষু ভৃতাং নিরাস্থাৎ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১/৩

মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তিনি তদ্রূপ ধনরাশি বিতরণ করিতেন ও দেবরাজের সহিত একসাথে উপবেশন করিতেন। তিনি শিব ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করিতেন না এবং নিখিল ধনুর্ধরগণের বীরকীর্তি পরাভূত করিয়াছিলেন।

গণবিন্যাস —

	জ			ত			জ		গ	গ
ব	সূ	নি	তো	য়ং	ঘ	ন	ব	দ্‌ব্য	কা	রী
∪	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	—
	জ			ত			জ		গ	গ
ৎস	হা	স	নং	গো	ত্র	ভি	দা	ধ্য	বা	ৎসীৎ।
∪	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	—
	ত			ত			জ		গ	গ
ন	ত্র্য	ম্ব	কা	দ	ন্য	মু	পা	স্থি	তা	সৌ
—	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	—
	জ			ত			জ		গ	গ
য	শাং	সি	স	র্বে	ষু	ভৃ	তাং	নি	রা	স্থৎ ॥
∪	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	—

(৩) তনুমধ্যা: 'ত্যৌ চেৎ তনুমধ্যা।'[৬]

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে ত ও য–গণ থাকে, তাকে তনুমধ্যা ছন্দ বলা হয়। যেমন –

কান্তা সহমানা
দুঃখং চ্যুতভূষা।
রামস্য বিযুক্তা
কান্তা সহমানা ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/১৬

হনুমান দেখলেন, কমনীয়কান্তি রামের কান্তা বিচ্ছেদ দুঃখ সহ্য করে, অলঙ্কার ত্যাগ করে কিন্তু মানযুক্তা হয়ে বিরাজিতা।

গণবিন্যাস —

	ত			য	
কা	ন্তা	স	হ	মা	না
—	—	∪	∪	—	—
দুঃ	খং	চ্যু	ত	ভূ	ষা।
—	—	∪	∪	—	—
রা	ম	স্য	বি	যু	ক্তা
—	—	∪	∪	—	—
কা	ন্তা	স	হ	মা	না ॥
—	—	∪	∪	—	—

(৪) ইন্দ্রবজ্রা— "স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ।"[৭]

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে ত, ত, জ ও দুটি গ- গণ থাকে, তাকে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলে। যেমন –

কৌশল্যয়াসাবি সুখেন রামঃ
প্রাক্ কেকয়ীতো ভরতস্ততো২ভূৎ।
প্রাসোষ্ট শত্রুঘ্নমুদারচেষ্টা–
মেকা সুমিত্রা সহ লক্ষ্মণেন॥

ভট্টিকাব্যম্, ১/১৪

প্রথমে কৌশল্যা রামচন্দ্রকে সুখে প্রসব করলে, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করলেন; সুমিত্রাদেবী যমজ লক্ষ্মণ ও উদারচরিত শত্রুঘ্নকে প্রসব করলেন।

গণবিন্যাস–

	ত			ত			জ		গ	গ
কৌ	শ	ল্য	য়া	সা	বি	সু	খে	ন	রা	মঃ
—	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	—
প্রা	ক্কে	ক	য়ী	তো	ভ	র	ত	স্ত	তো	হ্ভূৎ।
—	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	—
প্রা	সো	ষ্ট	শু	ক্র	ঘ্ন	মু	দা	র	চে	ষ্টা
—	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	—
মে	কা	সু	মি	ত্রা	স	হ	ল	ক্ষ্ম	নে	ন ॥
—	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	—

দ্রষ্টব্য: চতুর্থপাদের অন্তে অবস্থিত লঘুবর্ণ 'ন' বিকল্পে গুরু হয়েছে।

(৫) মালিনী — "ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ"।[৮]

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে ন, ন, ম, য ও য- গণ থাকে এবং প্রথমে অষ্টম অক্ষরে ও পরে সপ্তম অক্ষরে যতি থাকে, তাকে মালিনী ছন্দ বলে। যেমন –

অথ জগদুরনীচৈরাশিষস্তস্য বিপ্রাঃ
তুমুলকলনিনাদং তূর্যামাজঘ্নুরণ্যে।
অভিমতফলশংসী চারু পুস্ফোর বাহু -
স্তরুষু চুকুবুরুচ্চৈঃ পক্ষিণশ্চানুকূলাঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১/২৭

অতঃপর ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈস্বরে রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন; বাদ্যকরগণ শ্রুতিমধুর গম্ভীর তূর্যধ্বনি করতে লাগল, রামচন্দ্রের দক্ষিণ বাহু ইষ্টলাভ সূচিত করে স্পন্দিত হতে লাগল; এবং অনুকূল পক্ষিগণ বৃক্ষশাখায় উচ্চরবে কূজন করতে লাগল।

গণবিন্যাস —

		ন				ন				ম			য			য	
অ	থ	জ		গ	দু	র		নী	চৈ	রা		শি	ষ	স্ত		স্য	বি	প্রাঃ
∪	∪	∪		∪	∪	∪		—	—	—		∪	—	—		∪	—	—
									*									*
তু	মু	ল		ক	ল	নি		না	দং	তূ		র্যা	মা	জ		ঘ্নু	র	ণ্যে।
∪	∪	∪		∪	∪	∪		—	—	—		∪	—	—		∪	—	—
									*									*
অ	ভি	ম		ত	ফ	ল		শং	সী	চা		রু	পু	স্ফো		র	বা	হু
∪	∪	∪		∪	∪	∪		—	—	—		∪	—	—		∪	—	—
									*									*
স্ত	রু	ষু		চু	কু	বু		রু	চ্চৈঃ	প		ক্ষি	ণ	শ্চা		নু	কূ	লাঃ ॥
∪	∪	∪		∪	∪	∪		—	—	—		∪	—	—		∪	—	—
									*									*

দ্রষ্টব্য: * (তারকা) চিহ্ন দ্বারা যতিস্থল নির্দেশ করা হয়েছে। সংজ্ঞায় ব্যবহৃত যতি–নির্দেশক শব্দ 'ভোগী' এবং 'লোক'। 'ভোগী' শব্দের একটি অর্থ 'সর্প'। পুরাণ মতে 'সর্প' আটটি। যথা: অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষ, কুলীক, কর্কোটি ও শঙ্খ। অন্যদিকে 'লোক' সাত সংখ্যার প্রতীক। কেননা পুরাণে সাতটি লোকের উল্লেখ আছে। যথা: ভূ, ভুব, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ এবং সত্য।

(৬) বংশস্থবিল— "বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ।"[৯]

যদি শ্লোকের প্রতিচরণে ক্রমশ জ, ত, জ ও র– গণ থাকে, তাহলে 'বংশস্থবিল' ছন্দ বলা হয়। যেমন–

প্রভাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাসভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীসং সহতে ঽন্যসঙ্গমম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৬

প্রভাতকালীন– সমীরণভরে বিকম্পিতা পদ্মিনী, ক্রুদ্ধা হয়ে যেন কুমুদিনীর পিঙ্গলবর্ণ পরাগে লিপ্তদেহ ভৃঙ্গকে দূরে তাড়িয়ে দিল; (না তাড়াবে কেন) মানিনী রমণী (কখন) পতির অন্যরমণী সহবাস সহ্য করিতে পারে না।

গণবিন্যাস —

	জ			ত			জ			র	
প্র	ভা	ত	বা	তা	হ	তি	ক	স্পি	তা	কৃ	তিঃ
∪	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	∪	—
কু	মু	দ্ব	তী	রে	ণু	পি	শ	ঙ্গ	বি	গ্র	হম্।
∪	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	∪	—
নি	রা	স	ভৃ	ঙ্গং	কু	পি	তে	ব	প	দ্মি	নী
∪	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	∪	—
ন	মা	নি	নী	সং	স	হ	তে	হন্য	স	ঙ্গ	মম্॥
∪	—	∪	—	—	∪	∪	—	∪	—	∪	—

(৭) মন্দাক্রান্তা — 'মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ গৌ যযুগ্মম্'।[১০]

যে ছন্দের প্রতি চরণে যথাক্রমে ম, ভ, ন, গ, গ, য ও য– গণ থাকে এবং প্রত্যেক চরণে প্রথমত চতুর্থ অক্ষরে, পরে ষষ্টাক্ষরে ও পরিশেষে সপ্তম অক্ষরে যতি থাকে, তাকে মন্দাক্রান্তা ছন্দ বলে। যেমন –

নামগ্রাহং কপিভিরশনৈঃ স্তূয়মানঃ সমন্তা–
দন্বগ্‌ভাবং রঘুবৃষভয়োর্বানরেন্দ্রো বিরাজন্।
অভ্যর্ণেঽম্ভঃপতনসময়ে পর্ণলীভূতসানুং
কিষ্কিন্ধ্যাদ্রিং ন্যবিশত মধুক্ষীবগুঞ্জদ্দ্বিরেফম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৬/১৪৬

চারদিক থেকে কপিগণ সুগ্রীবের নাম উচ্চারণ করে স্তব করতে লাগল। বানররাজ সুগ্রীব রঘুশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণের অনুকূল হয়ে বিরাজ করতে লাগল। ক্রমে বর্ষাকাল এলে কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতের সানুসকল গাছের

পাতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। মধুমত্ত ভ্রমরগণ গুঞ্জন করতে লাগল। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা পর্বতে প্রবেশ করলেন।

গণবিন্যাস —

	ম			ভ			ন		গ	গ		য			য	
না	ম	গ্রা	হং	ক	পি	ভি	র	শ	নৈঃ	স্তূ	য়	মা	নঃ	স	ম	ন্তা
—	—	—	—	∪	∪	∪	∪	∪	—	—	∪	—	—	∪	—	—
			*						*							*
দ	ন্ব	গ্ভা	বং	র	ঘু	বৃ	ষ	ভ	য়ো	র্বা	ন	রে	ন্দ্রো	বি	রা	জন্।
—	—	—	—	∪	∪	∪	∪	∪	—	—	∪	—	—	∪	—	—
			*						*							*
অ	ভ্য	র্ণে	ঽম্ভঃ	প	ত	ন	স	ম	য়ে	প	র্ণ	লী	ভূ	ত	সা	নুং
—	—	—	—	∪	∪	∪	∪	∪	—	—	∪	—	—	∪	—	—
			*						*							*
কি	ষ্কি	ন্ধ্যা	দ্রিং	ন্য	বি	শ	ত	ম	ধু	ক্ষী	ব	গু	ঞ্জ	দ্দ্বি	রে	ফম্॥
—	—	—	—	∪	∪	∪	∪	∪	—	—	∪	—	—	∪	—	—
			*						*							*

দ্রষ্টব্যঃ *(তারকা) চিহ্ন দ্বারা যতি নির্দেশিত হয়েছে। 'অম্বুধি' চার সংখ্যার প্রতীক। পৌরাণিক মতে, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিকে চারটি সমুদ্র বা অম্বুধি আছে। রস ছয় সংখার প্রতীক। কটু, অম্ল, লবণ, মধুর, তিক্ত ও কষায় এই ছয় প্রকার রস আস্বাদন যোগ্য। নগ সাত সংখ্যার প্রতীক। পৌরাণিক মতে, মহেন্দ্র, মলায়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষমান, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সাতটি নগ বা পর্বত আছে। তাই প্রথমে চতুর্থ অক্ষরে, পরবর্তী ষষ্ঠ অক্ষরে এবং সবশেষে সপ্তম অক্ষরে যতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

(৮) পৃথ্বী — "জসৌ জসযলা বসুগ্রহযতিশ্চ পৃথ্বী গুরুঃ"।[১১]

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে জ, স, জ, স, য, ল ও গ– গণ থাকে এবং প্রথমে অষ্টম অক্ষরে ও পরে নবম অক্ষরে যতি থাকে, তাকে পৃথ্বী ছন্দ বলা হয়। যেমন —

বিলোক্য সলিলোচ্চয়ানধিসমুদ্রভ্রংলিহান্
ভ্রমন্মকরভীষণং সমধিগম্য চোচ্চৈঃ পয়ঃ।
গমাগমসহং দ্রুতং কপিবৃষাঃ পরিপ্রৈষয়ন্
গজেন্দ্রগুরুবিক্রমং তরুমৃগোত্তমং মারুতিম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৭/১১০

কপিশ্রেষ্ঠগণ তৎকালে সমুদ্রোপরি আকাশস্পর্শী তরঙ্গসমূহ অবলোকন করে এবং নিম্নস্থ জলরাশিকে ভ্রমমাণ মকরনিকরে ভীষণ বুঝে, গজেন্দ্রবৎ গুরুবিক্রম গমনাগমনসমর্থ শাখামৃগোত্তম মারুতিকে সত্বর প্রেরণ করলেন।

গণবিন্যাস —

	জ			স			জ			স			য		ল	গ
বি	লো	ক্য	স	লি	লো	চ্চ	য়া	ন	ধি	স	মু	দ্র	ম	ভ্রং	লি	হা
∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	—	∪	—
							*									*
ন্ভ্র	ম	ন্ম	ক	র	ভী	ষ	নং	স	ম	ধি	গ	ম্য	চো	চ্চৈঃ	প	য়ঃ।
∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	—	∪	—
							*									*
গ	মা	গ	ম	স	হং	দ্রু	তং	ক	পি	বৃ	ষাঃ	প	রি	প্রৈ	ষ	য়
∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	—	∪	—
							*									*
ন্গ	জে	ন্দ্র	গু	রু	বি	ক্র	মং	ত	রু	মৃ	গো	ত্ত	মং	মা	রু	তিম্ ॥
∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	—	∪	—
							*									*

দ্রষ্টব্য: * (তারকা) চিহ্ন দ্বারা যতিস্থল নির্দেশ করা হয়েছে। সংজ্ঞায় ব্যবহৃত যতি–নির্দেশক শব্দ 'বসু' এবং 'গ্রহ'। বসু আটজন। এর হলেন- ধ্রুব, ভব সোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। এজন্য অষ্টম অক্ষরে যতি ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে 'গ্রহ' নয় সংখ্যার প্রতীক। তাই পরবর্তী নবম অক্ষরে তারকা ব্যবহৃত হয়েছে।

(৯) দ্রুতবিলম্বিত — "দ্রুতবিলম্বিতমাহ নভৌ ভরৌ" ।[১২]

যে ছন্দের প্রতিচরণে ক্রমান্বয়ে ন, ভ, ভ ও র– গণে গ্রথিত, তাকে দ্রুতবিলম্বিত ছন্দ বলা হয়। যেমন –

অথ স বল্কদুকূলকুশাদিভিঃ
পরিগতো জ্বলদুদ্ধতবালধিঃ।
উদপতদ্বিবমাকুললোচনৈ-
র্নৃরিপুভিঃ সভয়ৈরভিবীক্ষিতঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/১

তারপর বল্কল, বস্ত্র ও কুশ প্রভৃতির দ্বারা হনুমান পরিবেষ্টিত হলেন; তার উত্তোলিত পুচ্ছ জ্বলতে লাগল। সেই অবস্থায় হনুমান শূন্যপথে উত্থিত হলেন। রাক্ষসেরা ভয়ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে লাগল।

গণবিন্যাস —

	ন			ভ			ভ			র	
অ	থ	স	ব	ল্ক	দু	কূ	ল	কু	শা	দি	ভিঃ
∪	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	—
প	রি	গ	তো	জ্ব	ল	দু	দ্ধ	ত	বা	ল	ধিঃ।
∪	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	—
উ	দ	প	ত	দ্দি	ব	মা	কু	ল	লো	চ	নৈ-
∪	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	—
র্নৃ	রি	পু	ভিঃ	স	ভ	য়ৈ	র	ভি	বী	ক্ষি	তঃ ॥
∪	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	—

(১০) প্রমিতাক্ষরা — প্রমিতাক্ষরা সজসসৈঃ কথিতা।"[১৩]

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে স, জ, স ও স– গণ থাকে, তাকে বলা হয় প্রমিতাক্ষরা ছন্দ। যেমন—

রণপণ্ডিতোঽগ্র্যবিবুধারিপুরে
কলহং স রামমহিতঃ কৃতবান্।
জ্বলদগ্নিরাবণগৃহঞ্চ বলাৎ
কলহংসরামমহিতঃ কৃতবান্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/২

রামপ্রিয়, রণপণ্ডিত, রাক্ষস- বিরোধী, কৃতী হনুমানশ্রেষ্ঠ রাবণপুরী লঙ্কায় কলহ বাধিয়ে দিলেন এবং রাবণের কলহংসাভিরাম গৃহ অগ্নিযোগে প্রজ্বলিত করলেন।

গণবিন্যাস —

	স			জ			স			স	
র	ণ	প	ণ্ডি	তো	ঽগ্র্য	বি	বু	ধা	রি	পু	রে
U	U	—	U	—	U	U	U	—	U	U	—
ক	ল	হং	স	রা	ম	ম	হি	তঃ	কৃ	ত	বান্।
U	U	—	U	—	U	U	U	—	U	U	—
জ্ব	ল	দ	গ্নি	রা	ব	ন	গৃ	হ	ঞ্চ	ব	লা
U	U	—	U	—	U	U	U	—	U	U	—
ৎক	ল	হং	স	রা	ম	ম	হি	তঃ	কৃ	ত	বান্ ॥
U	U	—	U	—	U	U	U	—	U	U	—

(১১) প্রহর্ষিণী — ত্র্যাশাভির্মনজরগা প্রহর্ষিণীয়ম্।”[১৪]

যে ছন্দের প্রতিচরণে যথাক্রমে ম, ন, জ, র ও গ– গণ থাকে এবং প্রথমে তৃতীয় অক্ষরে ও পরে দশম অক্ষরে যতি থাকে, তাকে প্রহর্ষিণী ছন্দ বলে। যেমন–

সৌমিত্রেরিতি বচনং নিশম্য রামো
জৃম্ভাবান্ ভুজযুগলং বিভজ্য নিদ্রান্।
অধ্যষ্ঠাচ্ছিশয়িষয়া প্রবালতল্পং
রক্ষায়াং প্রতিদিশমাদিশন্ প্লবঙ্গান্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৭৪

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এই কথা শুনে রক্ষার জন্য দিকে দিকে বানরদের নিযুক্ত হতে আদেশ দিলেন; তারপর দুই বাহু বাঁকাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে হাই তুললেন এবং ঘুমের আশায় প্রবালের শয্যা আশ্রয় করলেন।

গণবিন্যাস —

	ম			ন			জ			র		গ
সো	মি	ত্রে	রি	তি	ব	চ	নং	নি	শ	ম্য	রা	মো
—	—	—	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—	—
		*										*
জৃ	ম্ভা	বা	ন্‌ভু	জ	যু	গ	লং	বি	ভ	জ্য	নি	দ্রান্।
—	—	—	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—	—
		*										*
অ	ধ্য	ষ্ঠা	চ্ছি	শ	য়ি	ষ	য়া	প্র	বা	ল	ত	ল্পং
—	—	—	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—	—
		*										*
র	ক্ষা	য়াং	প্র	তি	দি	শ	মা	দি	শ	ন্প্ল	ব	ঙ্গান্ ॥
—	—	—	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—	—
		*										*

দ্রষ্টব্য: * (তারকা) চিহ্ন দ্বারা যতি নির্দেশ করা হয়েছে। সংজ্ঞায় উল্লিখিত যতি–নির্দেশক প্রতীকী শব্দ 'আশা'। 'আশা' শব্দের অর্থ 'দিক'। দিক দশটি। যথা: পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত, ঊর্ধ্ব ও অধঃ।

(১২) পুষ্পিতাগ্রা — "অযুজি নযুগরেফতো যকারো যুজি চ নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা"।[১৫]

যে ছন্দের বিষমপাদে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় পাদে ক্রমান্বয়ে ন, ন, র ও য– গণ এবং সমপাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে যথাক্রমে ন, জ, জ, র ও গ– গণ থাকে, তাকে 'পুষ্পিতাগ্রা' ছন্দ বলা হয়। যেমন —

প্রলুঠিতমবনৌ বিলোক্য কৃত্তং
দশবদনঃ খ–চরোত্তমং প্রহৃষ্যন্।
রথবরমধিরুহ্য ভীমধুর্যং
স্বপুরমগাৎপরিগৃহ্য রামকান্তাম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৫/১০৮

ছিন্নপক্ষ জটায়ু ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। তা দেখে প্রসন্নচিত্তে রাবণ ভীষণ বেগশালী অশ্বযুক্ত শ্রেষ্ঠ বিমানে (পুষ্পক রথে) রামের পত্নী সীতাকে নিয়ে নিজের বাসভূমি লঙ্কাপুরীতে প্রস্থান করেন।

গণবিন্যাস —

	ন			ন			র			য		
প্র	লু	ঠি	ত	ম	ব	নৌ	বি	লো	ক্য	কৃ	ত্তং	
∪	∪	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—	—	
	ন			জ			জ			র		গ
দ	শ	ব	দ	নঃ	খ	চ	বো	ত্ত	মং	প্র	হৃ	ষ্যন্।
∪	∪	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	—	∪	—	—
	ন			ন			র			য		
র	থ	ব	র	ম	ধি	রু	হ্য	ভী	ম	ধু	য্যং	
∪	∪	∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	—	—	
	ন			জ			জ			র		গ
স্ব	পু	র	ম	গা	ৎপ	রি	গৃ	হ্য	রা	ম	কা	ন্তাম্॥
∪	∪	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	—	∪	—	—

(১৩) অনুষ্টুপ্ — "পঞ্চমং লঘু সর্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ।
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াৎ শেষেষ্বনিয়মো মতঃ ॥
প্রয়োগে প্রায়িকং প্রাহুঃ কেঽপ্যেতদ্ বক্ত্রলক্ষণম্।
লোকেঽনুষ্টুবিতি খ্যাতং তস্যাষ্টাক্ষরতা মতা ॥"[১৬]

যদি অষ্টাক্ষর ছন্দের প্রতিপাদে পঞ্চম অক্ষর লঘু, ষষ্ঠ অক্ষর গুরু এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সপ্তম অক্ষর লঘু হয়, আর অবশিষ্ট অক্ষরে কোনো নিয়ম না থাকে, তাহলে তাকে অনুষ্টুপ্ ছন্দ বলা হয়।

অনেকে বলেন, বক্ত্র[১৭] ছন্দের লক্ষণ প্রয়োগকালে সর্বত্র পালিত হয় না। লোকসমাজে এই বক্ত্র ছন্দই 'অনুষ্টুপ্' নামে খ্যাত। এর প্রতিপাদে আটটি করে অক্ষর থাকে। যেমন —

নিরাকরিষ্ণু বর্তিষ্ণু
বর্ধিষ্ণু পরিতো রণম্।
উৎপতিষ্ণু সহিষ্ণু চ
চেরতুঃ খরদূষণৌ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৫/১

খর ও দূষণ যুদ্ধ ঘিরে কখনও শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণ প্রতিহত করতে লাগল, কখনও শত্রুর সামনে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, কখনও বা মায়াবশে দেহ ধারণ করল, কখনও বা ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠলো আবার কখনও শত্রুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাত সহ্য করে ফিরতে লাগলো।

এখানে প্রতিপাদে পঞ্চম অক্ষরে যথাক্রমে ষ্ণু, রি, স ও র লঘু (∪), ষষ্ঠ অক্ষরে যথাক্রমে ব, তো, হি, দূ গুরু (—)। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম অক্ষর যথাক্রমে র, ষ লঘু (∪) হয়েছে।

(১৪) পথ্যাবক্ত্র — "যুজোশ্চতুর্থতো জেন পথ্যাবক্ত্রং প্রকীর্তিতম্।"[১৮]

যদি অষ্টম অক্ষর ছন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে চতুর্থ অক্ষরের পর জ– গণ প্রযুক্ত হয়, তাহলে পথ্যাবক্ত্র ছন্দ বলা যাবে। যেমন–

অবাক্-শিরসমুৎপাদং
কৃতান্তেনাপি দুর্দম্‌ম্‌।
ভঙ্‌ক্ত্বা ভুজৌ বিরাধাখ্যং
তং তৌ ভুবি নিচখ্নতুঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্‌, ৪/৩

সেই রাক্ষসের নাম বিরাধ। যমের পক্ষেও দুর্দমনীয় সেই রাক্ষসের দুইটি বাহু ভেঙে ফেলে তাঁর মাথা নীচে ও পা ওপরে রেখে মাটিতে প্রোথিত করেন।

এখানে দ্বিতীয় পাদের চতুর্থ অক্ষরের পর জ– গণ = পি দু র্দ
∪ — ∪
এবং চতুর্থ পাদে চতুর্থ অক্ষরের পর জ – গণ = নি চ খ্ন
∪ — ∪

(১৫) অদ্রিতনয়া — নজভজভা জভৌ লঘুগুরূ বুধৈস্তু গদিতেয়মদ্রিতনয়া"[১৯]

যে ছন্দের প্রতিপাদ যথাক্রমে ন, জ, ভ, জ, ভ, জ, ভ, ল ও গ– গণ দ্বারা গঠিত, তাকে 'অদ্রিতনয়া' ছন্দ বলে। যেমন —

বিলুলিতপুষ্পরেণুকপিশং প্রশান্তকলিকাপলাশকুসুমম্‌
কুসুমনিপাতচিত্রবসুধং সশব্দনিপতদ্‌দ্রুমোৎকশকুনম্‌ ॥
শকুননিনাদনাদিতককুব্‌ বিলোলবিপলায়মানহরিণম্‌
হরিণবিলোচনাধিবসতিং বঙঞ্জ পবনাত্মজো রিপুবনম্‌ ॥

ভট্টিকাব্যম্‌, ৮/১৩২

তখন পবননন্দন হরিণনয়না সীতার বাসভূমি সেই শত্রুবন ধ্বংস করলেন। ফলে, বনফুলের পরাগে বন পিঙ্গলবর্ণ হয়ে উঠল; পত্র, কলি ও পুষ্প ছিন্নভিন্ন হলো, পুষ্পের পতনে বনতল বিচিত্র শোভা ধারণ করল। বৃক্ষরাশি সশব্দে ধূলিসাৎ হতে লাগল– বৃক্ষস্থ পক্ষীরা উড়ে গেল। তাদের কলরবে সমস্ত দিক আচ্ছন্ন হলো – হরিণদল ব্যাকুলভাবে ছুটে যেতে লাগল।

গণবিন্যাস —

	ন			জ			ভ			জ			ভ			জ			ভ		ল	গ
বি	লু	লি	ত	পু	ষ্প	রে	ণু	ক	ি প	শং	প্র	শা	ন্ত	ক	লি	কা	প	লা	শ	কু	সু	মম্
∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—
কু	সু	ম	নি	পা	ত	চি	এ	ব	সু	ধং	স	শ	ব্দ	নি	প	ত	দ্দ্রু	মো	ৎক	শ	কু	নম্।
∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—
শ	কু	ন	নি	না	দ	না	দি	ত	ক	কু	ব্বি	লো	ল	বি	প	লা	য়	মা	ন	হ	রি	নম্
∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—
হ	রি	ণ	বি	লো	চ	না	ধি	ব	স	তিং	ব	ভ	ঞ্জ	প	ব	না	ত্ম	জো	রি	পু	ব	নম্॥
∪	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—	∪	—	∪	∪	∪	—

(১৬) তোটকঃ "বদ তোটকমধ্বিসকারযুতম্।"[২০]

যে ছন্দের প্রতিপাদে যথাক্রমে চারটি স– গণ থাকে, তাকে 'তোটক' ছন্দ বলা হয়। যেমন —

সরসাং সরসাং পরিমুচ্য তনুং
পততাং পততাং ককুভো বহুশঃ।
সকলৈঃ সকলৈঃ পরিতঃ করুণৈ-
রুদিতৈরুদিতৈরিব খং নিচিতম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৪

পক্ষীদল সরোবরের সরস আশ্রয় ত্যাগ করে বার বার নানাদিকে উড়ে যেতে লাগল। তাদের মধুর ও করুণ কূজন যেন ক্রন্দনের মতোই চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

গণবিন্যাস —

	স			স			স			স	
স	র	সাং	স	র	সাং	প	রি	মু	চ্য	ত	নুং
∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—
প	ত	তাং	প	ত	তাং	ক	কু	ভো	ব	হু	শঃ।
∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—
স	ক	লৈঃ	স	ক	লৈঃ	প	রি	তঃ	ক	রু	ণৈ-
∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—
রু	দি	তৈ	রু	দি	তৈ	রি	ব	খং	নি	চি	তম্ ॥
∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—	∪	∪	—

অলংকারশাস্ত্র: কবি ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্যে শব্দ ও অর্থ অলংকারের প্রয়োগ দেখিয়েছেন (চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

দর্শনশাস্ত্র: মানুষের বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন জাতি, তার জানার আগ্রহ প্রবল। তাই মানুষ জানতে চায় এই পৃথিবীতে কেন সে এসেছে, কেন পৃথিবীতে সে বসবাস করে, কেমন করে বসবাস করে ইত্যাদি। এসব জিজ্ঞাসার সদুত্তরের জন্য মানুষ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করে এবং এই চিন্তাই দর্শনের মূল লক্ষণ। ভারতীয় দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মো. মাহবুবুর রহমান বলেন —

"প্রাচীনকাল থেকে সমকাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের হিন্দু-অহিন্দু, আস্তিক-নাস্তিক প্রভৃতি সব শ্রেণির চিন্তাবিদের দার্শনিক সমস্যা সম্পর্কীয় মতামতই হচ্ছে ভারতীয় দর্শন। এক কথায় ভারতীয় দর্শন বলতে ভারতবর্ষের পুরো তত্ত্বচিন্তাকে বোঝায়।"[২১]

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

(১) আস্তিক (orthodox) এবং (২) নাস্তিক (heterodox) ।

আস্তিক দর্শন ছয় শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

(i) সাংখ্য, (ii) যোগ, (iii) ন্যায়, (iv) বৈশেষিক, (v) মীমাংসা এবং (vi) বেদান্ত।

নাস্তিক দর্শন তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

(ক) চার্বাক, (খ) বৌদ্ধ এবং (গ) জৈন।

ভট্টিকাব্যে কাব্যকার ভর্তৃহরি তাঁর রচিত কিছু শ্লোকে দর্শনের কিছু তত্ত্বীয় দিক তুলে ধরেছেন। যা থেকে বোঝা যায় তিনি কেবল কবি বা ব্যাকরণবিদই ছিলেন না বরং ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর বেশ ভালো ধারণাই ছিল। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

সাংখ্যদর্শন: ভারতীয় দর্শনগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম দর্শন হচ্ছে সাংখ্যদর্শন। মহর্ষি কপিল ছিলেন এ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা প্রবর্তক। এই দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। এ দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই মূল তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়। সাংখ্যদর্শন মতে, আত্মাই পুরুষ। সাংখ্যদর্শন বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী।

সাংখ্য আচার্যগণ মনে করেন – জগতে সুখ যে নেই, তা নয়; জগতে সুখও আছে। তবে দুঃখের তুলনায় তা অতি নগণ্য। এ ছাড়া সুখ বলে জগতে যা কিছু আছে, তাও দুঃখ মিশ্রিত ও অস্থায়ী। আর এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হলো মোক্ষ বা মুক্তি। মোক্ষ লাভের পর জীবের আর কোনো দুঃখ থাকে না। সাংখ্যমতে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো তত্ত্বজ্ঞান। আর এ বিষয়ে ভট্টিকাব্যের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

ঐষীঃ পুনর্জন্মজয়ায় যৎ ত্বং
রূপাদিবোধান্ন্যবৃতচ্চ যৎ তে।
তত্ত্বান্যবুদ্ধাঃ প্রতনূনি যেন
ধ্যানং নৃপস্তচ্ছিবিমিত্যবাদীৎ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১/১৮

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন– হে তপোধন! আপনি মুক্তিলাভ কামনায় যে সমাধি অবলম্বন করেছেন, যার প্রভাবে ভবদীয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদি হতে নিবৃত্ত হয়েছে, যার দ্বারা আপনি সাংখ্যশাস্ত্র প্রসিদ্ধ পরমার্থস্বরূপে প্রকৃতি, মোহতত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি অতিদুর্জ্ঞেয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অবগত আছেন, আপনার সেই সমাধি নির্বিঘ্নে সমাহিত হয়েছে তো?

এই শ্লোক থেকেই বোঝা যায় সাংখ্যদর্শন সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন এবং এ শ্লোকে তিনি সে দিকেই আলোকপাত করেছেন। অন্যদিকে ষষ্ঠ সর্গে রাম কর্তৃক বধ্য হয়ে কবন্ধ রাক্ষসের মুক্তি এবং স্বর্গে গমনও সাংখ্যদর্শনের ব্রহ্মতত্ত্ব– এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

যোগদর্শন: ভারতীয় দর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দর্শন হচ্ছে যোগদর্শন। এ দর্শনের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি পতঞ্জলি। যোগদর্শন সাংখ্য দর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করে এবং সাথে ঈশ্বরতত্ত্বেও বিশ্বাসী।

অশুচি, অস্থির ও চঞ্চল মন নিয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। দেহ-মনের শুদ্ধতা, মানসিক স্থিরতা ও একাগ্রতা মনকে অধ্যাত্ম বিষয়ের উপলব্ধির জন্য প্রস্তুত করে তোলে। আত্মশুদ্ধি লাভের প্রশস্ত পথ হলো যোগসাধনা। আর এই যোগের অঙ্গ ৮ টি। যথা:

(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান এবং (৮) সমাধি।

যে বিষয়ের প্রতি চিত্তকে নিবিষ্ট করে রাখা হয়, সে বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবনাকে বলা হয় ধ্যান এবং ধ্যান যখন প্রগাঢ় হয়, তখন ধ্যানের বিষয়ে চিত্ত এখনভাবে নিবিষ্ট হয় যে, চিত্ত ধ্যানের বিষয়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। চিত্তের এ বিলীন হয়ে যাওয়া অবস্থাকে বলা হয় সমাধি। আর এ বিষয়ে ভট্টিকাব্যের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে–

আখ্যন্মুনিস্তস্য শিবং সমাধে-
বিঘ্নন্তি রক্ষাংসি বনে ক্রতূংস্তু
তানি দ্বিষদ্বীর্য্যনিরাকরিষ্ণু-
স্তৃণেদু রামঃসহ লক্ষ্মণেন ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১/১৯

মুনি বললেন- সমাধির কোনো বিঘ্ন ঘটেনি বটে, কিন্তু তপোবনে রাক্ষসেরা এসে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে; অতএব অরিবীর্যক্ষয়কারী রাম, লক্ষ্মণের সাথে সেখানে গিয়ে তাদেরকে বিনষ্ট করুন।

এখানে তিনি সমাধি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। অন্যদিকে (১/১৮) শ্লোকেও সমাধির কথা উল্লেখ আছে।

এছাড়াও বিভিন্ন সর্গের বিভিন্ন শ্লোকে ধ্যানের উল্লেখ আছে।

চার্বাকদর্শন: চার্বাকদর্শন মতে, [মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বা পরম লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখ] সুখই জীবনের পরমার্থ বা পরম কল্যাণ। তবে এ সুখ ইহজীবনের সুখ, ব্রাহ্মণ কথিত পরজীবনের সুখ নয়। আর এই ব্যাপারটা লক্ষ করা যায় সুগ্রীবের মধ্যে। ভট্টিকাব্যের শ্লোকে বলা হয়েছে –

কস্ত্রাভিরাবৃতঃ স্ত্রীভিরাশংসুঃ ক্ষেমমাত্মনঃ।
ইচ্ছুঃ প্রসাদং প্রণমন্ সুগ্রীবঃ প্রাবদন্নৃপম্ ॥
অহং স্বপ্নক্ প্রসাদেন তব বন্দারুভিঃ সহ।
অভীরুরবসং স্ত্রীভির্ভাসুরাভিরিহেশ্বরঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৭/২৪-২৫

কামাসক্তা কামিনীগণে পরিবৃত সুগ্রীব নিজের মঙ্গল ব্যক্ত করলেন এবং প্রভুর অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে লক্ষ্মণকে প্রণাম করে বললেন- প্রভু! আমি আপনার প্রসাদে রাজা হয়ে স্তুতিশীলা উজ্জ্বল রমণীদের সঙ্গে যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে নির্ভয়ে এখানে বাস করছি।

অন্যদিকে অষ্টম সর্গে লঙ্কানগরীর বর্ণনাতে ভোগ-বিলাসে মত্ত দেখা যায় লঙ্কাবাসীকে। অপরদিকে পঞ্চম সর্গে শূর্পণখার কথাতেও ভোগবাদীর দিক ফুটে উঠেছে। সবাই ইহকালের সুখে চিন্তিত; তারা পরকালে কী হবে সে বিষয়ে চিন্তিত নয়।

এসব থেকেই বুঝতে পারা যায়, ভর্তৃহরির দর্শনশাস্ত্রেও সম্যক্ জ্ঞান ছিল।

ধর্মশাস্ত্র: ধর্মশাস্ত্রেও তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। তিনি এ কাব্যে যেমন বেদ সম্পর্কে অবহিত করেছেন তেমনি ধার্মিক ব্যক্তিও যজ্ঞ সম্পর্কেও বলেছেন। প্রথম সর্গে দশরথের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন –

সো২ধ্যৈষ্ট বেদাংস্ত্রিদশানয়ষ্ট
পিতৄনপাসীৎ সমমংস্ত বন্ধূন্।
ব্যজেষ্ট ষড়ুবর্গমরংস্ত নীতৌ
সমূলঘাতং ন্যবধীদরীংশ্চ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১/২

তিনি ঋগ্বেদাদি সমস্ত বেদপাঠ, যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদিগের ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন, বন্ধুবর্গের সম্মান, কামাদি ছয় রিপুর দমন, নীতিশাস্ত্র অবলম্বন নিখিল কার্য সাধন এবং শত্রুবর্গের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করতেন।

এছাড়া দ্বিতীয় সর্গে ঋষিগণের যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। চতুর্দশ সর্গে প্রহস্তের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে –

জহসে চ ক্ষণং ঘনৈ-
র্নির্জগ্মে যোদ্ধৃভিস্ততঃ।
বিপ্রান্ প্রহস্ত আনর্চ
জুহাব চ বিভাবসুম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৪/৯৩

ক্ষণকাল আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে যোদ্ধারা তারপর রথাদিতে আরোহণ করে যাত্রা করল। প্রহস্ত বিপ্রগণের পূজা এবং অগ্নিদেবতার হোম করল।

অন্যদিকে (১৭/১) শ্লোকেও দেখতে পাই ইন্দ্রজিত যুদ্ধে যাওয়ার আগে হোম ও স্বস্তিবান এবং মঙ্গলকর্ম করিয়ে নেন। আবার বেদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এ কাব্য থেকে। চতুর্থ সর্গে বলা হয়েছে –

ঋগ্যজুষমধীয়ানান্
সামন্যাংশ্চ সমর্চয়ন্।
বুভুজে দেবসাৎ কৃত্বা
শূল্যমুখ্যঞ্চ হোমবান্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৪/৯

ঋক্, যজু ও সামবেদে অভিজ্ঞ ও মুনিগণকে রামচন্দ্র যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি নিত্য হোম করতেন এবং কাষ্ঠাগ্রে সংস্কৃত মাংস দেবতাদের নিবেদন করে নিজে আহার করতেন।

সামগানের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন –

যজ্ঞপাত্রাণি গাত্রেষু
চিনুয়াচ্চ যথাবিধি।
জুহুয়াচ্চ হবির্বহ্নৌ
গায়েয়ুঃ সাম সামগাঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৯/১৩

তাঁরা যজ্ঞপাত্রগুলি যথাবিধি বিভিন্ন অঙ্গে রাখুন, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিন, উদ্‌গাতৃবৃন্দ সামগান করুন।

এছাড়াও এ কাব্যে বিভিন্ন যজ্ঞের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- কুণ্ডপায্য, উপচার্য, অগ্নিচিত্য এবং অশ্বমেধ ইত্যাদি।

আয়ুর্বেদ: তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যা যে প্রকৃতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল তা ভট্টিকাব্য থেকে বুঝতে পারা যায়। ইন্দ্রজিতের বাণবর্ষণে সাতষট্টি কোটি বানর ও রাম-লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তখন জাম্ববান ও বিভীষণের কথামতো হনুমান হিমালয় পৃষ্ঠে স্থিত সর্বৌষধিমণ্ডিত পর্বতে যান মৃতসঞ্জীবনী সন্ধানকরণী এবং বিশল্যকরণী নামে ঔষধি আনবার জন্য। এ প্রসঙ্গে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে —

নিরচায়ি যদা ভেদো
নৌষধীনাং হনুমতা।
সর্ব এব সমাহারি
তদা শৈলঃ মহৌষধিঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৫/১০৭

হনুমান ঔষধিভেদ স্থির করতে না পেরে ঔষধিসমেত সম্পূর্ণ পাহাড়টিকে উঠিয়ে আনলেন।

আর এই ঔষধির গুণে বানরসেনাসহ রাম-লক্ষ্মণ মূর্ছা থেকে উঠেন। তৎকালীন সময়ে লাশ সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় ভট্টিকাবে। ভট্টিকাব্যে বলা হয়েছে –

তাঃ সান্ত্বয়ন্তী ভরতপ্রতীক্ষা
তং বন্ধুতা ন্যক্ষিপদাশু তৈলে।
দূতাংশ্চ রাজাত্মজমানিনীযূন্
প্রাস্থাপয়ন্মন্ত্রিমতেন যূনঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৩/২৩

রাজপরিবারে আত্মীয়-স্বজনেরা রাজ্ঞীদিগকে প্রবোধ দিয়ে ভরতের আগমনের প্রতীক্ষা করতে রাজার মৃতদেহ তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করলেন। পরে বৃদ্ধ মন্ত্রীর মতানুসারে কয়েকজন যুবা পুরুষকে দূত নিযুক্ত করে ভরতকে আনিবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

উপনিষদ: বৈদিক যুগের শেষভাগে বেদকে আশ্রয় করে উপনিষদ এর সৃষ্টি। বেদের সংহিতা অংশে তার জন্ম। আরণ্যক অংশে তার পরিবর্ধন। একে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড। ভট্টিকাব্যে দেখা যায়, কুটিল রাবণও উপনিষদ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভট্টিকাব্যে বলা হয়েছে-

অধীয়ন্নাত্মবিদ্বিদ্যাং ধারয়ন্মস্করিব্রতম্।
বদন্ বহ্বঙ্গুলিস্ফোটং ভ্রূক্ষেপং চ বিলোকয়ন্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৫/৬৩

উপনিষৎ পাঠ করতে করতে পরিব্রাজকজনোচিত ব্রত ধারণপূর্বক অঙ্গুলিস্ফোটন দ্বারা বহুভাষণ ও ভ্রূক্ষেপ সহকারে বিলোকন করলেন।

সঙ্গীতশাস্ত্র: সঙ্গীতশাস্ত্রেও কবির জ্ঞান ছিল; তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই কাব্যে। চতুর্দশ সর্গে তিনি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সর্গে বলা হয়েছে –

কম্বূনথ সমাদুধ্মুঃ কীণৈর্ভেৰ্যো নিজঘ্নিরে।
বেনূন্ পুপূরিরে গুঞ্জা জুগুঞ্ছুঃ করঘট্টিতাঃ ॥
বাদয়াঞ্চক্রিরে ঢক্কাঃ পনবা দধ্বনুর্হতাঃ।
কাহলাঃ পূরয়াঞ্চক্রুঃ পূর্ণঃ পেরাশ্চ সস্বনুঃ ॥
মৃদঙ্গা ধীরমাস্বেনুর্হতৈঃ খেনে চ গোমুখৈঃ।
ঘণ্টাঃ শিশিঞ্জিরে দীঘং জহ্রাদে পটহৈর্ভৃশম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৪/২-৪

তখন কেউ কেউ শঙ্খধ্বনি করল, কেউ বাণদণ্ড দ্বারা ভেরীতে আঘাত করল; কেউ কেউ বংশীধ্বনি করল, আবার কেউ কেউ হাত দিয়ে গুঞ্জনাবাদ্য বাজাল। ঢাক বেজে উঠল, করাঘাতে পণব প্রতিধ্বনিত হলো, মুখমারুতে পূর্ণ কাহলে শব্দ জেগে উঠল, 'পের' নামক বাদ্যও ধ্বনিত হলো। গভীর রবে মৃদঙ্গ ধ্বনিত হলো, করাঘতে 'গোমুখ" বেজে উঠল, দীর্ঘনাদে ঘণ্টা নিনাদিত হলো, উচ্চনাদে শব্দিত হলো পটহ।

অর্থশাস্ত্র: অর্থশাস্ত্র রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ। এটি চাণক্য রচিত। রাজ্যশাসন, শত্রুদমন, রাজস্ব, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, পৌর প্রশাসন প্রভৃতি নিয়ে এই গ্রন্থ ১৫টি অধ্যায়ে রচিত। রাবণপুত্র অতিকায় এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভট্টিকাব্যে বলা হয়েছে –

অধ্যগীষ্টার্থশাস্ত্রাণি যমস্যাহ্বোষ্ট বিক্রমম্।
দেবাহবেষ্বদীপিষ্ট নাজনিষ্টাস্য সাধ্বসম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৫/৮৮

এ অতিকায় অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, সমরাজের পরাক্রমকে রোধ করেছে এবং নির্ভয়ে দেবতাদের যুদ্ধেও শোভিত হয়েছে।

এছাড়াও যুদ্ধের কূটকৌশল কিংবা রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণের শত্রু বানরদেরকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা, হনুমানকে দূত হিসেবে প্রেরণ কিংবা রাবণের প্রতি বিভীষণের বক্তব্যেও অর্থশাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়।

মায়াবিদ্যা: এ কাব্যের চতুর্থ সর্গে শূর্পণখা প্রথম যখন রাম-লক্ষ্মণের সামনে আসেন; তখন তিনি নিজের আসলরূপে আসেননি বরং মায়াবলে সুন্দর রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। অন্যদিকে সপ্তদশ সর্গে ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে বিচলিত করতে মায়ানির্মিত সীতার শিরশ্ছেদ করেন। এছাড়াও যুদ্ধে বিভিন্ন সময় প্রতিপক্ষকে বিচলিত করতে মায়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

ভাট্টিকাব্যে কাব্যকার বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন। শাস্ত্র না জানা ব্যক্তির পক্ষে তা বোঝা বা ব্যাখ্যাকরা সম্ভব নয়। এই কাব্য সম্পর্কে ডক্টর কীথ বলেছিলেন –

"Bhatti whose epic is at once a poem and an illustration of the rules of Grammar and Rhetorics."

তাই সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ভর্তৃহরি সচেতনভাবেই তাঁর কাব্যে বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনা করেছেন। রাজকুমারদের বা তাঁর ছাত্রদের তিনি ব্যাকরণের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রেও পারদর্শী করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. সংস্কৃত ছন্দপরিচিতি, ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস ও ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা- আষাঢ়, ১৩৯৭, পৃষ্ঠা- ১.

২. ঐ, পৃষ্ঠা – ৫১

৩. ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৪

৪. ইন্দ্রবজ্রা: "স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তো জগৌ গঃ।"

৫. উপেন্দ্রবজ্রা: " উপেন্দ্রবজ্রা প্রথমে লঘৌ সা।"

৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ২২

৭. ঐ, পৃষ্ঠা – ৩২

৮. ঐ, পৃষ্ঠা – ৬৭

৯. ঐ, পৃষ্ঠা – ৪০

১০. ঐ, পৃষ্ঠা – ৭১

১১. ঐ, পৃষ্ঠা – ৭৭

১২. ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৫

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৪

১৪. ঐ, পৃষ্ঠা – ৫০

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৩

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৮

১৭. বক্র প্রকরণে সকল ছন্দ অষ্টম অক্ষর বিশিষ্ট এবং ছন্দসমূহ কখনও অর্ধসম, কখনও বিষম হয়ে থাকে।

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৭

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা – ১০১

২০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪৯

২১. ভারতীয় দর্শন, মো. মাহবুবুর রহমান, বুকস্ ফেয়ার প্রকাশন, বাংলা বাজার – ২০১৫, পৃষ্ঠা–৩১.

চতুর্থ অধ্যায়
শব্দালঙ্কার ও কাব্যালঙ্কারের আলোচনা

মানুষ অলঙ্কার ব্যবহার করে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য।চুড়ি, মালা, হার, কানের দুল, বালা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার বা গহনা দিয়ে সে নিজের শরীরকে সাজায়। ফলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থার থেকেও বেশি সুন্দর দেখতে লাগে। ঠিক তেমনি কাব্যকারগণও তাঁদের কাব্যশরীরকে উপমা,রূপক,যমক, অনুপ্রাস ইত্যাদি অলঙ্কারের মাধ্যমে সাজিয়ে তুলেন। ফলে সেই কাব্য হয়ে ওঠে সকলের চিত্তবিনোদনকারী। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে অলঙ্কার সম্পর্কে বলা হয়েছে–

কাব্যশোভাকরান্ ধর্মানলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে।
তে চাদ্যাপি বিকল্প্যন্তে কস্তান্ কাৎর্স্ন্যেন বক্ষ্যতি ॥[১]

আলঙ্কারিকগণ কাব্যশোভাকর (কাব্যের চারুত্বজনক) ধর্মকে অলঙ্কার বলে থাকেন। আজও নবীন আলঙ্কারিকগণ এই অলঙ্কার উদ্ভাবন করছেন। সুতরাং কে সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে নিরূপণ করতে পারে?

সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই অলঙ্কারের প্রয়োগ বিদ্যমান। প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত তা বিস্তৃত। কাব্যালঙ্কারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

(১) শব্দালঙ্কার: এটি শব্দের ওপর নির্ভর করে। শব্দালঙ্কার শব্দের পরিবর্তন ঘটলে অলঙ্কার বিনষ্ট হয়। তাই এই অলঙ্কার শব্দের দিকে খেয়াল রাখা হয়।

পুনরুক্তবদাভাস, অনুপ্রাস, যমক, শব্দশ্লেষ ইত্যাদি শব্দালঙ্কার।

(২) অর্থালঙ্কার: এটি অর্থের উপর নির্ভর করে। তাই এই অলঙ্কার সমার্থক অন্য শব্দ বসিয়ে দিলেও অলঙ্কার অক্ষুণ্ন থাকে।

উপমা, রূপক, অনন্বয়, সন্দেহ, স্মরণ, উল্লেখ ইত্যাদি অর্থালঙ্কার।

কবি ভর্তৃহরি তাঁর ভট্টিকাব্যে বিভিন্ন অর্থালঙ্কার ব্যবহার করেছেন। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ব্যবহার রয়েছে ভট্টিকাব্যে। বিশেষ করে দশমসর্গে তিনি বিভিন্ন অলঙ্কারের বর্ণনা করেছেন। দশম

সর্গের দুই থেকে বাইশ সংখ্যক শ্লোকের প্রত্যেকটিতে তিনি নানা রকম যমক অলঙ্কারের উদাহরণ দিয়েছেন। অন্যদিকে ভট্টিকাব্যের বিভিন্ন সর্গের শ্লোকে প্রায় পঞ্চাশটি অর্থালঙ্কারের উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন অলংকারের শ্রেণীবিভাগ করেও দেখিয়েছেন। ত্রয়োদশ সর্গে তিনি ভাষাসম অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। নিম্নে বিভিন্ন সর্গের শ্লোকে ব্যবহৃত অলঙ্কারের উদাহরণ সংজ্ঞাসহ দেখানো হলো:

অর্থালঙ্কার

(১) উৎপ্রেক্ষা: উৎপেক্ষা অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।[২]

প্রকৃতকে প্রবল সাদৃশ্যবশত যদি পরাত্মা বলে উৎকট সংশয় হয়, তাহলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।

ভট্টিকাব্যে বেশ কয়েকটি শ্লোকউৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে রচিত। নিম্নে কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হলো:

হিরণ্ময়ী শাললতেব জঙ্গমা
চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা।
শশাঙ্ককান্তেরধিদেবতাকৃতিঃ
সুতা দদে তস্য সুতায় মৈথিলী ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৪৭

সীতা ছিলেন শালবৃক্ষে আশ্রিতা সঞ্চারিণী স্বর্ণলতার মতো, অন্তরীক্ষ থেকে বিচ্যুতা স্থিতিশীলা বিদ্যুতের মতো এবং চন্দ্রকান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মতো। এই সীতা তিনি রামচন্দ্রকে দান করলেন।

তাৎপর্য- এখানে সীতা (উপমেয়) কে স্বর্ণলতা, বিদ্যুৎ ও চন্দ্রকান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইত্যাদি উপমান বলে বোধ হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা অর্থালঙ্কার হয়েছে।

তিগ্মাংশুরশ্মিচ্ছুরিতান্যদূরাৎ প্রাঞ্চি প্রভাতে সলিলান্যপশ্যৎ।
গভস্তিধারাভিরিব দ্রুতানি তেজাংসি ভানোর্ভুবি সম্ভৃতানি ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/১২

প্রভাতে রামচন্দ্র কিছু দূরে পূর্বদিকে অরুণরাগে রঞ্জিত জলরাশি দেখতে পেলেন; তাঁর মনে হলো যেন সূর্যের তেজোরাশি গলিত হয়ে কিরণের ধারায় পৃথিবীতে এসে জমে আছে।

তাৎপর্য- এখানে অরুণরাগে রঞ্জিত জলরাশি (উপমেয়)–কে সূর্যের তেজোরাশি (উপমান) বলে বোধ হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

প্রতীয় সা পূর্দদৃশে জনেন দোর্ভানুশীতাংশুনিরাকৃতেব।
রাজন্যনক্ষত্রসমন্বিতাপি শোকান্ধকারক্ষতসর্বচেষ্টা ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৩/১৯

ফিরে এসে প্রজাসাধারণ দেখল, অযোধ্যা নগরীর সকল কর্মচাঞ্চল্য শোকান্ধকারে স্থগিত হয়ে গেছে, রাজন্য-নক্ষত্রযুক্তা হয়েও রামলক্ষ্মণবিরহিতা অযোধ্যানগরী যেন সূর্যচন্দ্রহীন নিস্তব্ধ আকাশের মতো।

তাৎপর্য– এখানে রামলক্ষ্মণ বিরহিতা অযোধ্যানগরী (উপমেয়)–কে সূর্যচন্দ্রহীন নিস্তব্ধ আকাশের মতো (উপমান) বলে বোধ হওয়ায় উৎপেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

এছাড়াও ২/৬, ৮/১৫, ১৮ ইত্যাদি শ্লোকে উৎপেক্ষা অলঙ্কারের ব্যবহার দেখিয়েছেন।

(২) অর্থান্তরন্যাস: এই অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

সামান্যং বা বিশেষেণ বিশেষস্তেন বা যদি।
কার্যং চ কারণেনেদং কার্যেণ চ সমর্থ্যতে ॥
সাধর্ম্যেণেতরেণার্থান্তরন্যাসোঽষ্টাধা ততঃ ॥[৩]

সাধর্ম্য কিংবা বৈধর্মের মাধ্যমে যদি বিশেষের দ্বারা সামান্যের বা সামান্যের দ্বারা বিশেষের, কারণের দ্বারা কার্যের বা কার্যের দ্বারা কারণের সমর্থন হয়, তাহলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। এভাবে এটি আট প্রকার। যে অলঙ্কারে অর্থান্তরের ন্যাস অর্থাৎ স্থাপন হয়, তাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলে।

প্রভাতবাতাহিতকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীসংসহতেঽন্যসঙ্গমম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৬

প্রভাত সমীরণের আঘাতে পদ্মিনী কাঁপছিল; ক্রুদ্ধা পদ্মিনী যেন ভ্রমরকে তার উপর বসতে নিষেধ করছে, ভ্রমরের দেহ যে কুমুদিনীর পিঙ্গল রেণুতে রঞ্জিত। মানিনী স্ত্রী কখনও পতির অন্য রমণী সংসর্গ সহ্য করতে পারে না।

তাৎপর্য - আলোচ্য শ্লোকে পদ্মিনী তার উপর ভ্রমরকে বসতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে ভ্রমরের অন্য রমণীর সংসর্গ। তাই এখানে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়েছে।

(৩) একাবলী:একাবলীর লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

পূর্বং পূর্বং প্রতি বিশেষণত্বেন পরং পরম্।
স্থাপত্নেপোহ্যতে বা চেৎ সাত্তদৈকাবলী দ্বিধা ॥[৪]

উত্তোরোত্তর প্রযুক্ত বিশেষ্যপদগুলিকে পূর্ব-পূর্ব বিশেষ্যের বিশেষণরূপে প্রতিষ্ঠিত (স্থাপন) অথবা পরিত্যক্ত (নিষেধ) হলে একাবলী অলঙ্কার হয়। স্থাপন ও নিষেধভেদে একাবলী অলঙ্কার দু'প্রকার। যথা-

(১) স্থাপনরূপা একাবলী
(২) নিষেধরূপা একাবলী।

ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্পদম্।
ন ষট্পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্,২/১৯

এমন জলই ছিল না যাতে মনোহর পদ্মফুল ছিল না-এমন পদ্মফুল ছিল না যাতে ভ্রমর বসে থাকে নি; এমন ভ্রমর ছিল না-যা মধুর গুঞ্জন না করছিল এবং এমন গুঞ্জন ছিল না যা মন হরণ করেনি।

তাৎপর্য - আলোচ্য শ্লোকটিতে শরৎকালের বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে পূর্ববর্তী বিশেষ্য পদগুলি (জল, পদ্ম, ভ্রমর ও ভ্রমরের গুঞ্জন) যথাক্রমে প্রতি পরের পদগুলির বিশেষণরূপে অর্থাৎ এদের বিশেষণতা (পদ্ম, ভ্রমর, ভ্রমরের গুঞ্জন ও মন হরণ করা) প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় নিষেধরূপা একাবলী অলঙ্কার হয়েছে।

(৪) তুল্যযোগিতা: তুল্যযোগিতার লক্ষণে বলা হয়েছে–

পদার্থানাং প্রস্তুতানামন্যেষাং বা যদা ভবেৎ।
একধর্মাভিসম্বন্ধ স্যাত্তদা তুল্যযোগিতা ॥[৫]

প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত বস্তুসমূহকে গুণক্রিয়াদিরূপে একই ধর্মে সম্বন্ধযুক্ত করলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়।

বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ
পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।
পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মীম্
আলোকয়াঞ্চক্রুরিবাদরেন ॥
ভট্টিকাব্যম্, ২/৫

বনরাজি তাদের ভ্রমরযুক্ত নয়নতুল্য পুষ্পের দ্বারা এবং জলরাশি তাদের ভ্রমর শোভিত নয়নতুল্য পদ্মের দ্বারা যেন বিস্মিত হয়েই পরস্পরের শোভা দেখছিল।

তাৎপর্য- এখানে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বিষয় ভ্রমরযুক্ত নয়নতুল্য পুষ্প এবং ভ্রমর শোভিত নয়নতুল্য পদ্ম। এরা উভয়েই পরস্পরের শোভা বর্ধন করছে। তাই এখানে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়েছে।

(৫) ব্যতিরেক: ব্যতিরেক অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

আধিক্যমুপমেয়স্যোপমানান্ন্যূনতঽথবা!

ব্যতিরেকঃ ... ॥[৬]

উপমান থেকে উপমেয়ের উৎকর্ষ অথবা উপমান থেকে উপমেয়ের অপকর্ষ বোঝালে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

মহীষ্যমানা ভবতাতিমাত্রং
সুরাধ্বরে ঘস্মরজিত্বরেণ।
দিবেঽপি বজ্রায়ুধভূষণায়া
হিণীয়তে বীরবতী ন ভূমিঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৩৮

দেবতাদের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞে তুমি রাক্ষসবিজয়ী, তোমার মতো বীর পুরুষকে লাভ করে পৃথিবী ইন্দ্রের দ্বারা অলঙ্কৃত স্বর্গের সম্মুখেও লজ্জিতা হন না।

তাৎপর্য - এখানে উপমান স্বর্গ, উপমেয় পৃথিবী। স্বর্গ অপেক্ষা পৃথিবীর উৎকর্ষ স্থাপিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

সায়ন্তনীং তিথিপ্রণ্যঃ পঙ্কজানাং দিবাতনীম্।
কান্তিং কান্ত্যা সদাতন্যা হ্রেপয়ন্তী শুচিস্মিতা ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৫/৬৫

তোমার নিজের নিত্য সৌন্দর্যে চন্দ্রের নৈশ শোভা ও পদ্মের দিবাকালীন শোভাকেও লজ্জিত করে মধুরহাসিনী।

তাৎপর্য - এখানে উপমেয় সীতা, উপমান চন্দ্র ও পদ্ম। চন্দ্র ও পদ্ম অপেক্ষা সীতার উৎকর্ষ স্থাপিত হওয়ায় ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়।

(৬) নিদর্শনা:নিদর্শনা অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধোঽসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ।
যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা ॥[৭]

যেখানে সম্ভবপর বস্তুসম্বন্ধ, কখনও কখনও বা সম্ভবপর নয় এমন বস্তু সম্বন্ধ, বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব বোঝায়, সেখানে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব হলো দুটি বস্তুর মধ্যে যে দুটি সদৃশ ধর্মের উল্লেখ করা হয়, সেই ধর্ম দুটির মধ্যে একটি মূলধর্ম এবং অপরটি তার ছায়া বা প্রতিবিম্ব হয়।

অপি স্তুহ্যপি সেধাস্মাংস্তথ্যমুক্তং নরাশন।
অপি সিঞ্চেঃ কৃশানৌ ত্বং দর্পং ময্যপি যোঽভিকঃ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৮/৯২

হে রাক্ষস তুমি আমার স্তুতি করো বা নিন্দাই করো -আমি ঠিক কথাই বলেছি। তুমি আমার প্রতি কামুক হয়েছো; তোমার এ বীর্য অনলে নিক্ষেপ করো।
তাৎপর্য - এখানে রাবণ সীতার প্রতি কামাসক্ত হলেও রাবণ যে সীতাকে পাবেন না। অর্থাৎ এখানে বস্তু সম্বন্ধ সম্ভবপর নয়, তাই এটি নিদর্শনা অলঙ্কার ।

শিলা তরিষ্যতুদকে ন পর্ণং ধ্বান্তং রবেঃ স্যন্তস্যতি বিহ্নিরিন্দ্রোঃ।
জেতাপরোঽহং যুধি জেষ্যমাণস্তুল্যানি মন্যস্ব পুলস্ত্যনপ্তঃ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ১২/৭৭

হে পুলস্ত্যপৌত্র! জলে শিলা ভাসবে কিন্তু পত্র ভাসবে না, সূর্য থেকে অন্ধকার আর চন্দ্র থেকে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হবে; যুদ্ধে শত্রুর জয় হবে আর আমার পরাজয় ঘটবে-এসব কথা তুমি সমান বলেই ভাবতে পার।

তাৎপর্য- এখানে বস্তুসম্বন্ধ কখনও সম্ভবপর নয়, কেননা শিলা জলে ভাসে না আর পত্র জলে ভাসে না। অন্যদিকে সূর্য থেকে আলো নির্গত হয় এবং চন্দ্র থেকে জ্যোৎস্না নির্গত হয়। তাই এটি নিদর্শনা অলঙ্কার ।

(৭) উপমা: উপমা অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ ॥[৮]

একই বাক্যে দুটি বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে যদি বিরুদ্ধ ধর্ম না থাকে, গুণক্রিয়াদিগত সাদৃশ্যকে স্পষ্টরূপে ইবাদি শব্দ দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়, তাহলে উপমা অলঙ্কার হয়।

তরঙ্গসঙ্গাচ্চপলৈ ঃ পলাশৈর্জ্বালাশ্রিয়ং সাতিশয়াং দধন্তি।
সধুমদীপ্তাগ্নিরুচীনি রেজুস্তাম্রোৎপলান্যাকুলষট্পদানি ॥

ভট্টিকাব্যম,২/২

তরঙ্গের আঘাতে রক্তপদ্মের দলগুলি চঞ্চল-তাই ভ্রমরের দল তাদের উপর বসতে পারছে না, শুধু উড়ে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে রক্তপদ্মগুলি যেন ধূমাচ্ছন্ন প্রজ্বলিতঅগ্নি, পদ্ম-পলাশ যেন অগ্নিশিখা, ভ্রমরপুঞ্জ যেন ধোঁয়া।

তাৎপর্য - এখানে পদ্মপলাশ ও অগ্নিশিখা দুটি বিজাতীয় পদার্থ হলেও তাদের গুনগত সাম্য হচ্ছে লাল। দুটি দেখতেই লাল রং-এর। অন্যদিকে ভ্রমরপুঞ্জ ও ধোঁয়া দুটি বিজাতীয় পদার্থ হলেও তাদের গুণগত সাম্য হচ্ছে কালো। ভ্রমর দেখতে স্বভাবতই কালো, অনেক ভ্রমর একসাথে হলে তাদের দেখতে ধোঁয়ার মত মনে হয়। কেননা ধোঁয়াও কালো। তাই এখানে উপমা অলঙ্কার হয়েছে।

ততঃ ক্রোধানিলাপাতকম্প্রাস্যাম্ভোজসংহতিঃ।
মহাহ্রদ ইব ক্ষুভ্যন্ কপিমাহ স্ম রাবণঃ॥

ভট্টিকাব্যম,৯/১১৮

রাবণের মুখপদ্ম ক্রোধপবনে কম্পিত হতে লাগল। মহাহ্রদের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি হনুমানকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য - সংস্কৃত কবিগণ সুন্দর মুখের সঙ্গেই সাধারণত পদ্মের উপমা দিয়ে থাকেন। ক্রোধের বশে রাবণের মুখ কাঁপছে, আর সেই মুখকে পদ্ম বলেছেন ভট্টিকবি। অন্যদিকে রাবণের ক্রোধকে মহাহ্রদের সাথে তুলনা করেছেন। তাই উপমা অলঙ্কার হয়েছে।

এছাড়াও কবি ইবোপমা (১০/৩১), যথোপমা (১০/৩২), সহোপমা (১০/৩৩), তদ্ধিতোপমা (১০/৩৪), লুপ্তোপমা (১০/৩৫) এবং সমোপমা (১০/৩৬) অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

(৮) অতিশয়োক্তি: সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে ॥[৯]

বিষয়ের (উপমেয়ের) সঙ্গে বিষয়ীর (উপমানের)অভেদ প্রতীতি নিশ্চয়াত্মক হলে অতিশয়োক্তি হয়। এখানে অধ্যবসায় হলো অযথার্থ বস্তু (উপমান) কর্তৃক যথার্থ বস্তুর (উপমেয়) নিগরণ-গ্রাস।

কপিপৃষ্ঠগতৌ ততো নরেন্দ্রৌ কপয়শ্চ জ্বলিতাগ্নিপিঙ্গলাক্ষাঃ।
মূমুচুঃপ্রষষুর্দ্রুতং সমীযুর্বসুধাং ব্যোম মহীধরং মহেন্দ্রম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্,১০/৪৩

তারপর হনুমান ও অঙ্গদের পৃষ্টারূঢ় রাম-লক্ষ্মণ এবং প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ পিঙ্গলাঙ্গ অন্যান্য বানরগণ ভূতল ত্যাগ করলেন, আকাশ পথে যেতে লাগলেন এবং দ্রুত মহেন্দ্রপর্বতে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য - আলোচ্য শ্লোকে প্রজ্বলিত অগ্নি উপমেয় এবং বানরগণ হচ্ছে উপমান। এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে ভেদ থাকা সত্ত্বেওঅভেদের অধ্যাবসায় হওয়ায় অর্থাৎ উপমেয়কে গ্রাস করে উপমানের নিশ্চিত রূপে প্রতীতি হওয়ায় অতিশয়োক্তিঅলঙ্কার হয়েছে।

(৯) আক্ষেপ: আক্ষেপ অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

বস্তুনো বক্তুমিষ্টস্য বিশেষ প্রতিপত্তয়ে।
নিষেধাভাস অক্ষেপো বক্ষ্যমাণোক্তগো দ্বিধা ॥[১০]

যা বলতে ইচ্ছা হয়েছে এমন বস্তুকে বিশেষভাবে প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে যদি তা নিষেধের মতো করে প্রকাশকরা হয়-তাহলে আক্ষেপ অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ
বক্তব্য বিষয়ে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ঠ্যের প্রকাশ করতে আপাতত নিষেধের দ্বারা ইষ্ট বিষয়টিকে ব্যক্ত করলে আক্ষেপ অলঙ্কার হয়।

সমতাং শশিলেখয়োপষায়াদবদাতাপ্রতনুঃ ক্ষয়েণ সীতা।
যদি নাম কলঙ্ক ইন্দুলেখামতিবৃত্তো লঘয়েন্ন চাপি ভাবী ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৩৯

যদি কলঙ্ক চন্দ্রলেখা থেকে অপক্রান্ত হয়, আবার আবির্ভূত হয়ে তাকে হীন না করে-তবে সেই শুদ্ধা শোককৃশ সীতা চন্দ্রলেখার সঙ্গে উপমিত হতে পারেন।

তাৎপর্য - এখানে শোকগ্রস্ত সীতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা বলা হয়েছে চাঁদের কলঙ্ক আবির্ভূত হয়ে যদি চাঁদের সৌন্দর্য নষ্ট না করতে পারে তেমনি শোকে কৃশ সীতাও সুন্দর। তাই এখানে আক্ষেপ অলঙ্কার হয়েছে।

(১০) দীপক: দীপক অলংকারের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

অপ্রস্তুত-প্রস্তুতয়োর্দীপকং তু নিগদ্যতে।
অথ কারকমেকং স্যাদনেকাসু ক্রিয়াসু চেৎ ॥[১১]

প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত বস্তুসমূহের এক ধর্মের সাথে সম্বন্ধ হলে দীপক অলঙ্কার হয়। আবার অনেক ক্রিয়ার সাথে একটি কারকের সম্বন্ধ হলে দীপক অলঙ্কার হয়।

ব্রণকন্দরলীনশস্ত্রসর্পঃ পৃথুবক্ষঃস্থলকর্কশোরুভিত্তিঃ।
চ্যুতশোণিতবদ্ধধাতুরাগঃ শুশুভে বানরভূধরস্তদাসৌ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/২৫

যার ব্রণরূপে কন্দরে (গুহায়) অস্ত্ররূপ সর্প বিলীন রয়েছে; যার বিশাল বক্ষ এবং কর্কশ উরুই ভিত্তিস্বরূপ; ক্ষরিত রক্ত ধারা ঘনীভূত ধাতুরাগের মতো বানররূপী পর্বত তখন সুশোভিত হলেন।

তাৎপর্য - আলোচ্য শ্লোকে পর্বতের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সর্প বিলীন হওয়া, বিশাল বক্ষ এবং কর্কশ উরুই ভিত্তিস্বরূপ, ক্ষরিত রক্তধারা সবই কর্তৃকারক পর্বতের সাথে সম্বন্ধিত হওয়ায় দীপক অলঙ্কার হয়েছে।

(১০/২৩) শ্লোকেও দীপক অলঙ্কারের ব্যবহার করা হয়েছে।

(১১) স্বভাবোক্তি:স্বভাবোক্তির লক্ষণ বলতে গিয়ে বলা হয়েছে–

স্বভাবোক্তিদুরূহার্থস্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্ ।[১২]

কবিরা সূক্ষ্ম পর্যালোচনা দ্বারা যা জানতে পারেন, সাধারণের নিকট যা অজ্ঞাত এরূপ দুর্বোধ্য, শিশু ও পশু-পাখি প্রভৃতির অকৃত্রিম চেষ্টা বা আকার প্রকারাদি বর্ণিত হলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়।

দিগ্‌ব্যাপিনীর্লোচনলোভনীয়া
মৃজাম্বয়াঃ স্নেহমিব স্রবন্তীঃ।
ধজ্বায়তাঃ শস্যবিশেষপঙ্‌ক্তী-
স্তুতোষ পশ্যন্ বিতৃণান্তরালাঃ॥

ভট্টিকাব্যম্, ০২/১৩

তিনি পরিষ্কার ও যেন তেলাক্ত, ঋজু এবং আয়ত শস্যশ্রেণী দেখে তুষ্ট হলেন; সেই শস্যশ্রেণী দিগন্ত বিস্তৃত এবং নয়নের লোভনীয়; তাদের মধ্যে কোনো আগাছা নেই।

তাৎপর্য - আলোচ্য শ্লোকে প্রকৃতির যে বর্ণনা কবি করেছেন তা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আলাদা। তাই এখানে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়েছে ।

বিচিত্রমুচ্চৈঃ প্লবমানমারাৎ
কুতূহলং ত্রস্নু ততান তস্য ।
মেঘাত্যয়োপাত্তবনোপশোভং
কদম্বকং বাতমজং মৃগাণাম্॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/১৭

রামচন্দ্রের কৌতূহল বর্ধিত হলো বিচিত্র বর্ণে শোভিত মৃগদল দেখে; ওরা ভীরু স্বভাব, কাছেই উঁচুতে লাফিয়ে উঠছে, ছুটে যাচ্ছে বাতাসের অনুকূলে। ওরাই বর্ষার শেষে বনের শোভা বর্ধিত করছে।

তাৎপর্য - এ আলোচ্য শ্লোকে কবি ভীরু হরিণের চলার পথের বর্ণনা দিয়েছেন। যা স্বাভাবিক থেকে আলাদা। কাছেই উঁচুতে লাফ দেয়া কিংবা বাতাসের অনুকূলে ছুটে যাওয়া। এই বর্ণনা বাস্তব ও অনুকরণীয় হওয়ায় এটি স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ।

(১২) বিশেষোক্তি: এই অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

সতি হেতৌ ফলাভাবঃ বিশেষোক্তিস্তথা দ্বিধা।[১৩]

কারণ বিদ্যমান থাকলেও কার্যের অভাব (অনুৎপত্তি) বর্ণিত হলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। উক্তনিমিত্ত ও অনুক্তনিমিত্ত ভেদে বিশেষোক্তি অলঙ্কার দুই প্রকার।

বিগ্রহস্তব শক্রেণ
বৃহস্পতিপুরোধসা।
সার্ধং কুমারসেনান্যা
শূন্যশ্চাসীতি কো নয়ঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৫/৭

বৃহস্পতি যাঁর পুরোহিত, কার্তিকেয় যাঁর সেনাপতি সেই ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার কলহ অথচ তুমি উদ্যমহীন! এ তোমার কী নীতি?

তাৎপর্য - আলোচ্য শ্লোকে রাবণকে শূর্পণখা উক্ত কথাগুলো বলেছে। রাবণের উদ্যমের সাথে রামকে প্রতিহত করা উচিত কেননা দেব ইন্দ্রের সাথে সে কলহে লিপ্ত। অথচ উদ্যমের কারণ সত্ত্বেও সে উদ্যমহীন হওয়ায় এখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

এছাড়াও (১২/৫, ১৯/৩, ২৪/৬) এ বিশেষোক্তি অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে।

(১৩) অনুকূল: অনুকূল অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

অনুকূলং প্রতিকূল্যমনুকূলানুবন্ধি চেৎ ॥[১৪]

যদি প্রতিকূলতা অনুকূলতাজনক হয়। অর্থাৎ প্রতিকূলআচরণ অনুকূল হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অনুকূল অলঙ্কার হয়।

স্রস্তাঙ্গযষ্টিঃ পরিরভ্যমাণা
সংদৃশ্যমানাপ্যুপসংহৃতাক্ষী।
অনূঢ়মানা শয়নে নবোঢ়া
পরোপকারৈকরসৈব তস্থৌ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ১১/১২

নবোঢ়া নায়িকা প্রিয়কর্তৃক আলিঙ্গিত হয়ে নিজ দেহ শিথিল করে দিল– তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেও সে চক্ষু নিমীলিত করে রইল; শয্যায় শুয়ে সে পরোপকাররূপ রসেই তন্ময় হয়ে রইল (অর্থাৎ প্রতিকূল হয়েও সে প্রিয়তমের মনোহরণ করল)।

তাৎপর্য - এখানে নায়িকা তার অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রতিকূল আচরণ করলেও তা নায়কের জন্য অনুকূল হয়েছে। যাতে নায়কও খুশি হয়েছে। তাই এখানে অনুকূল অলঙ্কার হয়েছে।

(১৪) বিভাবনা: এই অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

বিভাবনা বিনা হেতুং কার্যোৎপত্তির্যদুচ্যতে।
উক্তানুক্তনিমিত্তত্বাদ্ দ্বিধা সা পরিকীর্ত্তিতা ॥[১৫]

কারণ ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি হলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। উক্তনিমিত্ত ও অনুক্তনিমিত্তভেদে এটি দুই প্রকার।

পীতৌষ্ঠরাগাণি হৃতাঞ্জনানি
ভাস্বন্তি লোলৈরলকৈর্মুখানি
প্রাতঃ কৃতার্থানি যথা বিরেজু-
স্তথা ন পূর্বেদ্যুরলঙ্কৃতানি ॥
ভট্টিকাব্যম্, ১১/২১

বধূদের অধররাগ নেই, নয়নে অঞ্জন নেই; তবু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অলকগুচ্ছে কান্তিযুক্ত মুখমণ্ডলগুলি প্রিয়সঙ্গমে কৃতার্থ হয়ে প্রভাতে যেমন শোভা পেতে লাগল, আগের দিন সন্ধ্যায় অলঙ্কৃত হয়েও তেমন শোভা পায়নি।

তাৎপর্য - মেয়েদের সৌন্দর্য প্রকাশের কারণ হচ্ছে অলঙ্কার পরিধান এবং সাজসজ্জা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে তারা সাজসজ্জা ব্যতীতই সুন্দর। তাই এখানে বিভাবনা অলঙ্কার হয়েছে।

(১৫) উত্তর: উত্তর অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

উত্তরং প্রশ্নস্যোত্তরাদুন্নয়ো যদি।
যচ্চাসকৃদসংভাব্যং সত্যপি প্রশ্ন উত্তরম্ ॥[১৬]

উত্তর বাক্য শুনে প্রশ্নের অনুমান করা হলে উত্তর অলঙ্কার হবে কিংবা অনেকগুলি প্রশ্নের অনেকগুলি অচিন্তনীয় উত্তর প্রদত্ত হলে উত্তর অলঙ্কার হবে।

অধ্বরেষ্বিষ্টিনাং পাতা
পূর্তী কর্মসু সর্বদা।
পিতুর্নিয়োগাদ্রাজত্বং
হিত্বা যোঽভ্যাগমদ্বনম্ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৫/৭৯

যিনি যজ্ঞে যাজ্ঞিকগণের রক্ষক, সর্বদা কর্মসমূহের পূরণকারী এবং যিনি পিতার আদেশ পালনের জন্য বনে এসেছেন- তিনিই আমার স্বামী।

তাৎপর্য- আলোচ্য শ্লোকটি সীতার উক্তি। এখানে তিনি তাঁর স্বামী রামের পরিচয়ে উক্তকথাগুলি বলেছেন। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে কোনো ব্যক্তি তাঁর স্বামীর পরিচয় জানতে চেয়েছে।

(১৬) পর্যায়: পর্যায় অলঙ্কারের লক্ষণে সম্পর্কে বলা হয়েছে–

ক্বচিদেকমনেকস্মিন্ননেকং চৈকগং ক্রমাৎ।
ভবতি ক্রিয়তে বা চেত্তদা পর্য্যায় ইষ্যতে ॥[১৭]

যখন এক বস্তু ক্রমশ অনেক অধিকরণে বিদ্যমান বা অনুষ্ঠিত হয় কিংবা অনেক বস্তু ক্রমে এক অধিকরণে বিদ্যমান বা অনুষ্ঠিত হয় তখন এই অলঙ্কার হয়।

অধ্বরেষ্বগ্নিচিত্বৎসু
সোমসুত্বত আশ্রমান্।
অত্তুং মহেন্দ্রিয়ং ভাগ-
মৈতি দ্যুশ্চ্যবনোঽধুনা ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৫/১১

ইন্দ্র এখন সোমযাজী মুনি অধ্যুষিত আশ্রমগুলিতে আহিতাগ্নি মুনি পরিবৃত নিজের যজ্ঞগুলিতে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে আসছেন। সেই ভাগ এতকাল রাক্ষসদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

তাৎপর্য - আলোচ্য শ্লোকে পূর্বে মুনি-অধ্যুষিত আশ্রমগুলিতে রাক্ষসেরা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করত কিন্তু এখন সেই একই স্থানে ইন্দ্র যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। একই আশ্রম কালভেদে ইন্দ্রের আয়ত্তে থাকায় এবং পূর্বে রাক্ষসের আয়ত্তে ছিল তাই পর্যায় অলঙ্কার হয়েছে।

(১৭) বিষম: বিষম অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

গুনৌ ক্রিয়ে বা চেৎ স্যাতাং বিরুদ্ধে হেতুকার্য্যয়োঃ।
যদ্‌বারব্ধস্য বৈফল্যমনর্থস্য চ সম্ভব ঃ।
বিরূপয়োঃ সংঘটনা যা চ তদ্বিষমং মতম্ ॥[১৮]

অর্থ: (১) কারণের গুণ থেকে কার্যের গুণ বিরুদ্ধে হলে,

(২) কার্যগত ক্রিয়া কারণগত ক্রিয়ার বিরুদ্ধে হলে,

(৩) কোনো বিশেষ ফলের আশায় আরব্ধ কর্ম অভীষ্ট ফলের পরিবর্তে, অবাঞ্ছিত ফল জন্মালে, অথবা

(৪) পরস্পর বিরুদ্ধ দুটি ঘটনার একাধারে মিলন হলে বিষম অলঙ্কার হয়।

ঐক্ষিষ্মহি মূহুঃ সুপ্তাং যাং মৃতাশঙ্কয়া বয়ম্।
অকালে দুর্মরমহো যজ্জীবমস্তয়া বিনা ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৬/১৪

যে সীতা অধিকক্ষণ নিদ্রিত থাকলে, মৃতাশঙ্কায় বার বার আমরা পরীক্ষা করেছি। অহো এসময়ে সেই সীতা ছাড়া আমরা যে বেঁচে আছি,এতে বোঝলাম, অকালে মরণ হবার নয় ॥

তাৎপর্য - এই শ্লোকে একই রাম-লক্ষ্মণের সীতার সাথে থাকা অবস্থায় এবং সীতা বিরহে থাকা অবস্থার দুটি ঘটনার মিলন বর্ণিত হওয়ায় বিষম অলঙ্কার হয়েছে।

(১৮) সমাধি: সমাধির লক্ষণে বলা হয়েছে-

সমাধিঃ সুকরে কার্যে দৈবাদ্বস্তুন্তরাগমাৎ ॥[১৯]

আরব্ধ কার্যটি যদি দৈবানুকূল্যবশত কারণান্তরের দ্বারা সহজতর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সমাধি অলঙ্কার হয়।

নাভবিষ্যদিয়ং শুদ্ধা যদ্যপাস্যমহং ততঃ।
ন চৈনাং পক্ষপাতো মে ধর্মাদন্যত্র রাঘব ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২১/২

আমি যদি এসে রক্ষা না করতাম তাহলে লোকে এঁকে পতিব্রতা বলে জানতে পারত না। হে রাঘব; ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও আমার পক্ষপাত নাই (অর্থাৎ সীতা ধার্মিকা বলেই তাকে আমি রক্ষা করেছি।)

তাৎপর্য- সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করলে স্বভাবতই তাঁর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কথা কিন্তু তখন দৈববশত অগ্নিদেব তাঁকে রক্ষা করেন। তাই এখানে সমাধি অলঙ্কার হয়েছে।

(১৯) রূপক: রূপকের লক্ষণে বলা হয়েছে–

রূপকং রূপিতারোপাদ্ বিষয়ে নিরপহ্নবে ॥[২০]

উপমেয়রূপ বিষয়টিকে নিষেধ না করে যদি উপমেয় পদার্থে উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়, তাহলে রূপক অলঙ্কার হয়। যাকে আরোপ করা হয় তাকে রূপিত বলে।

বিটপিমৃগবিষাদধ্বান্তনুদ্বানরার্কঃ
প্রিয়বচনময়ূখৈর্বোধিতার্থারবিন্দঃ।
উদয়গিরিমিবাদ্রিং সম্প্রমুচ্যাভ্যগাৎ খম্
নৃপহৃদয়গুহাস্থংঘ্নন্ প্রমোহান্ধকারম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/২৯

হনুমান যেন সূর্য তিনি বানরগণের বিষাদের অন্ধকার দূর করেছেন, প্রিয়সংবাদরূপ কিরণের বিস্তারে অর্থরূপ পদ্মের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। এবার তিনি উদয়গিরিরূপে মহেন্দ্র পর্বতকে ত্যাগ করে আকাশে উঠলেন ও তাঁকে রামহৃদয়ের গুহাগত মোহরূপ অন্ধকার দূর করতে হবে।

তাৎপর্য - এখানে হনুমানে সূর্যের আরোপ করা হয়েছে। সূর্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়; তেমনি তাঁর আগমনেও বানরগণের বিষাদের অন্ধকার দূর হয়েছে। অন্যদিকে, সূর্যের উদয়ে পদ্মের উদয় ঘটে তেমনি প্রিয়সংবাদ দিয়ে তাদের আনন্দের উদয় ঘটিয়েছেন। তাই এখানে রূপক অলঙ্কার হয়েছে।

(২০) স্মরণ: স্মরণ অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

সদৃশানুভবাদ্ - বাস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে ॥[২১]

সদৃশ অর্থাৎ সমান বস্তুর দর্শন হতে পূর্বানুভূত বস্তুর স্মৃতি জন্মালে তাকে স্মরণ অলঙ্কার বলে।

মধুকরবিরুতৈঃ প্রিয়ধ্বনীনাং
সরসিরুহৈর্দয়িতাস্যহাস্যলক্ষ্ম্যা ঃ।
স্ফুটমনুহরমাণ্মাদধানং
পুরুষপতেঃ সহসা পরং প্রমোদম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৪৬

ঐ পর্বত ভ্রমরগুঞ্জনে প্রিয়ার আলাপ এবং প্রফুল্ল কমলে প্রিয়মুখের হাস্যশ্রীর স্পষ্ট অনুকরণ করে সেখানে আসামাত্র পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের আনন্দ বিধান করেছে।
তাৎপর্য - আলোচ্য শ্লোকে ভ্রমরগুঞ্জন শুনে প্রিয়ার আলাপ এবং প্রফুল্ল কমলে প্রিয়মুখের হাস্যশ্রীর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন কবি। প্রথমটির দর্শনে দ্বিতীয়টির স্মৃতি জাগ্রত হওয়ায় স্মরণ অলঙ্কার হয়েছে।

(২১) বিনোক্তি: এই অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

বিনোক্তির্যদ্‌বিনান্যেন নাসাধ্বন্যদসাধু বা ॥[২২]

এক পদার্থের অভাবে অপর এক পদার্থ অসুন্দর নয়, অথবা সুন্দর নয়, এরূপ অর্থ প্রকাশিত হলে বিনোক্তি অলঙ্কার হয়।

শশিরহিতমপি প্রভুতকান্তিম্
বিবুধহৃতশ্রিয়মপ্যনষ্টশোভম্।
মথিতমপি সুরৈর্দিবং জলৌঘৈঃ
সমভিভবন্তমবিক্ষতপ্রভাবম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৫৮

ঐ সমুদ্র চন্দ্রহীন হয়েও বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী, দেবগণ কর্তৃক হতশ্রী হয়েও তার অক্ষুণ্ন শোভা, দেবগণ কর্তৃক মথিত হয়েও জলরাশি দ্বারা আকাশ অতিক্রম করতে উৎসুক ও সমুদ্রের মহিমা অন্তহীন।

তাৎপর্য - একটি স্বভাবসুন্দর বস্তুকে সাক্ষাৎ সুন্দর না বলে অসুন্দরের নিষেধপূর্বক তার সৌন্দর্য প্রকাশ করাই বিনোক্তির বৈশিষ্ট্য। এখানে সমুদ্র স্বভাবতই সুন্দর কিন্তু শ্লোকে বলা হয়েছে চন্দ্রহীন হয়ে দেবগণ কর্তৃক হতশ্রী, মথিত হয়েও সমুদ্র সুন্দর, অশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। তাই এখানে বিনোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

(২২) উদাত্তঃ উদাত্ত অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

আশয়স্য বিভূতে র্বা যদ্ মহত্ত্বমনুত্তমম্।
উদাত্তংনাম তং প্রাহুরলঙ্কারং মনীষিণঃ ॥[২৩]

অভিপ্রায় বা ঐশ্বর্য্যের যে লোকাতীত অত্যুৎকৃষ্ট মহত্ত্ব তাকে অর্থাৎ তার বর্ণনাকে মনীষিগণ উদাত্ত নামক অলঙ্কার বলে থাকেন।

বোদ্ধব্যং কিমিব হি যত্নয়া ন বুদ্ধং
কিং বা তে নিমিষিতমপ্যবুদ্ধিপূর্বম্।
লব্ধাত্মা তব সুকৃতৈরনিষ্টশঙ্কী
স্নেহৌঘো ঘটয়তি মাং তথাপি বক্তুম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৭৩

এমনকি আছে যা আপনার বুদ্ধির আয়ত্ত নয়? আপনার চক্ষুর নিমীলনও বুদ্ধির বাইরে নয়। তবুও আপনার প্রতি আমার স্নেহরাশি আমাকে এই রকম বলতে উৎসাহিত করেছে। স্নেহ স্বাভাবতই ইষ্টজনের অনিষ্ট শঙ্কা করে; আপনার প্রতি আমার এই স্নেহও আপনারই পুণ্যফলে জন্মেছে।

তাৎপর্য - এখানে রামচন্দ্রের মহত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে; তাই উদাত্ত অলঙ্কার হয়েছে।

দ্রষ্টব্য: এই অলঙ্কারটিকে কোনো কোনো আলঙ্কারিক নিপুণ অলঙ্কার বলেছেন। সম্ভবত অন্য কোনো কবি এই অলঙ্কারের উদাহরণ তাঁদের কাব্যে দেন নি। টীকাকার জয়মঙ্গল এই অলঙ্কারকে উদাত্ত অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(২৩) সন্দেহ: এই অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

সন্দেহঃ প্রকৃতেঽন্যস্য সংশয়ঃ প্রতিভোত্থিতঃ।
শুদ্ধো নিশ্চয়গর্ভোঽসৌ নিশ্চয়ান্ত ইতি ত্রিধা ॥[২৪]

কবি প্রতিভাবশত উপমেয়ে (প্রকৃতে) উপমানের (অন্যের) সংশয় উৎপন্ন হলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। এটি তিন প্রকার– (১) শুদ্ধ, (২) নিশ্চয় গর্ভ (৩) নিশ্চয়ান্ত।

ইতঃ স্ম মিত্রাবরুণৌ কিমেতৌ
কিমশ্বিনৌ সোমরসং পিপাসূ।
জনং সমস্তং জনকাশ্রমস্থং
রুপেণ তাবৌজিহতাং নৃসিংহৌ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৪১

এরা কে? বোধ হয় আদিত্য, বরুণ অথবা অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই যজ্ঞে সোমরস পান করবার বাসনায় এখানে উপস্থিত হয়েছেন। নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ স্বীয় রূপমাধুরীতে জনকাশ্রমস্থ সমস্ত লোকের মনে এরূপ বির্তক জন্মিয়ে দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য - এখানে উপমেয় হচ্ছেন রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁদের রূপ–মাধুরীর জন্য উপমান আদিত্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার ভেবে সবার মনে সংশেয়ের উৎপন্ন হয়েছে। তাই এখানে সন্দেহ অলঙ্কার হয়েছে।

এটি শুদ্ধ সন্দেহ অলঙ্কার ।

(২৪) ভাবিক: ভাবিক অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

অদ্ভুতস্য পদার্থস্য ভূতস্যাথ ভবিষ্যতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষায় মাণত্বং তদ্ভবিকমুদাহৃতম্ ॥[২৫]

অতীত বা ভাবী অদ্ভুত বস্তু বর্ণনাগুণে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হলে ভাবিক অলঙ্কার হয়।

যচ্চাপি যত্নাদৃতমন্ত্রবৃত্তি –
র্গুরুত্বমায়াতি নরা২ভিযোগঃ।
বশীকৃতেন্দ্রস কৃতোত্তরেঽস্মিন্
বিধ্বংসিতাশেষপুরো হনুমান্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১২/২৩

ইন্দ্রবিজয়ী রাজার পক্ষে নরশত্রুতা যে যত্নপূর্বক মন্ত্রণার বিষয় হয়ে গুরুত্ব লাভ করেছে তার কৈফিয়ৎ দিয়ে গেছে লঙ্কাপুরধ্বংসী হনুমান।

তাৎপর্য - এখানে পূর্বে রাবণ কর্তৃক ইন্দ্র বিজয় এবং হনুমান কর্তৃক লঙ্কাপুরী ধ্বংস দুটোই অতীতের ঘটনা হলেও কবির বর্ণনাকুশলতায় এবং আয়াতি পদে বর্তমান কালের নির্দেশ থাকায় এটি প্রত্যক্ষ তুল্য হয়ে উঠেছে। তাই এখানে ভাবিক অলঙ্কার হয়েছে।

(২৫) সংকর: সংকরের লক্ষণে বলা হয়েছে–

অঙ্গাঙ্গিত্বে২লঙ্কৃতীনাং তদ্বদেকাশ্রয়স্থিতৌ।
সন্দিগ্ধত্বে চ ভবতি সংকরস্ত্রিবিধঃ পুনঃ ॥[২৬]

একাধিক অলঙ্কার যদি (১) অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধে অবস্থান করে, (২) একই শ্লোকে, চরণে বা বাক্যাদিতে থাকে, অথবা (৩) অনেক অলঙ্কার লক্ষণের সঙ্গতিবশত প্রকৃতস্থলে কোন অলঙ্কার হয়েছে এরূপ সংশয় হয়, তাহলে 'সংকর' অলঙ্কার হয়। ভর্তৃহরি ভট্টিকাব্যে বেশ কিছু সংকর অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। নিম্নে এর উদাহরণ ও তাৎপর্য দেখানো হলো–

উপমারূপকয়োঃ সংকরঃ

তস্মিন্ কৈলাসসঙ্কাশং
শিরঃশৃঙ্গং ভুজদ্রুমম্।
অভিক্ষিপন্তমৈক্ষিষ্ট ও
রাবণং পর্বতশ্রিয়ম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৫১

হনুমান দেখলেন, সেই বিমানে ভুজরূপ দ্রুম ও মস্তকরূপ শৃঙ্গযুত কৈলাস–প্রতিম রাবণ অন্যান্য পর্ব্বতসমূহের শোভা অভিভূত করে বিরাজমান রয়েছে।

তাৎপর্য - এখানে ভুজরূপ দ্রুম ও মস্তকরূপ শৃঙ্গ দ্বারা উপমা এবং কৈলাস প্রতিম রাবণের দ্বারা রূপক অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে। তাই এখানে উপমা ও রূপকের সংকর অলঙ্কার হয়েছে।

রূপকোপাময়োঃ সঙ্করঃ

প্রতীয় সা পূর্দদৃশে জানেন
দ্যৌর্ভানুশীতাংশুনিরাকৃতেব।
রাজন্যনক্ষত্রসমন্বিতাপি
শোকান্ধকারক্ষতসর্বচেষ্টা ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৩/১৯

প্রত্যাগমনপূর্বক লোকেরা দেখল যে, অযোধ্যাপুরী যেন সূর্য-চন্দ্রহীন আকাশের ন্যায়। অনেক ক্ষত্রিয়বীর পুরে বিদ্যমান ছিলেন, তথাপি শোকস্বরূপ অন্ধকার যেন পুরীকে নিশ্চেষ্ট করে রেখেছে ।

তাৎপর্য- এখানে, অযোধ্যা নগরীতে সূর্য-চন্দ্রহীন আকাশের রূপ আরোপ করায় রূপক অলঙ্কার। অন্যদিকে শোককে অন্ধকারের সাথে তুলনা করায় উপমা অলঙ্কার হয়েছে। তাই এটি রূপকোপময়ো সঙ্কর অলঙ্কার ।

(২৬) সামান্য: সামান্য অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

সামান্যং প্রকৃতস্যান্যতাদাত্ম্যং সদৃশৈর্গুণৈঃ। [২৭]

সমান গুণের দ্বারা প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত পদার্থের মধ্যে তাদাত্ম্য প্রতীতি হলে সামান্য অলঙ্কার হয়।

সিতারবিন্দপ্রচয়েষু লীনাঃ
সংসক্তফেনেষু চ সৈকতেষু
কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ
প্রতীয়িরে শ্রোত্রমুখৈর্নিনাদৈঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/১৮

কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ কলহংসশ্রেণী শুভ্র পঙ্করাজিতে ও ফেনপুঞ্জাবৃত সিকতাময় প্রদেশে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাদের শ্রবণহারী কলনিনাদ শ্রবণেই তাদের প্রভেদ বুঝতে পেরেছে।

তাৎপর্য - এখানে কলহংসশ্রেণী কুন্দপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বা সাদা অন্যদিকে পঙ্কজ ও ফেনাপুঞ্জ ও শুভ্র বা সাদা। তাই এখানে প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত পদার্থের মধ্যে সমান গুণের দ্বারা একে অন্যের প্রতীতি হওয়ায় সামান্য অলঙ্কার হয়েছে।

*** অন্যদিকে কলহংস ও অরবিন্দের সাদৃশ্যের কারণে সংশয়ের কারণে সংশয়ের উৎপন্ন হওয়ায় নিশ্চয়ান্তসন্দেহ অলঙ্কার হয়েছে।

(২৭) সমুচ্চয়: সমুচ্চয় অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

সমুচ্চয়োঽয়মেকস্মিন্ সতি কার্যস্য স্যধকে।
খলে কপোতিকা–ন্যায়াৎ তৎকরঃ স্যাৎ পরোঽপি চেৎ ॥
গুণৌ ক্রিয়ে বা যুগপৎ স্যাত্যাং যদ্বা গুণক্রিয়ে।[২৮]

কোনো কার্যের সাধনে সমর্থ একটি কারণ বর্তমান থাকলেও যদি সেই কার্যের ছোট বড় অন্যান্য কারণও 'খলে কাপোতিকা' ন্যায়ে কার্যের সাধক হয়, কিংবা যদি দুটি গুণ বা দুটি ক্রিয়া কিংবা যুগপৎ গুণ ও ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহলে সমুচ্চয় অলঙ্কার হয়।

বিচুক্রুশুর্ভূমিপতের্মহিষ্যঃ
কেশান্ লুলুণ্ঠুঃ স্ববপূংষি জঘ্নুঃ।
বিভূষণান্যুণ্মুচঃ ক্ষমায়াং
পেতুর্বভঞ্জুর্বলয়ানি চৈব ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৩/২২

রাজমহিষীরা চিৎকার করতে লাগলেন, মস্তকের কেশ ছিড়তে লাগলেন, বক্ষে করাঘাত করতে লাগলেন, অলঙ্কার ত্যাগ করলেন, ভূমিতলে লুণ্ঠিত হলেন এবং হস্তের কঙ্কণ ভঙ্গ করে বৈধব্যবেশ ধারণ করলেন।

তাৎপর্য- এখানে কার্য হচ্ছে মহিষীদের বৈধব্যবেশ ধারণ করা। তার জন্য অনেকগুলি ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। চিৎকার করা, মস্তকের কেশ ছেড়া, বক্ষে কষাঘাত, ভূমিতে লুণ্ঠিত হওয়া, হস্তের কঙ্কণ ভাঙা। তাই এখানে ক্রিয়াসমুচ্চয় অলঙ্কার হয়েছে।

(২৮) কাব্যলিঙ্গ: কাব্যলিঙ্গের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

হেতোর্বাক্য পদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গং নিগদ্যতে ॥[২৯]

কোনো বাক্যার্থ কিংবা কোনো পদার্থ ব্যঞ্জনাবশত কোনো বর্ণনীয় বিষয়ের কারণরূপে প্রতীয়মান হলে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারটি দু'প্রকারণ্ডবাক্যগত ও পদগত।

চিরকালোষিতং জীর্ণং
কীটনিষ্কুষিতং ধনুঃ।
কিং চিত্রং যদি রামেণ
ভগ্নং ক্ষত্রিয়কান্তিকে ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৫/৪২

রাম যদি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়ের সম্মুখে একটি বহুকালের জীর্ণ কীটদষ্ট ধনু ভেঙেই থাকে, তবে তাই বা আশ্চর্য্য কি?

তাৎপর্য - শ্লোকটির চতুর্থপাদের অর্থের প্রতি প্রথম তিনটি পাদের বাক্যগুলি কারণ বা হেতুরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথম তিনটি বাক্যের অর্থ না জানলে চতুর্থপাদের বাক্যের অর্থ বোঝ যাবে না।

(২৯) যমক: যমক অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ।
ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে ॥[৩০]

দুই বা তার অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসমেত নির্দিষ্টক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হলে যমক অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ যে পদ পর পর দু'বার বসবে তার অর্থ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। যখন অর্থ থাকবে তখন দুটি পদেই পৃথক অর্থ থাকবে। যেকোনো একটি পদের অর্থ থাকতে পারে। তখন অন্যটি নিরর্থক হবে।

সরসাং সরসাং পরিমুচ্য তনুং
পততাং পততাং ককুভো বহুশঃ।
সকলৈঃ সকলৈঃ পরিতঃ করুণৈণ্ড
রুদিতৈরুদিতৈরিব খং নিচিতম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৪

পক্ষীদল সরোবরের সরস আশ্রয় ত্যাগ করে বার বার নানাদিকে উড়ে যেতে লাগল। তাদের মধুর ও করুণ কূজন যেন ক্রন্দনের মতোই চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

তাৎপর্য - প্রথমচরণে সরস পদ দুটিই সার্থক। প্রথমটির অর্থ সরোবর এবং দ্বিতীয়টির অর্থ রসযুক্ত।

দ্বিতীয় চরণে দ্বিতীয় 'পতত' অর্থ চলিত বা অধোগত। তৃতীয় চরণে দ্বিতীয় 'সকলৈঃ' অর্থ তারা সবাই এবং চতুর্থ চরণে দ্বিতীয় 'রুদিত' অর্থ ক্রন্দন করা।

যুক্তপাদ যমক: যে যমক অলঙ্কারের দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে একই পদ থাকে, তাকে যুক্তপাদ যমক বলা হয়।

রণপণ্ডিতোঽগ্র্যবিবুধারিপুরে
কলহং স রামমহিত ঃ কৃতবান্।
জ্বলদগ্নিরাবণগৃহঞ্চ বলাৎ
কলহংস রামমহিতঃ কৃতবান্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/২

রামপ্রিয় রণপণ্ডিত, রাক্ষসবিরোধী, কৃতী হনুমানশ্রেষ্ঠ রাবণপুরী লঙ্কায় কলহ বাধিয়ে দিলেন এবং রাবণের কলহংসাভিরাম গৃহ অগ্নিযোগে প্রজ্বলিত করলেন।

তাৎপর্য - দ্বিতীয় পাদে 'কলহং স' মানে সে কলহপ্রিয় অন্যদিকে চতুর্থ পাদে 'কলহংস' মানে রাবণের একটি প্রিয় ঘর। দ্বিতীয় পাদে 'রামমহিত' মানে রামের প্রিয় পাত্র।

সমুদ্‌গ যমক: এই অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

অর্দ্ধাভ্যাসঃ সমুদ্‌গ স্যাদস্য ভেদাস্ত্রয়ো সতাঃ।
পাদাভ্যাসোঽপ্যানেকাত্মা ব্যজ্যতে স নিদর্শনৈঃ ॥[৩১]

শ্লোকার্ধের পুনরাবৃত্তি হলে তাকে সমুদ্‌গ যমক বলে।

সমিদ্ধশরণা দীপ্তা
দেহে লঙ্কা মতেশ্বরা।
সমিদ্‌ধশরণাদীপ্তা
দেহেলংকামতেশ্বরা ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৭

তাৎপর্য - এখানে প্রথম পাদ ও তৃতীয় পাদ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ পরস্পর তুল্য। সুতরাং এটা সমুদ্‌গ যমকের উদাহরণ।

চক্রবাল যমক: চক্রবাল যমকে শব্দগুলি যমকের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে যেন চাকার মতো অগ্রসর হয়। যেমন —

অবসিতং হসিতং প্রসিতং মুদা বিলসিতং হ্রসিতং স্মরভাসিতম্।
ন সমাদাঃ প্রমদা হতসম্মাদাঃ পুরোহিতং বিহিতং ন সমীহিতম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৬

হাসি থেমে গেল, আনন্দ-বিলাস চলে গেল, প্রণয়কথা কমে গেল; প্রমদাগণ মত্ত হলেও তাদের দর্প রইল না। পুরীর যা হিতকর হতো তার অনুষ্ঠান সেই সময়ে কিছুই চিন্তা করা হলো না।

(৩০) শ্লেষ: শ্লেষ অলঙ্কারের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

শ্লিষ্টৈঃ পদৈরনেকার্থাভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে ॥[৩২]

শ্লিষ্ট পদ সমূহের দ্বারা অনেক অর্থের প্রকাশ হলে তাকে শ্লেষ অলঙ্কার বলে।

অভিযাতা বরং তুঙ্গং ভূভৃতং রুচিরং পুরঃ
কর্কশং প্রথিতং ধাম সসত্ত্বং পুষ্করে ক্ষণম্।
অভিযাত্রা বরং তুঙ্গং ভূভৃতং রুচিরং পুরঃ
কর্কশং প্রথিতং ধাম সসত্ত্বং পুষ্করেক্ষণম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/২০

(১) হনুমান সর্বলোকপ্রিয় গুণোন্নত, বক্ষে রোমযুক্ত, তেজোময়, কমললোচন, রাজেন্দ্র রামচন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

(২) সর্বশ্রেষ্ঠ, উন্নতশৃঙ্গ, মনোহর, সানুশোভিত, অতিবিস্তৃত, সিদ্ধবিদ্যাধর প্রভৃতির বিশ্রামস্থান এবং বহুপ্রাণীর বাসভূমি মহেন্দ্র সিদ্ধবিদ্যাধর প্রভৃতির বিশ্রামস্থান এবং বহুপ্রাণীর বাসভূমি মহেন্দ্র পর্বতের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্য- উক্ত শ্লোকে 'ভূভৃৎ' পদের দুটি অর্থ রাজা অর্থাৎ রামচন্দ্র এবং পর্বত, 'ধাম' পদেরও দুটি অর্থ তেজ এবং স্থান। 'প্রথিত' পদের দুটি অর্থ প্রসিদ্ধ ও বিস্তৃত, 'পুষ্কর' পদের দুটি অর্থ পদ্ম ও তীর্থ। 'রুচির' পদের দুটি অর্থ উজ্জ্বল ও মনোহর। 'সসত্ত্ব' পদের দুটি অর্থ রোমযুক্ত ও প্রাণিযুক্ত। 'তুঙ্গং' পদের দুটি অর্থ উন্নত ও বৃহৎ। এভাবে শ্লিষ্ট পদসমূহের দ্বারা একাধিক অর্থের প্রকাশ ঘটায় শ্লেষ অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়েছে।

(৩১) ভাষাসম : ভাষাসম অলঙ্কারের লক্ষণে বলা হয়েছে–

শব্দৈরৈকবিধৈরেব ভাষাসু বিবিধাস্বপি।
বাক্যং যত্র ভবেৎ সোঽয়ং ভাষাসম ইতীষ্যতে ॥[৩৩]

ভাষা অনেক প্রকারের হলেও, যদি একই প্রকার শব্দের দ্বারা বাক্য রচিত হয়, তাহলে তাকে ভাষাসম অলঙ্কার বলে।

অমলমণিহেমটঙ্কং তুঙ্গমহাভিত্তিরুদ্ধরুরুপঙ্কগমম্।
অমরারূঢ়পরিসরং মেরুমিবাবিরলসরসমন্দারতরুম্ ॥

ভট্টিকাব্যম, ১৩/৪০

নির্মল মণি ও স্বর্ণে নিবদ্ধ ছিল; তার তটদেশ অতি উচ্চ এবং বিস্তৃত ছিল, তাই 'রুরু' নামক মৃগদের পক্ষে পঙ্কপ্রাপ্তি রুদ্ধ হয়েছিল। অবিরল মন্দারতরু বিরজিত তটভূমিতে দেবগণ বিচরণ করতেনও তাই তাকে মনে হতো সুমেরুপর্বত।

তাৎপর্য - উপরিউক্ত শ্লোকের মধ্যে যে শব্দগুলো প্রযুক্ত হয়েছে সেই শব্দগুলির যেমন সংস্কৃত ভাষায় অর্থ করা যায়, সেরূপ অন্য ভাষায় যেমনও প্রাকৃত, অপভ্রংশ, শৌরসেনীতেও অর্থ করা যায়। তাই এখানে ভাষাসম অলঙ্কার হয়েছে। এখানে সরস, মণি প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুই ভাষাই ব্যবহৃত হতে পারে।

অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কেননা তিনি এমন কিছু অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন, যেসব অলঙ্কার বিষয়ে অন্য কবিরা চিন্তাভাবনা করেন নি।

তথ্যনির্দেশ

১. কাব্যাদর্শঃ, দণ্ডী, শ্রীমতী চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতাণ্ড ১৯৯৫, পৃ. ২১৩

২. সাহিত্যদর্পণে অলঙ্কার , ড. মাধবী রাণী চন্দ, ময়না তালুকদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা – ২০০৮, পৃ. ৫২

৩. ঐ, পৃ. ৮০

৪. ঐ, পৃ. ৯৫

৫. ঐ, পৃ. ৫৬

৬. ঐ, পৃ. ৬৩

৭. ঐ, পৃ. ৬১

৮. ঐ, পৃ. ৪১

৯. ঐ, পৃ. ৫৪

১০. ঐ, পৃ. ৮৬

১১. ঐ, পৃ. ৫৭

১২. ঐ, পৃ. ১১৪

১৩. ঐ, পৃ. ৮৮

১৪. ঐ, পৃ. ৮৫

১৫. ঐ, পৃ. ৮৭

১৬. ঐ, পৃ. ১০৩

১৭. ঐ, পৃ. ১০০

১৮. ঐ, পৃ. ৯০

১৯. ঐ, পৃ. ১০৫

২০. ঐ, পৃ. ৪৬

২১. ঐ, পৃ. ৪৬

২২. ঐ, পৃ. ৬৫

২৩. কাব্যাদর্শঃ, দণ্ডী, শ্রীমতী চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা– ১৯৯৫, পৃ. ৪৯৪

২৪. সাহিত্যদপর্ণে অলঙ্কার, ড. মাধবী রাণী চন্দ, ময়না তালুকদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮, পৃ. ৪৭

২৫.আদর্শ অলঙ্কার বিচিন্তা (বিশ্বনাথ কবিরাজকৃত সাহিত্যদপর্ণ, দশম পরিচ্ছেদ), অধ্যাপক বিপদভঞ্জন পাল, সদেশ, কলকাতা-৬, চতুর্থ সংস্করণ ১৪১৪, পৃ.২৫৭

২৬. ঐ, পৃ. ২৬৭

২৭.ঐ, পৃ. ২৪৬

২৮.ঐ, পৃ. ২৩৫

২৯.সাহিত্যদর্পণে অলঙ্কার, ড.মাধবী রাণী চন্দ, ময়না তালুকদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থাও ২০০৮, পৃ. ৮৩

৩০. ঐ, পৃ.৩৩

৩১.কাব্যাদর্শঃ, দণ্ডী, শ্রীমতী চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা–১৯৯৫, পৃ.৬০৯

৩২.সাহিত্যদর্পণে অলঙ্কার, ড.মাধবী রাণী চন্দ, ময়না তালুকদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থাও ২০০৮, পৃ. ৩৮

৩৩.ঐ, পৃ. ৩৭

পঞ্চম অধ্যায়
ভট্টিকাব্যের ভাষা ও কাব্যরীতি আলোচনা

ভট্টিকাব্য শাস্ত্রকাব্য। এতে প্রধানত ব্যাকরণ ও তৎসহ কাব্যশাস্ত্র অর্থাৎ অলঙ্কার, ছন্দ, গুণ, ব্যঞ্জনা, বিবিধ চিত্রকাব্য (শব্দচিত্র, বর্ণচিত্র, বাচ্যচিত্র) এর প্রচার রয়েছে। তাই বৈয়াকরণ কবির কাছে ভাষার স্বচ্ছতা বা মাধুর্য আশা করা কঠিন। আলঙ্কারিক ভামহ ভট্টিকাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ'। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন ব্যাকরণের প্রদীপ হাতে না থাকলে অর্থাৎ ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকলে এ কাব্যের সৌন্দর্য দৃষ্টিপথে পড়বে না।

তারপরও তিনি প্রকাশের সরলতা, ভাষার স্বচ্ছতা ও ভাবের সুষমতা রেখে গেছেন। তিনি তাঁর কাব্যের ভাবপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। অনর্থক উদাহরণের বাহুল্যে তিনি তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেন নি। খুব জটিল ও অপ্রচলিত দৃষ্টান্ত তিনি পরিহার করেছেন। তিনি সমস্ত ব্যাকরণশাস্ত্রকে মাত্র ৪টি অধিকারে বিভক্ত করেছেন। তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন তাঁর কাব্যপ্রকাশের দিকে।

ভট্টির কাব্যপ্রতিভা প্রধানত প্রকাশিত হয়েছে কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে শরৎ বর্ণনায়। একটি শ্লোকে কবি বলেছেন-

ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্পদম্।
ন ষট্পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/১৯

এমন জলই ছিল না যেখানে সুন্দর পদ্ম ছিল না। এমন পদ্ম ছিল না যাতে ভ্রমর বসে থাকেনি। এমন ভ্রমর ছিল না যে মধুর গুঞ্জন করেনি, আর এমন গুঞ্জন হয়নি যা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করেনি।

একাবলী অলঙ্কারের মাধ্যমে কবি শরতে পদ্ম আর ভ্রমরের চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন। যা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

দশম সর্গে অলঙ্কার ব্যাখ্যাতেও তাঁর কাব্য প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সর্গের একটি শ্লোকে তিনি বলেছেন–

ন ভবতি মহিমা বিনা বিপত্তেঃ
অবগময়ন্নিব পশ্যতঃ পয়োধিঃ।
অবিরতমভবৎ ক্ষণে ক্ষণেঽসৌ
শিখরিপৃথুপ্রথিতপ্রশান্তবীচিঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১০/৬২

বিপত্তি ছাড়া উন্নতি হয় না একথা দর্শক রামলক্ষ্মণ প্রভৃতিকে বোঝাবার জন্যই যেন সমুদ্র অনবরত ক্ষণে ক্ষণে বিশাল তরঙ্গ প্রসারিত করে আবার উপসংহার করে নিচ্ছেন।

উন্নতি মাত্রই বিপত্তির সঙ্গে জড়িত। এই সত্য দর্শকদের বোঝাবার জন্যই সমুদ্র অনবরত বিশাল তরঙ্গের বিস্তার দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উপসংহার করছেন। বিপদের সময় ধৈর্য ধরে এগিয়ে গেলে সাফল্য আসবেই।

তাছাড়া বিভিন্ন সর্গে নগর, ঋতু, আশ্রম, অরণ্যানী, প্রভাত, সমুদ্র, যুদ্ধ বর্ণনায় তিনি তাঁর কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত সকল প্রকার রসের বিশ্লেষণেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। যেমনও

দুরুত্তরে পঙ্ক ইবান্ধকারে
মগ্নং জগৎ সন্ততরশ্মিরজ্জুঃ।
প্রনষ্টমূর্তিপ্রবিভাগমুদ্যন্
প্রত্যুজ্জহারেব ততো বিবস্বান্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১১/২০

গাঢ় পঙ্কবৎ অন্ধকারে এ জগৎ মগ্ন হয়েছিল, লুপ্ত হয়েছিল তার অবয়বসংস্থান। এখন অরুণোদয়ের পর সূর্যদেব উদিত হয়ে যেন কিরণরূপ রজ্জু বিস্তার করে জগৎকে উদ্ধার করেছেন।

এটি লঙ্কার প্রভাত বর্ণনার অন্তর্গত। এ রকম শান্তরস পরিপুষ্ট, সহজ-সরল ও মধুর শ্লোকের অভাব ভট্টিকাব্যে নেই। কিন্তু রৌদ্র বা ভয়ানক রসের বর্ণনায় কবি রূঢ় শব্দের সাহায্য নিয়েছেন। কোথাও কোথাও চরিত্র অনুযায়ী শুষ্ক ও কর্কশ ভাষারও ব্যবহার হয়েছে। কুম্ভকর্ণের ভাষা প্রয়োগ শুনলেই আমরা তা টের পাই। রাবণের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেছেনও

কিং দুর্নয়ৈস্ত্বয্যদিতৈর্মৃর্যার্থৈর্বীর্যেন বক্তাস্মি রণে সমাধিম্।
তস্মিন্ প্রসুপ্তে পুনরিত্থমুক্ত্বা বিভীষণেঽভাষত রাক্ষসেন্দ্রম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১২/৬৮

অন্যেরা (প্রহস্তপ্রভৃতি) আপনার কাছে যে মিথ্যা, নিরর্থক এবং নীতিহীন বাক্য উচ্চারণ করেছে; সেইসব বীরবাক্য বলে আর কি হবে। আমি বীর্যের দ্বারাই আমার বক্তব্য প্রকাশ করব। এই বলে কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হলেন। বিভীষণ পুনরায় রাক্ষসরাজকে বলতে লাগলেন।

এখানে আমরা কুম্ভকর্ণের কথায় রুক্ষ, শুষ্ক ও কর্কশ ভাষার প্রয়োগ দেখতে পাই। তিনি তাঁর অন্য ভাইদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। রুক্ষ এবং কর্কশ ভাষায় তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। যা রৌদ্র বা ভয়ানক রসের প্রকাশ ঘটায়।

কবি ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ নির্বাচন করেছেন ফলে প্রয়োজন বুঝে দুর্লভ শব্দের প্রয়োগ বা নতুন শব্দের সৃষ্টি করেছেন। বিষয় বস্তুর প্রকাশ করতে গিয়ে কবিকে অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ শব্দের প্রয়োগ দেখাতে হয়েছে। ভট্টিকাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি দুর্লভ শব্দ উল্লেখ করা হলো:

হিমাদ্রিটঙ্ক (১.৮)ও হিমালয়ের ভিত্তিতট, শীর্ষস্থ সমতলভূমি।

ঘস্মর (২.৩৮)ও ভক্ষক

অট্টম্ (১৩.৪)ও শুষ্ক

ব্রাতীন, ব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ, সুত্বনঃ (৪.১২)- অরণ্যমৃগ, হিংস্র, সোমপায়ী

কাণ্ডীরঃ (৪.১০)ও তীরন্দাজ

অনুকাঃ (৪.১৯)ও কামুকী

বাসতেয়ঃ (৪.৮)ও বসতিযোগ্য

অভীকাঃ (৪.১৫)ও কামুকী

পুরুষিকাঃ (৫.২৭) ও পুরুষ্কার

এসব শব্দগুলো কোথাও এসেছে বর্ণনার তাগিদে, কোথাও রূপসৃষ্টির জন্য আবার কোথাও নিরর্থকভাবে। তিনি ব্যাকরণের কবি। তাই তিঙন্ত কাণ্ডে তাকে বিচিত্র ধাতুর প্রয়োগ দেখাতে হয়েছে; ফলে ধাতুর অজ্ঞাত রূপ তিনি প্রয়োগ না করে পারেননি। যেমনওজুজুরে (ক্রুদ্ধ হল), জিহেষিরে (শব্দ করল), আচিচায় (আচ্ছাদিত করল), ফেলু (সফল হল) চতুর্দশ সর্গ।

ব্যাকরণের ইষ্ণুচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

নিরাকরিষ্ণু বর্তিষ্ণু বর্ধিষ্ণু পরিতো রণম্।
উৎপতিষ্ণু সহিষ্ণু চ চেরতুঃ খরদূষণৌ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৫/১

খর ও দূষণ যুদ্ধ ঘিরে কখনো শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণ প্রতিহত করতে লাগল, কখনো শত্রুর সামনে অটলভাবে দাড়িয়ে রইল, কখনো বা মায়াবশে দেহ ধারণ করল, কখনো বা ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠলো আবার কখনো শত্রুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাঘাত সহ্য করে ফিরতে লাগলো।

ভট্টিকাব্যের মূল উদ্দেশ্য ব্যাকরণ শিক্ষা। ছাত্রদেরকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কাব্য রচিত। ফলে কবির রচনারীতিকে এই বিষয়টি প্রভাবিত করেছে। কাব্যের পঞ্চদশ সর্গে কুম্ভকর্ণকে লক্ষ করে রাবণ বলেছেনঃ

মা জ্ঞাসীস্ত্বং সুখী রামো যদকার্ষীৎ স রাক্ষসাম্ ॥
উদতারীদুদন্বন্তং পুরং নঃ পরিতোঽরুধৎ।
ব্যদোতিষ্ঠ রণে শস্ত্রৈরনৈষীদ্রাক্ষসান্ ক্ষয়ম্ ॥
ন প্রাবোচমহং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং যাবদজীবিষম্।
বন্ধুস্ত্বমর্চিতঃ স্নেহান্মা দ্বিষো ন বধীর্মম ॥
বীর্যং মাং ন দদর্শস্ত্বং মা ন ত্রাস্থাঃ ক্ষতাং পুরম্।
তবাদ্রাক্ষ্ম বয়ং বীর্যং ত্বমজৈষীঃ পুরা সুরান্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৫/৯-১২

রামচন্দ্র রাক্ষসদের কী করেছে, তোমার সুখের জীবনে তা কি তুমি জানো না? সে সমুদ্র অতিক্রম করে এসে লঙ্কাপুরী সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করেছে। সারা জীবনে আমি কারও সম্পর্কেই কখনোই স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিনি। স্নেহবশতই তোমাকে আমি সম্মানিত করেছি। আমার শত্রুদের বধ করতে উদ্যত হও, ভুলো না তোমাকে তোমার শক্তি প্রদর্শন করতে হবে। তোমার শক্তি আমরা দেখেছি, তুমি পূর্বে দেবতাদের পরাজিত করেছিলে।

এখানে রাবণ তার বিপন্ন অবস্থায় কুম্ভকর্ণের কাছে সাহায্য চেয়েছেন কিন্তু কবিকে সতর্ক থাকতে হয়েছে 'লুঙ্' এর প্রয়োগ দেখাতে। রাবণের ক্ষুদ্র ভাষণের প্রতি ছত্রে প্রায় দুটো করে লুঙ্ উপস্থিত। এখানে কবি কাহিনি বলেছেন, প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিত্ব; সাথে করেছেন ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যবহার। অন্যদিকে কাহিনি বর্ণনার মধ্যে রেখে গিয়েছেন কিছু ভাব গভীর বাণীর আকর্ষণ।

কেবল অলঙ্কার মণ্ডিত শব্দার্থ সমষ্টি কাব্য হলে সাধারণ ব্যক্তির উচ্চারিত অলঙ্কার বিশিষ্ট শব্দার্থ প্রয়োগকে কাব্য বলতে হয়। তাই শব্দার্থগুলোকে কাব্য হতে হলে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে নিবেদিত হতে হবে। আর এই ভঙ্গী মার্গ, অষ্টম শতাব্দী প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বামন 'রীতি' নাম দিয়েছেন।

অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বহু প্রকার style বা রীতির কথা জানি। এর মধ্যে বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, আবন্তিকা, লাটিকা ও মাগধী রীতি বেশি পরিচিত। ভর্তৃহরি তাঁর কাব্য ভট্টিকাব্য বা রাবণবধ এ বৈদর্ভী রীতি ব্যবহার করেছেন। মহাকবি কালিদাসও বৈদর্ভী রীতির কবি ছিলেন।

বৈদর্ভী রীতির বৈশিষ্ট্য:

(১) বর্ণনায় প্রসাদ গুণের ব্যবহার।

(২) বর্ণনায় মাধুর্য গুণের ব্যবহার।

(৩) প্রকাশে সরলতা, ভাষায় স্বচ্ছতা ও ভাবে সুষমতা থাকবে।

(৪) অনর্থক দীর্ঘ সমাস নেই।

(৫) বিভিন্ন অলঙ্কারের ব্যবহার।

(৬)পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা বা উক্তি।

এখানে উল্লেখ্য যে, কাব্যের গুণ ১০টি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলেছনও

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা সমাধি মাধুর্যমোজঃ পদসৌকুমার্যম্।
অর্থস্য চ ব্যক্তিরুদারতা চ কান্তিশ্চ কাব্যস্য গুণ দশৈতে।[১]

(৯৫)

শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, ওজ, সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা, কান্তিও কাব্যের এই দশটি গুণ।

এর মধ্যে প্রসাদ ও মাধুর্য গুণের ব্যবহার রয়েছে বৈদর্ভী রীতিতে।

প্রসাদ গুণ সম্পর্কে ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলেছেনও

অপ্যনুক্তো বুধের্যত্র শব্দেঽর্থো বা প্রতীয়তে।
সুখশব্দার্থসম্বোধাৎপ্রাসাদঃ পরিকীর্ত্যতে॥[২]

(৯৭)

যেখানে অনুক্ত শব্দ বা অর্থ সহজবোধ্য শব্দ বা অর্থ দ্বারা বোধগম্য হয়, তাকে প্রসাদ বলা হয়।

মাধুর্য গুণ সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে

বহুশো যচ্ছ্রুতং বাক্যমুক্তং বাপি পুনঃ পুনঃ।
নোদ্বেজয়তি যস্মাদ্ধি তন্মাধুর্যমিতি স্মৃতম্ ॥[৩]
(১০০)

বহুবার শ্রুত অথবা বারংবার উক্ত বাক্য উদ্বেগজনক না হলে মাধুর্য হয়।

উল্লিখিত বৈদর্ভী রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ ভর্তৃহরি কর্তৃক রচিত ভট্টিকাব্যে যথাযথ প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন

(১) ভট্টিকাব্য প্রসাদ গুণে গুণান্বিত। প্রসাদ শব্দের অর্থ স্বচ্ছতা। কাব্যে প্রসাদ শব্দের অর্থ শ্রবণমাত্রই অর্থবোধ। রচনা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট হলে রস মুহূর্তকালের মধ্যে পাঠকের হৃদয়াঙ্গম হবে। ভট্টিকাব্যের বিভিন্ন সর্গে প্রসাদ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ভর্তৃহরি তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ বিশিষ্ট শ্লোকের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। যেমন-
'বসূনি তোয়ং ঘনবদ্ ব্যকারীৎসহাসনং.....। (ভট্টিকাব্যম্, ১/৩)'। এই শ্লোক প্রসাদগুণে গুণান্বিত।

(২) রস বিশিষ্ট বাক্য মধুর অর্থাৎ মাধুর্যগুণবিশিষ্ট। বাক্যে ও বর্ণনীয় বস্তুতে রস বর্তমান থাকে, যার দ্বারা মধু দ্বারা মধুকরের ন্যায় ধীমান ব্যক্তি আনন্দিত হয়। মাধুর্যগুণ বিশিষ্ট বাক্যে যেকোনো রসই থাকতে পারে। ভর্তৃহরি তাঁর কাব্যে মাধুর্যগুণের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তন্মধ্যে একাদশসর্গে তিনি মাধুর্যগুণের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এ সর্গে তিনি বিভিন্ন রসের মাধমে মাধুর্যগুণের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

(৩) ব্যাকরণ কাব্য হলেও ভর্তৃহরি তাঁর কাব্যে যথাযথ কারণ ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই সহজ-সরল ভাষা
ব্যবহার করেছেন। যেমন-

দধানা বলিভং মধ্যং কর্ণজাহ বিলোচনা।
বাকত্বচেনাতিসর্বেণ চন্দ্রলেখেব পক্ষতৌ ॥
ভট্টিকাব্যম্, ৪/১৬

(৪) গৌড়ী রীতির মতো অতি সমাসবহুল শব্দের ব্যবহার তিনি করেননি। সহজ-সরল ভাষায় তিনি তাঁর

কাব্য রচনা করেছেন। যেমন-

অভিজ্ঞানং গৃহীত্বা তে সমুৎপেতুর্নভস্তলম্।
বাজিনঃ স্যন্দনে ভানোর্বিমুক্তপ্রগ্রহা ইব ॥

ভট্টিকাব্যম্,৭/৫০

(৫) বৈদর্ভী রীতির কবিরা বিভিন্ন অলঙ্কারে সিদ্ধহস্ত। ভর্তৃহরিও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তাঁর কাব্যের দশম সর্গে তিনি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তাছাড়াও বিভিন্ন সর্গে অলংকারের প্রয়োগ রয়েছে। তিনি প্রায় পঞ্চাশ প্রকার অলংঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন এ কাব্যে।

(৬) সমস্ত কাব্যজুড়ে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের ছাপ রেখেছেন শব্দব্যবহারে, ছন্দসৃষ্টিতে, অলঙ্কার প্রয়োগে। অভিধানের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁর ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থ বুঝতে পারা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর।

কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে ব্যাকরণের বিভিন্ন শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকে কঠিন ভাষার প্রয়োগ কিংবা কিছু দুর্লভ শব্দের ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু বৈদর্ভী রীতির কাব্য হিসেবে তিনি তার কাব্যকে যতটা সম্ভব সহজ-সরল ভাষার রচনা করেছেন। তিনি অতিরিক্ত সমাসবহুল শব্দ ব্যবহার করেননি। ভাষার স্বচ্ছতা-মাধুর্য তিনি এ কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

তথ্যনির্দেশ

(১) ভরত, নাট্যশাস্ত্র (২), ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা–১৯৯০, পৃ. ১৮৫

(২) ঐ, পৃ. ১৮৬

(৩) ঐ, পৃ. ১৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
ব্যাকরণ প্রসঙ্গ

ভর্তৃহরি ব্যাকরণের কবি। 'ভট্টিকাব্য' বা 'রাবণবধ' ভর্তৃহরির ব্যাকরণের কাব্য। শিষ্যদের সরাসরি ব্যাকরণ শিক্ষা না দিতে পেরে তিনি কাব্যের মাধ্যমে তাদের ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নে ভট্টিকাব্যে ব্যবহৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো–

গুণ: অদেঙ্ গুণঃ[১] – ভট্টোজিদীক্ষিত বলেছেন, 'অদেঙ্ চ গুণসংজ্ঞঃ স্যাৎ' (বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী) - অ-কার, এ-কার ও ও-কার গুণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ঋ, ৠ স্থানে অর্; ঌ স্থানে অল্; ই, ঈ স্থানে এ এবং উ, ঊ স্থানে ও গুণ হয়।

যেমন –

মহা +ইন্দ্র = মহেন্দ্র

সীমা + ইব = সীমেব

নব +উৎপল = নবোৎপল।

বৃদ্ধি: বৃদ্ধিরাদৈচ্[২] – ভট্টোজিদীক্ষিত বলেছেন, 'আদৈচ্চ বৃদ্ধিসংজ্ঞঃ স্যাৎ' (বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী) - আ-কার, ঐ-কার এবং ঔ-কার বৃদ্ধিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধি হলে অ স্থানে আ; ই, ঈ, এ স্থানে ঐ এবং উ, ঊ, ও স্থানে ঔ হয়। যেমন –

অ স্থানে আ - বস্ + ঘঞ্ = বাস

ই, ঈ এবং এ স্থানে ঐ - বিধি + অণ্ = বৈধ

সম্প্রসারণ[৩]: য্, ব্, র্ ও ল্ স্থানে যথাক্রমে ই, উ, ঋ ও ঌ হওয়ার নাম সম্প্রসারণ। যথা–

বচ্ - উবাচ

সবর্ণ[৪]:– যে সকল বর্ণের উচ্চারণ স্থান এক এবং যাদের উচ্চারণে সমান প্রযত্নের প্রয়োজন, তারা পরস্পর সবর্ণ (Homogeneous Letters) যেমন– অ, আ ; ই, ঈ; ক, খ, গ এরা পরস্পর সবর্ণ। সন্ধির ক্ষেত্রে অক্ (অ, ই, উ, ঋ, ঌ) বর্ণের পর সবর্ণ থাকলে উভয়ের স্থানে একটি দীর্ঘ বর্ণ হয়।[৫] যেমন–

শ্রুত + অন্বিত = শ্রুতান্বিত

সহ + আসনম্ = সহাসনম্

ক্ষিতি + ইন্দ্র = ক্ষিতীন্দ্র

আদেশ: প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের (বা তার অংশ বিশেষের) যে রূপ-পরিবর্তন, তাকে আদেশ (Substitution) বলে। যেমন– স্থা ধাতুর স্থানে তিষ্ঠ্, যা বিভক্তি স্থানে ই, ল্যুট্ এর 'যু' স্থানে 'অন' আদেশ।

আগম: প্রকৃতি বা প্রত্যয়ে অতিরিক্ত বর্ণের উপস্থিতিকে আগম (Augment) বলে। যথা– বনস্পতি শব্দে স্, আন (শানচ্) স্থানে মান প্রত্যয়ের ম্ ইত্যাদি।

ইৎ: কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, কিন্তু কার্যকালে থাকে না, তার নাম ইৎ (Indicatory letter)। যেমন–

শাস্ + অনট্ = শাসন।

এখানে 'অনট্' প্রত্যয়ের 'ট্' ইৎ। কেননা, কার্যকালে 'অনট্' প্রত্যয়ের' 'অন' থাকে মাত্র, 'ট্' থাকে না। তেমনিভাবে–

দশরথ + ইঞ্= দাশরথিঃ । কার্যকালে শুধু 'ই' আছে।

প্রগৃহ্য: "ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্"[৬] – দ্বিবচন-নিষ্পন্ন ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত ও এ-কারান্ত পদ, অমী ও অমু, একস্বর নিপাত এবং ও-কারান্ত নিপাতকে প্রগৃহ্য বলে। পরবর্তী স্বরবর্ণের সাথে এদের সন্ধি হয় না। ভট্টিকাব্যে প্রগৃহ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

প্রগৃহ্যপদবৎ স্বাধ্বীং স্পষ্টরূপামবিক্রিয়াম্।
অগৃহ্যাং বীতকামত্বাদ্দেবগৃহ্যামনিন্দিতাম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৬/৬২

ব্যাকরণে প্রগৃহ্য পদের যেমন সন্ধিপ্রযুক্ত কোনো বিকার হয় না তেমনি তিনিও বিকারহীনা। তিনি স্বতন্ত্রা দেবপক্ষপাতিনী এবং অনিন্দিতা।

উপসর্গ

উপসর্গের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে।[৭] – প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নির, নিস্, দুর্, দুস্, অভি, বি, অধি, সু, উদ্ (উৎ), অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আঙ্ (আ)- এই অব্যয়গুলি যখন ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এই গুলিকে উপসর্গ বলে।

উপসর্গের কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে –

ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিৎ তমেবানুবর্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যন্য উপসর্গগতিস্ত্রিধা ॥

উপসর্গের তিনটি কাজ – (১) কখনো ধাতুর অর্থকে বাধা দেয়। যেমন– যাতি= যায়; আয়াতি = আসে। 'আ' উপসর্গ যোগে অর্থের পরিবর্তন হয়েছে।

(২) কখনো ধাতুর অর্থকেই অনুসরণ করে, নতুন কিছু অর্থ সংযোজিত হয় না। যেমন- বসতি = বাস করা; অধিবসতি

= বাস করা। 'অধি' উপসর্গ যোগে অর্থের পরিবর্তন হয়নি।

(৩) কখনো কখনো ধাতুর অর্থে কিছু বিশেষত্ব আনে। যেমন– নমতি = নত হওয়া; প্রণমতি = বিশেষভাবে নত

হওয়া। 'প্র' উপসর্গ যোগে এখানে নমতি শব্দের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়।

ভট্টিকাব্যে নানা সর্গে উপসর্গের ব্যবহার হয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো –

(১) কর্ণ – ভেদ করা; আ + কর্ণ = আকর্ণ – শোনা

(২) ক্রম্ – যাওয়া, হাঁটা; পরা + ক্রম্ = পরাক্রম্ – পরাক্রম প্রদর্শন।

(৩) গ্রহ – গ্রহণ করা। বি + গ্রহ = ঝগড়া করা, যুদ্ধ করা। আহাজৃত ততো ব্যোম হনূমানুরুবিগ্রহ।

(৪) উবাচ – বলা। প্রতি + উবাচ = প্রত্যুবাচ – উত্তর দেওয়া।

(৫) প্রাতেন – সকাল। সু + প্রাতেন = সুপ্রাতেন – সুন্দর সকাল। অভায়ত যথার্কেণ সুপ্রাতেন শরন্মুখে।

(৬) প্রকৃষ্ট – ভালো। বি + প্রকৃষ্ট = বিপ্রকৃষ্ট – বিশেষভাবে ভালো। বিপ্রকৃষ্টং মহেন্দ্রস্য ন দূরং বিন্ধ্যপর্বতাৎ।

(৭) শান্ত – স্থিরচিত্ত। প্র + শান্ত = প্রশান্ত – শান্তিযুক্ত, নিবৃত্ত।

(৮) ভয় – ত্রাস, শঙ্কা। নির্ + ভয় = নির্ভয় – ভয়হীন।

(৯) প্রিয় – পছন্দনীয়। অতি+প্রিয় = অতিপ্রিয় – খুবই পছন্দনীয়।

(১০) জ্ঞান – কোনো বিষয়ে জানা। অভি+ জ্ঞান = অভিজ্ঞান- স্মারক চিহ্ন; যা দেখে পূর্বের স্মৃতি মনে পড়ে।

(১১) মোহিনম্ – মুগ্ধ হওয়া। পরি + মোহিনম্ = পরিমোহিনম্- বিশেষভাবে মুগ্ধ হওয়া।

(১২) স্থা – অবস্থান করা। উপ + স্থা = উপতিষ্ঠতি– দেবপূজা করা। যে সূর্যমুপতিষ্ঠন্তে মন্ত্রৈঃ সন্ধ্যাত্রয়ং দ্বিজাঃ।

(১৩) স্থা – অবস্থান করা। অনু + স্থা = অনুতিষ্ঠতি – পালন করা।

(১৪) চিকীর্ষা – করার ইচ্ছা। অপ + চিকীর্ষা = অপচিকীর্ষা – অপকারের ইচ্ছা।

(১৫) আবিষ্ট – প্রভাবিত। সম্ + আবিষ্ট = সমাবিষ্ট – সম্যক আবিষ্ট।

(১৬) বাহ্য – বহিস্থিত। অপ + বাহ্য = দূর করা। অপবাহ্যচ্ছলাদ্বীয়ৌ কিমর্থং মামিহাহরঃ।

(১৭) নি- শম্ + ল্যপ্ = নিশম্য – শোনা। সৌমিত্রেরিতি বচনং নিশম্য রামো।

ণত্ব-বিধান

যে সমস্ত বিধান অনুসারে দন্ত্য 'ন্' মূর্ধন্য 'ণ্' হয়, তাকে 'ণত্ব'- বিধান বলা হয়।

ভট্টিকাব্যে প্রয়োগকৃত ণত্ব-বিধানগুলোর কিছু উদাহরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো–

(১) রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে: ঋ, ঋৃ, র্, ষ্ - এই চারিবর্ণের পর একই পদে দন্ত্য ন্ থাকলে তা মূর্দ্ধণ্য ণ্ হয়।[৮] যেমন– তূর্ণম্, পর্ণ।

(২) অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি: যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য্, ব্, হ্, ও অনুস্বার ব্যবধান থাকে, তাহলে দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়।[৯] যথা– কুর্বাণ, সহস্রাণি, অধিরেণ, শস্ত্রাণি।

(৩) প্রণিরন্তঃশরেক্ষুপ্লক্ষাম্রকার্যখদিরপীষক্ষাভ্যোঽসংজ্ঞায়ামপি: প্র, নির্, অন্তর্ ও অগ্রে, এই কয় শব্দের পরস্থিত বন শব্দের দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়। যথা- অগ্রবণম্।

(৪) একাজুত্তরপদে ণঃ – যদি পরপদ 'একস্বরবিশিষ্ট' হয়, তাহলে দন্ত্য ন্ নিত্য মূর্ধন্য ণ্ হয়।[১০] যেমন– রাবণ, অরণি, গ্রহীণ, পাণয়।

(৫) নের্গদ-নদ-পত-পদ- ঘু-মা-স্যতি-হন্তি-যাতি-বাতি-দ্রাতি -প্সাতি-বপতি-বহতি-শাম্যতি-চিনোতি-দেগ্ধিষু চ: গদ্ প্রভৃতি ধাতুর পূর্ববর্তী নি উপসর্গের দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়।[১১] যথা– প্রণিহিতঃ, প্রণিনদন্নি, পণিধিঃ।

(৬) পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ- সংজ্ঞা বোঝাইলে, শূর্প শব্দের পরস্থিত নখ শব্দের ন্ এবং প্র, দ্রু, খর ও বাব্রী শব্দের পরস্থিত নস্ শব্দের দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়।[১২] যথা– শূর্পণখা।

(৭) উপসর্গাদসমাসেঽপি ণোপদেশস্য: প্র, পরা, পরি, নির্ - চার উপসর্গের ও অন্তর শব্দের পর যদি নদ্ প্রভৃতি ধাতু থাকে, তাহলে তাদের দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়।[১৩] যথা–

অন্- প্রাণ, নশ্ - প্রণশ্যতি।

(৮) উপসর্গে ণত্বের কারণ থাকলে অর্থাৎ প্র, পড়া, পরি, নির্, অন্তর - এর পরিস্থিত নিংস্, নিক্ষ্, নিন্দ এই তিন ধাতুর দন্ত্য ন্ মূর্ধন্য ণ্ হয়। যথা– প্রণিক্ষিষ্যতি।

(৯) বাহনমাহিতাৎ - সমাসের ক্ষেত্রে, যাতে আরোহণ করে বহন করা হয় - এই রকম ণত্বের নিমিত্ত বহনীয় শব্দের পর 'বাহন' শব্দের 'ন্' 'ণ্' হয়। যেমন– রোষবাহণম্।

(১০) কতগুলো শব্দে নিত্য মূর্ধন্য ণ্ হয়। যেমন– গুণ, পুণ্য, বীণা, বেণু, লবণ, মণি ইত্যাদি।

'ষত্ব' বিধান

যে সমস্ত বিধানঅনুসারে দন্ত্য 'স্' মূর্ধন্য 'ষ্' হয় তাকে 'ষত্ব' বিধান বলে।

ভট্টিকাব্যে প্রয়োগকৃত ষত্ব- বিধানগুলোর কিছু উদাহরণ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(১) ইণ্কোঃ। আদেশ- প্রত্যয়য়োঃ[১৪] – অ, আ, ভিন্ন স্বর, ক্ , র্ এই সকল বর্ণের পরস্থিত প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স্' মূর্ধন্য 'ষ্' হয়। যথা– আকার্ষু, ভয়েষু, সৈকতেষু, শ্রদ্ধেষু।

(২) নুম্বিসর্জনীয়শর্ব্যবায়েঽপি[১৫] –অনুস্বার ও বিসর্গ ব্যবধান থাকলেও দন্ত্য স্ স্থানে মূর্ধন্য ষ্ হয়। যথা– হবীংষি, চক্ষুংষি।

(৩) উপসর্গাৎ সুনোতি-সুবতি-স্যতি-স্তৌতি-স্তোভতি-স্থা-সেনয়-সেধ-সিচ-সঞ্জ-স্বঞ্জাম্[১৬]– ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পরবর্তী সু, সূ, সো, স্তু, স্তুভ্, স্থা, সেনি, সিধ, সিচ্, সঞ্জ্ এবং স্বঞ্জ্ ধাতুগুলির স্, ষ্, হয়। যেমন –সুবিনিদুর্ভ্যঃ, সুপিসূতিষমাঃ।

(৪) সু, বি, নির্, দুর্ উপসর্গের পরবর্তী হলে, স্বপ্ ধাতুর স্থানে জাত সুপ্-এর দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়।[১৭] যথা– সুষুপ্ত

(৫) বেঃ স্কভ্নাতের্নিত্যম্ - বি-পূর্বক স্কন্ভ্ ধাতুর দন্ত্য স্ মূর্দ্ধণ্য ষ্ হয়।[১৮] যথা-কিষ্কম্ভিতুঃ

(৬) স্ফুরতিস্ফুলত্যোর্নির্নিবিভ্যঃ–নির্, নি, বি-পূর্বক স্ফুর্ ও স্ফুল্ ধাতুর দন্ত্য স্ মূর্দ্ধণ্য ষ্ হয়।[১৯] যথা– বিষ্ফুলদ্ভি।

(৭) অগ্নেঃ-স্তুৎ-স্তোম-সোমাঃ - সমাসে অগ্নি শব্দের পরস্থিত স্তুৎ, স্তোম ও সোম শব্দের দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়।[২০] যথা– অগ্নিষ্টোমঃ

(৮) জ্যোতিরায়ুষঃ স্তোমঃ- সমাসে জ্যোতিঃ এবং আয়ুস্ শব্দের দন্ত্য স্ মূর্ধণ্য ষ্ হয়।[২১] যথা – জ্যোতিষ্টোমঃ।

(৯) মাতৃপিতৃভ্যাং স্বসা – সমাস হলে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের পরবর্তী স্বসৃ শব্দের প্রথম দন্ত্য স্ মূর্দ্ধণ্য ষ্ হয়।[২২] যথা– মাতৃষ্বসা।

(১০) বৃক্ষাসনয়োর্বিষ্টরঃবৃক্ষ এবং আসন অর্থে বি উপসর্গের পর স্তর -শব্দের ষত্ব হয়।[২৩] যথা– বিষ্টরঃ।

(১১) নি–নদীভ্যাং স্নাতেঃ কৌশলে – নৈপুণ্য বোঝালে নি -উপসর্গের পর এবং নদী - শব্দের পর স্না ধাতুর ষত্ব হয়।[২৪] যেমন– নদীষ্ণান

(১২) অঙ্গু, অম্ব, গো ও পরমে প্রভৃতি কতগুলি শব্দের পরবর্তী স্থ শব্দের দন্ত্য স্ মূর্ধন্য ষ্ হয়। যথা- গোষ্ঠান

(১৩) কতগুলো শব্দে নিত্য মূর্ধন্য ষ্ হয়। যেমন- বর্ষা, ষট্ ইত্যাদি।

কারক

কারক = কৃ + ণ্বুল্। "ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্" অর্থাৎ ক্রিয়ার সাথে যার অন্বয় বা সম্বন্ধ আছে তাকে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার। যথা– (১) কর্তৃকারক; (২) কর্মকারক; (৩) করণকারক; (৪) সম্প্রদানকারক; (৫) অপাদানকারক এবং (৬) অধিকরণকারক।

বিভক্তি: "সংখ্যাকারকবোধয়িত্রী বিভক্তিঃ"- যার দ্বারা সংখ্যা ও কারকের বোধ জন্মে তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি সাত প্রকার। যথা- (১) প্রথমা বিভক্তি, (২) দ্বিতীয়া বিভক্তি, (৩) তৃতীয়া বিভক্তি, (৪) চতুর্থী বিভক্তি, (৫) পঞ্চমী বিভক্তি, (৬) ষষ্ঠী বিভক্তি এবং (৭) সপ্তমী বিভক্তি।

বিভক্তির ৩ প্রকার প্রয়োগ হয়। কারকে, বিশেষ শব্দযোগে এবং বিশেষ অর্থে।

কারকে- নরঃ গচ্ছতি (কর্তা);

বিশেষ শব্দযোগে – দেবায় নমঃ (নমস্ শব্দ যোগে);

বিশেষ অর্থে – দুঃখের রোদিতি (হেতু অর্থে)।

ভট্টিকাব্যে প্রয়োগকৃত কারক-বিভক্তি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

কর্তৃকারক ও প্রথমা বিভক্তি

স্বতন্ত্রঃ কর্তা :[২৫] যে স্বতন্ত্র বা অন্য নিরপেক্ষ হয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন করে বলে ধরে নেয়া হয়, তাকে কর্তা বলে।

কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়।

যথা- কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ প্রতীয়িরে শ্রোত্রসুখৈর্নিনাদৈঃ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/১৮

কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। একে উক্ত কর্মে প্রথমা বলে।

যেমন– কল্পন্তদুঃস্থা বসুধা তথোহে যেনৈষ ভারো ২তিগুরুর্ন তস্য ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৩৯

এছাড়া গৌণ কর্মেও প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা -

নির্ব্যাজমিজ্যা ববৃতে বচশ্চ ভুয়ো বভাষে মুনিনা কুমারঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৩৭

সম্বোধনে চ: [২৬] সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা –

সংক্ষিপ্য সংরম্ভমসদ্বিপক্ষং কাস্থার্ভকে ২স্মিংস্তব রাম! রামে?

ভট্টিকাব্যম্, ২/৫২

কিং বিচারেণ রাজেন্দ্র! যুদ্ধার্থা বয়মিত্যসৌ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৪/৮৮

অব্যয়যোগে চ: ইতি প্রভৃতি কতিপয় অব্যয়যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়।[২৭] যথা–

ধূম্রাক্ষো ২থ প্রতিষ্ঠাসাঞ্চক্রে রাবণসম্মতঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৪/৭৩

মৃগষুমিব মৃগো ২থ দক্ষিণেমা দিশমিব দাহবতীং মরাবুদন্যন্।

ভট্টিকাব্যম্, ৪/৪৪

তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ – যে ব্যক্তি কর্তাকে কোন কাজে প্রবর্তিত করে তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।[২৮] প্রযোজক কর্তায় প্রথমা হয়। যথা–

রামং মুনিঃ প্রীতমনা মখান্তে যশাংসি রাজ্ঞাং নিজিঘৃক্ষয়িষ্যন্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৪০.

কর্মকারক ও দ্বিতীয়া বিভক্তি

কর্তুরীপ্সিততংকর্মঃ[২৯] ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্তার যা ঈপ্সিত তাই কর্ম কারক। যথা –

প্রিয়ং শৃণোতি যস্তেভ্যস্তমৃচ্ছন্তি ন সম্পদঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৮/৫

কর্মণি দ্বিতীয়া[৩০]- কর্তৃবাচ্যে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা –

নেক্ষতে বিহ্বলং মাঞ্চ ন মে বাচং প্রযচ্ছতি।

ভট্টিকাব্যম্, ১৮/২

ক্রিয়াবিশেষণে চ[৩১]- ক্রিয়ার বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা –

ক্ষিপ্রং ততোঽধ্বন্যতুরঙ্গযায়ী যবিষ্ঠবদ্ বৃদ্ধ তমোঽপি রাজা।

ভট্টিকাব্যম্, ২/৪৪

গৌণে কর্মণি দ্বিতীয়া - গৌণ কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা –

তান্ প্রত্যবাদীদথ রাঘবোঽপি যথেপ্সিতং প্রস্তুতকর্ম ধর্ম্যম্।

ভট্টিকাব্যম্, ২/২৮

মুখ্য কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা –

স্থাস্নুং রণে স্মেরমুখো জগাদ মারীচমূচ্চৈর্বচনং মহার্থম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৩২

করণকারক ও তৃতীয়া বিভক্তি

সাধকতমং করণম্[৩২] – ক্রিয়াসিদ্ধির জন্য যা সর্বপ্রধান উপায়, তাকে করণ কারক বলে। যথা –

বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ পুষ্পৈঃ সরৌজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ২/৫

কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়াঃ[৩৩] -অনুক্ত কর্তায় এবং করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা –

ক্ষুদ্রান্ ন জক্ষুর্হরিণান্ মগেন্দ্রো বিশশ্বসে পক্ষিগণৈঃ সমন্তাৎ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/২৫

হবীংষি সম্প্রত্যপি রক্ষতং তৌ তপোধনৈরিত্থমভাষিষাতাম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/২৭

সহযুক্তেঽপ্রধানে[৩৪] -'সহ' এই অর্থবোধক শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা –

তং যাযজূকাঃ সহ ভিক্ষুমূখ্যৈস্তপঃ কৃশাঃ শান্ত্যুদকুম্ভহস্তাঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/২০

ইত্থম্ভূতলক্ষণে[৩৫] - কোন পরিচায়ক চিহ্নের দ্বারা যদি ব্যক্তিবিশেষকে চেনা যায় তবে ঐ চিহ্ন বা লক্ষণে তৃতীয়া হয়। যথা –

তরঙ্গসঙ্গাচ্চপলৈঃ পলাশৈর্জ্বালাশ্রিয়ং সাতিশয়াং দধন্তি ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/২

হেতৌ[৩৬] – হেত্বর্থেবোঝালে হেতুবাচক শব্দে তৃতীয়া হয়। যথা –

বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং নিজাং বিলোক্যোপহৃতাং পয়োভিঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ২/৩

পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মীমালোকয়াধ্বক্রুরিবাদরেণ (আদরেণ)।

ভট্টিকাব্যম্, ২/৫

কর্মণা সমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্[৩৭] – যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু দান করা হয়; তাই সম্প্রদান কারক। সম্প্রদান কারকে চতুর্থ বিভক্তি হয়। যথা –

দদৌ বধায় ক্ষণদাচরাণাং তস্মৈ মুনিঃ শ্রেয়সি জাগরুকঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ২/২২

ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ৩৮ – একটি ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যদি আর একটি ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়, তবে প্রথমোক্ত ক্রিয়াটি অসমাপিকা এবং তুমুন্ – প্রত্যয় যুক্ত হয়। এই রকম তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া উহ্য থাকলে (অর্থাৎ থাকার অর্থ আছে, অথচ প্রয়োগ নেই), তার কর্মে চতুর্থী হয়।[১] যথা –

দদৌ বধায় ক্ষণদাচরাণাং তস্মৈ মুনিঃ শ্রেয়সি জাগরুকঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ২/২২

অপাদান ও পঞ্চমী বিভক্তি

ধ্রুবমপায়ে ঽপাদানম্[৩৯] – অপায় বা বিশ্লেষ বোঝালে যা থেকে বিশ্লেষ নিরূপিত হয় সেই ধ্রুবের অপাদান কারক হয়। যথা –

নির্যায় তস্যাঃ স পুরঃ সমন্তাচ্ছ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/১

অপাদানে পঞ্চমী[৪০] – অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা –

তৃণায় মত্বা রঘুনন্দনো ঽথ বাণেন রক্ষঃ প্রধনান্নিরাস্থৎ।

ভট্টিকাব্যম্, ২/৩৬

ল্যব্‌লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ[৪১] – ক্ত্বাচ্ এবং ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ উহ্য থাকলে তার কর্মে এবং অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা –

কুতূহলাচ্চারুশিলোপবেশং কাকুৎস্থ ঈষৎ স্ময়মান আস্ত ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/১১

হেতৌ[৪২] – হেতু অর্থ থাকলে তৃতীয়া বা পঞ্চমী যে কোনটাই হতে পারে। যথা –

শৌবস্তিকত্বং বিভবা ন যেষাং ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ ?

ভট্টিকাব্যম্, ২/৩৩

ষষ্ঠী বিভক্তি

১. ষষ্ঠী শেষে[৪৩] – শেষে অর্থাৎ সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয়। যথা –

সরিন্মুখাভ্যুচ্চয়মাদধানং শৈলাধিপস্যানুচকার লক্ষ্মীম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৮

দৈত্যাভিভূতস্য যুবামবোঢ়ং মগ্নস্য দোর্ভির্ভুবনস্য ভারম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/২৭

যতশ্চ নির্ধারণম্[৪৪] - নির্ধারণে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা –

বৃন্দিষ্ঠমার্চীদ্ বসুধাধিপানাং তং প্রেষ্ঠমেতং গুরুবদ্‌গরিষ্ঠম্।

ভট্টিকাব্যম্, ২/৪৫

অধিকরণ ও সপ্তমী বিভক্তি

আধারো২ধিকরণম্[৪৫] – ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যথা –

উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ কুমুদ্বতীং তীরতরুর্দিনাদৌ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৪

সপ্তম্যধিকরণে চ[৪৬] – অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা –

গর্জন্ হরিঃ সাম্ভসি শৈলকুঞ্জে প্রতিধ্বনীনাত্মকৃতান্ নিশম্য ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২/৯

বিষয়াধিকরণে সপ্তমী – কোনো বিষয় যদি আধাররূপে পরিগণিত হয়, তবে তাকে বিষয়াধিকরণ বলে। এতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা –

দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ২/৭

কর্মপ্রবচনীয়

যে সমস্ত অব্যয় কোন ক্রিয়ার দ্যোতনা করে না, কিন্তু ক্রিয়া নিরূপিত সম্বন্ধাবিশেষের দ্যোতনা করে, তারাই কর্মপ্রবচনীয়। কর্মপ্রবচনীয়গুলি অব্যয় কিন্তু এদের 'গতিসংজ্ঞা' ও উপসর্গ সংজ্ঞা হবে না।

উদাহরণ –

পাপানুবসতিং সীতা রাবণং প্রাব্রবীদ্বচঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৮৫

কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া হয়েছে। এখানে 'অনু' পাপ ও অবসিতমেব মধ্যে কার্য কারণ সম্বন্ধের দ্যোতনা করেছে। তাই 'অনু' কর্মপ্রবচনীয়।

কর্মপ্রবচনীয়যোগে সাধারণত দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। তবে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পঞ্চমী বা সপ্তমীও হতে পারে।

যেমন –

হীনে[৪৭] – হীনার্থে অনু কর্মপ্রবচনীয়।যেমন –

ন ত্বং পাপানু রামং চেদুপ শূরেষু বা ততঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৮৬

এখানে – 'রামং' দ্বিতীয়া; কেননা হীনার্থক 'অনু' যোগে যে উৎকৃষ্ট তার দ্বিতীয়া হয়।

অপপরী বর্জনে[৪৮] – বর্জন অর্থে 'অপ' ও 'পরি' কর্মপ্রবচনীয় হয় এবং তার যোগে পঞ্চমী হয়। যেমন –

যৎ সম্প্রত্যপ লোকেভ্যো লঙ্কায়াং বসতির্ভয়াৎ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৮৭

এখানে 'অপ' যোগে 'লোকেভ্যোঃ' অর্থাৎ পঞ্চমী হয়েছে।

আঙ্‌মর্যাদাবচনে[৪৯] – মর্যাদা ও অভিবিধি অর্থে আঙ্‌ কর্মপ্রবচনীয় হয় এবং তার যোগে পঞ্চমী হয়ে থাকে। যেমন–

আ রামদর্শনাৎ পাপ বিদ্যোতস্ব স্ত্রিয়ঃ প্রতি।

সদ্বৃত্তাননু দুর্বৃত্তঃ পরি স্ত্রীং জাতমন্মথঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্‌, ৮/৮৮

অধিরীশ্বরে[৫০]- স্ব স্বামিভাব সম্বন্ধ বোঝালে 'অধি' কর্মপ্রবচনীয় হয় এবং এতে সপ্তীম বিভক্তি হয়। যেমন –

অধি রামে পরাক্রান্তমধি কর্তা স তে ক্ষয়ম্‌।

ভট্টিকাব্যম্‌, ৮/৯৩

এখান 'অধি' যোগে 'রামে' এ সপ্তমী হয়েছে।

প্রত্যয়

প্রত্যয়[৫১] – ধাতু ও প্রাতিপদিকের উত্তর যা যুক্ত হয়, তাকে প্রত্যয় বলে।প্রত্যয় পঞ্চবিধ। যথা –

(১) বিভক্তি - ধাতুর উত্তর তি, তস্‌(ঃ), অন্তি এবং প্রাতিপদিকের উত্তর সু(ঃ), ঔ, জস্‌(অঃ) প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাকে বিভক্তি বলে।

যথা – √ভূ+ লট্‌ তি = ভবতি, নর+সু(ঃ) = নরঃ।

(২) কৃৎ প্রত্যয়: ধাতুর উত্তর বিভক্তি ভিন্ন তব্য, য, তৃ, ত, অ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যথা – √কৃ+তব্য = কর্তব্যম্‌

(৩) তদ্ধিত প্রত্যয় – প্রাতিপদিকের উত্তর বিভক্তি ভিন্ন অ, ই প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যথা– দশরথ + ইঞ্‌ = দাশরথিঃ।

(৪) স্ত্রী প্রত্যয় : স্ত্রীলিঙ্গে আ, ঈ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাকে স্ত্রী প্রত্যয় বলে। দেব+ঈপ্‌ = দেবী

(৫) ধাত্ববয়ব – ধাতুর উত্তর ই(ণিচ্‌), স (সন্‌) প্রভৃতি এবং প্রাতিপদিকের উত্তর য, কাম্য, প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় হয়, তাকে ধাত্ববয়ব বলে। যথা –

শ্রু+ণিচ্‌ = শ্রু+ই = শ্রাবি, পুত্র+কাম্য+তি = পুত্রকাম্যতি।

ভট্টিকাব্যে ব্যবহৃত প্রত্যয়– এর বুৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো –

কৃৎপ্রত্যয়

কারক = √কৃ + ণ্বুল্

জনক = √জন্ + ণ্বুল্

সূত্রম্: (i) ণ্বুলতৃচৌ[৫২]

(ii) যুবারনাকৌ।

পশ্য = √দৃশ্ + শ

সূত্রম্: পাঘ্রাধ্মাধেট্‌দৃশঃ শঃ।[৫৩]

দ্বিজঃ = দ্বি- √জন্ + ড

সূত্রম্: অনৌ কর্মণি[৫৪]

ছিন্নঃ = √ছিদ্ + ক্ত

সূত্রম্: (i) রদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ পূর্বস্য চ দঃ[৫৫]

(ii) ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা[৫৬]

বিষ্টরঃ বি- √স্তৃ + অপ্

সূত্রম্: বৃক্ষাসনয়োর্বিষ্টরঃ[৫৭]

দেবঃ = √দিব্ + অচ্; বিভীষণঃ = বি- √ভীষ্ + ল্যু, অমন্দকর্ষী = অমন্দ + √কৃষ্ + ণিনি।

সূত্রম্: নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ।[৫৮]

নৃপঃ = নৃ- √পা+ক

সূত্রম্: (i) আতো ঽনুপসর্গে কঃ[৫৯]

(ii) আতো লোপঃ।

প্রিয়ঃ =√প্রী + ক

সূত্রম্: ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ[৬০]

বিজ্ঞঃ = বি-√জ্ঞা+ক

সূত্রম্: আতশ্চোপসর্গে।[৬১]

নিশাচরঃ = নিশা- √চর্ + ট

রাত্রিচরঃ = রাত্রি- √চর্ + ট

সূত্রম্: চরেষ্টঃ[৬২]

দিবাকরঃ = দিবা- √কৃ + ট

সূত্রম্: দিবাবিভানিশাপ্রভাভাস্করান্তানন্তাদিবহুনান্দীকিং লিপিলিবিবলিভক্তি-কর্তৃচিত্রক্ষেত্রসংখ্যাজঙ্ঘাবাহ্বর্যত্তদ্ধনুররুষ্ষু।[৬৩]

জাগরূকঃ = √জাগৃ+ঊকঃ

সূত্রম্: জাগরূকঃ[৬৪]

হিংস্রঃ = √হিন্স্+র, নম্রঃ = √নম্+র

সূত্রম্: নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ।[৬৫]

ভিক্ষুঃ = √ভিক্ষ্ + উ

সূত্রম্: সনাংশসভিক্ষ উঃ।[৬৬]

স্থাস্নুঃ = √স্থা+ক্স্নু

সূত্রম্: গ্লাজিস্থশ্চ ক্স্নুঃ।[৬৭]

গৃধ্নুঃ = √গৃধ্+ক্নু

ক্ষিপ্নু = √ক্ষিপ্+ক্নু

সূত্রম্: ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ।[৬৮]

ভট্টিকাব্যের পঞ্চমসর্গের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে –

নিরাকরিষ্ণু বর্তিষ্ণু বর্ধিষ্ণু পরিতো রণম্।

উৎপতিষ্ণু সহিষ্ণু চ চেরতুঃ খরদূষণৌ ॥ ৫/১

এখানে তিনি একটি শ্লোকেই ৫টি শব্দে ইষ্ণুচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখিয়েছেন –

নিরাকরিষ্ণুঃ = নির্- আ- √কৃ + ইষ্ণুচ্

বর্তিষ্ণুঃ = √বৃৎ+ ইষ্ণুচ্

বর্ধিষ্ণুঃ = √বৃধ্+ইষ্ণুচ্

উৎপতিষ্ণু = উৎ– √পৎ+ইষ্ণুচ্

সহিষ্ণু = √সহ্ + ইষ্ণুচ্

সূত্রম্: অলঙ্কৃঙ্নিরাকৃঞ্ প্রজনোৎপচোৎ পতোন্মদরুচ্যপত্রপবৃতুবৃধুসহচর ইষ্ণুচ্।[৬৯]

জীবকঃ = √জীব্+বুন্

সূত্রম্: আশিষি চ।[৭০]

স্ময়মানঃ = √স্ম+শানচ্

প্লবমানম্ = √প্লু+শানচ্

জিজ্ঞাসমান – জ্ঞা- √সন্+শানচ্

সূত্রম্: (i) লটঃ শতৃশানচাবপ্রথমাসমানাধিকরণে[৭১]

(ii) আনে মুকঃ[৭২]

পশ্যন্ = √ দৃশ্+শতৃ

ব্রুবাণ = √ব্রু+শানচ্

আদধানম্ – আ-√ধা+শানচ্

সূত্রম্: (i) লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ[৭৩]

(ii) লটঃ শতৃশানচাবপ্রথমাসমানাধিকরণে

গত্বা = √গম্ + ক্ত্বাচ্ ; মত্বা – √মন্+ক্ত্বাচ্

দৃষ্ট্বা = √দৃশ্ +ক্ত্বাচ্

সূত্রম্: সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে[৭৪]

বর্ষুকা = √বষ্+উকঞ্ + স্ত্রিয়াম্ টাপ্; কামুকঃ = √কম্+উকঞ্;

সূত্রম্: লষপতপদস্থাভূবৃষহনকমগমশৃভ্য উকঞ্[৭৫]।

কার্মুকম্ = কর্মন্+ উকঞ্

সূত্রম্: কর্মন উকঞ্[৭৬]

দত্ত = √দা+ক্ত

সূত্রম্: (i) দোদদ্ঘোঃ[৭৭]।

(ii) ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা।

প্রচিতান = প্র-√চি+ক্ত

গোপঃ = গো+√পা+ক্ত

লীনা = √লী+ক্ত + স্ত্রিয়াম্ টাপ্

মগ্নস্য = √মস্জ্+ক্ত

সূত্রম্: ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা।

ভিদ্যঃ √ভিদ্+ক্যপ্

উদ্ধ্যঃ = √উজ্ঝ+ক্যপ্

সূত্রম্: ভিদ্যোদ্ধৌ নদে।[৭৮]

নদীষ্ণান্ – নদী- √স্না+ক

সূত্রম্: আতো২নুপসর্গে কঃ।

অসূর্যম্পশ্যা = নঞ্ – সূর্য – √দৃশ্+খশ্ + স্ত্রিয়াম্ আপ

সূত্রম্: অসূর্যললাটয়োর্দৃশিতপোঃ।[৭৯]

ত্যাগঃ = √ত্যজ্ + ঘঞ্

দর্পঃ = √দৃপ্+ঘঞ্

শোকঃ = √শুচ্ + ঘঞ্

সূত্রম্: অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্।[৮০]

মন্ত্রী = √মন্ত্র্+ণিনি

বিভীষণঃ = বি −√ভীষ্+ল্যু

চরঃ = √চর্+অচ্

সূত্রম্: নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ।[৮১]

যজ্ঞঃ = √যজ্ + ন

সূত্রম্: যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্।[৮২]

লবকঃ = √লূ+বুন্

সূত্রম্: প্রসৃল্বঃ সমভিহারে বুন্।[৮৩]

ঈশ্বরঃ = √ঈশ্+বরচ্

সূত্রম্: স্থেশভাসপিসকসো বরচ্।[৮৪]

গন্তুম্ = √গম্ + তুমুন্

হন্তুম্ = √হন্ + তুমুন্

সূত্রম্: সমানকর্তৃকেষু তুমুন্।[৮৫]

দ্রষ্টুম্ = √দৃশ্+ তুমুন্

সূত্রম্: (i) তুমুন্ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্।[৮৬]

(ii) সমানকর্তৃকেষু তুমুন্।

স্তুতিঃ = √স্তু+ক্তিন্

সূত্রম্: স্ত্রিয়াং ক্তিন্।[৮৭]

তব্য, অনীয়, ন্যৎ, যৎ ও ক্যপ এই ৫টি প্রত্যয়কে কৃত্যপ্রত্যয় বলে।

ভট্টিকাব্যে অনেক কৃত্যপ্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়েছে। নিম্নে কিছু কৃত্যপ্রত্যয়ের বুৎপত্তি দেখানো হলো:

কর্তব্য = √কৃ+তব্য

দর্শনীয় = দৃশ্+অনীয়

সূত্রম্: তব্যত্তব্যানীয়বঃ।[৮৮]

ইত্যঃ = √ই+ক্যপ্

সূত্রম্: (i) এতিস্তশাস্বৃদৃজুষঃ ক্যপ্।[৮৯]

(ii)হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্।[৯০]

ভৃত্যঃ = √ভৃ+ক্যপ্।

সূত্রম্: ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াম্।[৯১]

ভোগ্য = √ভুজ্ + ণ্যৎ; বাচ্য = √ বচ্+ণ্যৎ

সূত্রম্: ঋহলোর্ণ্যৎ।[৯২]

জেয়ঃ = √জি+যৎ

সূত্রম্: অচো যৎ।[৯৩]

জলধিঃ = জল-√ধা+কি

সূত্রম্: কর্মণ্যধিকরণে চ।[৯৪]

গ্রহঃ =√গ্রহ্+অচ্

গ্রাহঃ =√গ্রহ্+ণ

সূত্রম্: বিভাষা গ্রহঃ।[৯৫]

(ii) ব্যবস্থিতবিভাষেয়ম্ (ভাস্কর)

পূজা = √পূজি+অঙ্+স্ত্রিয়ামাপ্

সূত্রম্: চিন্তিপূজিকথিকুম্বির্চশ্চ।[৯৬]

উপবিশ্য = উপ-√বিশ্+ল্যপ্

সূত্রম্: সমাসেঽনঞ্ পূর্বে ক্ত্বো ল্যপ্।[৯৭]

আচর্যম্ = আ-√চর্+যৎ

সূত্রম্: : গদমদচরযমশ্চানুপসর্গে।[৯৮]

সূর্যঃ = √সৃ+ক্যপ্

সূত্রম্: : রাজসূয়-সূর্য-মৃষোদ্য – রুচ্য-কুপ্য -কৃষ্টপচ্যাব্যথাঃ।[৯৯]

প্রজা = প্র- জন্ +ড+স্ত্রিয়ামাপ্।

সূত্রম্: উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াম্।[১০০]

ভয়ঙ্কর = ভয়–√কৃ+খচ্; মেঘঙ্কর= মেঘ-√কৃ+খচ্

সূত্রম্: : মেঘর্তিভয়েষু কৃষ্ণঃ।[১০১]

প্রিয়ঙ্কর = প্রিয়-√কৃ+খচ্

ক্ষেমঙ্কর = ক্ষেম-√কৃ+খচ্

সূত্রম্: : ক্ষেমপ্রিয়মদ্রেঽণ্ চ।[১০২]

বশংবদঃ = বশ-√বদ্ +খচ্

প্রিয়ংবদ = প্রিয়-√বদ্+খচ্

সূত্রম্: : প্রিয়বশে বদঃ খচ্।[১০৩]

পাপদৃশ্বা = পাপ -√দৃশ্+ক্বনিপ্

সূত্রম্: দৃশেঃ ক্বনিপ্।[১০৪]

শুষ্কপ্রেষম্ = শুষ্ক −√পিষ্+ণমূল্

সূত্রম্: : শুষ্ক-চূর্ণ রূক্ষেষু পিষঃ।[১০৫]

সমূলকাষম্ = সমূল-√কষ্+ণমুল্

সূত্রম্: : নিমূল-সমূলয়োঃ কষঃ।[১০৬]

গোত্রাভিধায়ম্ = গোত্র -অভি-√ধা+ণমুল্

সূত্রম্: : দ্বিতীয়াপ্তঞ্।[১০৭]

জিঘাংসুবেদং = জিঘাংসু-√বিদ্+ণমুল্

সূত্রম্: : কর্মণি দৃশিবিদোঃ সাকল্যে।[১০৮]

গাথকঃ = গৈ+থকন্

সূত্রম্: : গস্থকন্।[১০৯]

অভ্রংলিহঃ = অভ্র−√লিহ্+খচ্

সূত্রম্: : বহাভ্রে লিহঃ।১১০

শীর্ষঘাতী= শীর্ষ-√হন্+ণিনি

সূত্রম্: : কুমারশীর্ষয়োর্ণিনি।[১১১]

বাচংযমঃ = বাচ্-√যম্+খচ্

সূত্রম্: বাচি যমো ব্রতে।[১১২]

দয়ালুঃ = √দয়্ + আলুচ্

নিদ্রালুঃ = নি-√দ্রা + আলুচ্

সূত্রম্: : স্পৃহিগৃহি পতিদয়িনিদ্রাতন্দ্রাশ্রদ্ধাভ্য আলুচ্।[১১৩]

বিদুরঃ = √বিদ্+কুরচ্

সূত্রম্: : বিদিভিদিচ্ছিদেঃ কুরচ্ ।[১১৪]

চরিত্রম্ = √চর্ + ইত্র

সূত্রম্: : অতিলূঘূখনসহচর ইত্রঃ ।[১১৫]

তদ্ধিত প্রত্যয়

ত্রিংশম্ = ত্রিংশৎ + ড

সূত্রম্: : শদন্তবিংশশতেশ্চ ।[১১৬]

তস্য পূরণে ডট্ ।[১১৭]

দৈত্যঃ = দিতি +ণ্য

সূত্রম্: (i) দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাণ্ণ্যঃ ।[১১৮]

(ii) তস্যাপত্যম্ ।[১১৯]

কাকুৎস্থঃ = ককুৎস্থ+অণ্

সূত্রম্: (i) তস্যেদম্ ।[১২০]

(ii) তস্যাপত্যম্ ।

গাধেয় = গাধি+ঢক্

সূত্রম্: (i) তস্যাপত্যম্ ।

(ii) স্ত্রীভ্যো ঢক্ । [১২১]

রাবণিঃ = রাবণ+ইঞ্

দাশরথিঃ = দশরথ + ইঞ্

সূত্রম্: (i) তস্যাপত্যম্ ।

(ii) অত ইঞ্ ।[১২২]

শ্বশুর্যঃ = শ্বশুর+যৎ

সূত্রম্: (i) তস্যাপত্যম্ ।

(ii) বাহ্বাদিভ্যশ্চ ।[১২৩]

ত্রৈমাতুর = ত্রিমাতৃ+উৎ+অণ্

সূত্রম্: (i) মাতুরুৎসংখ্যাসংভদ্রপূর্বায়াঃ ।[১২৪]

(ii)তস্যাপত্যম্

পথিকঃ =পথিন্+ষ্কন্

সূত্রম্: : পথঃ স্কন। [১২৫]

পান্থঃ পথিন্+ন

সূত্রম্: : পন্থো ণ নিত্যম্। [১২৬]

কাব্যম্ = কবি+ষ্যঞ্

সূত্রম্: : গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্মণি চ।[১২৭]

অস্ত্রচুঞ্চুঃ = অস্ত্র+চুঞ্চুপ্

বিদ্যাচুঞ্চুঃ = বিদ্যা+ চুঞ্চুপ্

বিদ্যাচণঃ = বিদ্যা+চণপ্

সূত্রম্: : তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্ চণপৌ।[১২৮]

বীরবতী = বীর+মতুপ্+ স্ত্রিয়াং ঙীপ্

সূত্রম্: : সংজ্ঞায়াম্।[১২৯]

(ii) তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। [১৩০]

ধনুস্মান্ = ধনু + মতুপ্

সূত্রম্: : তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্

বৃদ্ধতমঃ = বৃদ্ধ+তমপ্

লঘিষ্ঠঃ = লঘু+ইষ্ঠন্

বীরষ্ঠম = বীর+ইষ্ঠন্

সূত্রম্: : অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ।[১৩১]

যবিষ্ঠ = যুবন্+ইষ্ঠন্

সূত্রম্: : যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্। [১৩২]

(ii) অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ

কনীয়ান্=যুবন্+ঈয়সুন্

সূত্রম্: : যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্।

উত্তরাহি = উত্তর+আহি

সূত্রম্: : উত্তরাচ্চ।[১৩৩]

দক্ষিণতঃ = দক্ষিণ+অতসুচ্

সূত্রম্: : দক্ষিণোত্তরভ্যামতসুচ্ ।[১৩৪]

যথা = যদ্+থাল্

তথা = তদ্ + থাল্

সূত্রম্: : প্রকারবচনে থাল্ ।[১৩৫]

যদা = যদ্ + দা

তদা = তদ্+দা

সূত্রম্: : সর্বৈকান্যকিংযত্তদঃ কালে দা ।[১৩৬]

শিরা = শির্+লচ্

সূত্রম্: : প্রাণিস্থাদাতো লজন্যতরস্যাম্ ।[১৩৭]

স্বামী = স্ব+আমিনচ্

সূত্রম্: : স্বামিন্নেশ্বর্যে ।[১৩৮]

তেজস্বিনাম্ = তেজস্ + বিনি ।

সূত্রম্: : অস্মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ ।

গোষ্ঠীনঃ = গোষ্ঠ+খ

সূত্রম্: : গোষ্ঠাৎ খঞ্ ভূতপূর্বে ।[১৩৯]

নিত্যঃ = নি+ত্যপ্

সূত্রম্: : অব্যয়াত্ত্যপ্ ।[১৪০]

যত্র = যদ্ + এল্

তত্র = তদ্ + এল্

সূত্রম্: : সপ্তম্যাস্ত্রল্ ।[১৪১]

নদী + তসিল্ = নদীতঃ

সূত্রম্: : পঞ্চম্যাস্তসিল্ ।[১৪২]

বংহিষ্ঠঃ=বহুল+ইষ্ঠন্

সূত্রম্: : প্রিয়স্থিরস্ফিরোরুবহুলগুরুবৃদ্ধতৃপ্রদীর্ঘবৃন্দারকাণাং প্রস্থববংহিগর্বর্ষিত্রব্দ্রাঘিবৃন্দাঃ ।[১৪৩]

(ii) অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ ।

খরঃ = খ+র

নগরম্ = নগ+র

সূত্রম্: : ঊষসুষিমুষ্কমধো রঃ ।[১৪৪]

লাক্ষিকঃ = লাক্ষা+ঠক্

সূত্রম্: : লাক্ষারোচনাট্ঠক্।[১৪৫]

(ii) তেন রক্তং রাগাৎ।[১৪৬]

হিরন্ময়ী = হিরণ্য+ময়ট্ + স্ত্রিয়াং ঙীপ্

সূত্রম্: : তস্য বিকারঃ।[১৪৭]

বিশ্বজনীন = বিশ্বজন+খ

সূত্রম্: : (i) তস্মৈ হিতম্। [১৪৮]

(ii) আত্মন্‌বিশ্বজনভোগোত্তর পদাৎ খঃ।[১৪৯]

ব্রাহ্মণঃ = ব্রহ্মণ্ + অণ্

সূত্রম্: : (i) তস্যাপত্যম্।

(ii) ব্রাহ্মো জাতৌ।[১৫০]

ধর্ম্যম্ = ধর্ম+যৎ

সূত্রম্: : ধর্মপথ্যর্থন্যায়াদনপতে। [১৫১]

সার্বলৌকিকঃ = সর্বলোক + ঠঞ্

সূত্রম্: : লোকসর্বলোকাট্ ঠঞ্। [১৫২]

(ii) তস্যেশ্বরঃ।[১৫৩]

আত্মনেপদ বিধান

অনুদাত্তঙিত আত্মনেপদম্[১৫৪]- যেসব ধাতুর ধাতুপাঠে অনুদাত্ত স্বর ইৎ (অর্থাৎ লোপ পায়) অথবা যেসব ধাতুর ঙ্ ইৎ (অর্থাৎ লোপ পায়) সেসব ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন- √আস্ + লট্ তে = আস্তে।

নিম্নে ভট্টিকাব্যে ব্যবহৃত কিছু আত্মনেপদী ধাতুর আলোচনা করা হলো:

(১) নের্বিশঃ- নি-পূর্বক বিশ্ ধাতুর আত্মনেপদ হয়।[১৫৫] যেমন –

ন্যবিক্ষত মহাগ্রাসঙ্কুলং মকরালয়ম্।

ভট্টিকাব্যম্, (৮/৭).

(২) সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ[১৫৬] – সম্, অব, প্র এবং বি উপসর্গের পরে স্থিত স্থা-ধাতুর আত্মনেপদ হয়। যেমন –

ক্ষণং ভদ্রাবষ্ঠতিষ্ঠস্ব ততঃ প্রস্থাস্যসে পুনঃ।

ন চ সংস্থাস্যতে কার্যং দক্ষেণোরীকৃতং ত্বয়া ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/১১

(৩) ণিচশ্চ[১৫৭] – ণিজন্ত ধাতুর ক্ষেত্রে ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হলে আত্মনেপদ হবে। যেমন –

মিথ্যা কারয়তে চারৈর্ঘোষণাং রাক্ষসাধিপঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৪৪

(৪) ভাবকর্মণোঃ[১৫৮] – ভাববাচ্যে এবং কর্মবাচে ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যেমন– ঘানিষ্যতে তেন মহান্ বিপক্ষঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ১/২২

(৫) উপাদ্দেব পূজা –সঙ্গতিকরণ-মিত্রকরণ-পথিস্থিতি বাচ্যম্-দেবপূজা, মিলন, বন্ধুত্বকরণ অর্থে অথবা পথ কর্তা হলে উপ-পূর্বক স্থা ধাতুর আত্মনেপদ হয়। (বার্তিক) যেমন –

সে সূর্যমুপতিষ্ঠন্তে মন্ত্রৈঃ সন্ধ্যাত্রয়ং দ্বিজাঃ।

(৬) বেঃ পাদবিহরণে[১৫৯] – পাদবিক্ষেপ অর্থে বি-পূর্বক ক্রম ধাতু আত্মনেপদ হয়। যেমন –

শয্যোত্থায়ং মৃগান্ বিধ্যন্নতিথেয়ো বিচক্রমে।

ভট্টিকাব্যম্, ৪/৮

(৭) অনুপসর্গাজ্ জ্ঞঃ[১৬০] – উপসর্গবিহীন জ্ঞা-ধাতু আত্মনেপদ হবে যদি ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হয়। যেমন– গাংজানীতে উপসর্গ পূর্বে থাকলে আত্মনেপদ হয় না। কিন্তু ভাট্টিকাব্যে – "ইত্থং নৃপঃ পূর্বমবালুলোচে ততো ২নুজজ্ঞে ... " এই শ্লোকে ব্যতিক্রম হয়েছে। কেননা কর্মবাচ্যে লিট্ থাকলে আত্মনেপদ হয়।

(৮) আঙ্ উদ্গমনে[১৬১] জ্যোতিরুদ্ গমনে ইতি বাচ্যম্ (বার্তিক) – জ্যোতিষ্ক পদার্থের (চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি) ঊর্ধ্বগমন বোঝালে আঙ্ পূর্বক ক্রম্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন –

দিবমাক্রমমাণেব কেতুতারা ভয়প্রদা। ভট্টিকাব্যম্, ৮/২৩

(৯) পরিব্যবেভ্যঃ ক্রিয়ঃ।[১৬২] – পরি, বি এবং অব পূর্বক ক্রী ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন –

কৃতেনোপকৃতং বায়োঃ পরিক্রীণানমুত্থিতম্

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৮

(১০) বি-পরাভ্যাং জেঃ [১৬৩] – বি এবং পরা পূর্বক জি ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যেমন –

খং পরাজয়মানোঽসাবুন্নত্যা পবনাত্মজম্।

ভট্টিকাব্যম্ ৮/৯

(১১) উদোঽনূর্ধ্বকর্মণি[১৬৪] – উপরে উঠা ভিন্ন অন্য অর্থে উৎ-পূর্বক স্থা-ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন–

ত্বয়ি নস্তিষ্ঠতে প্রীতিস্তুভ্যং তিষ্ঠামহে বয়ম্।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/১২

(১২) অকর্মকাচ্চ[১৬৫] – অকর্মক, উপ-স্থা ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন –

অব্যগ্রমুপতিষ্ঠস্ব বীর বায়োরহং সুহৃৎ।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/১৪

(১৩) অধেঃ প্রহসনে [১৬৬] – 'ক্ষমা করা' বা 'পরাজিত করা' অর্থে অধি পূর্বক কৃ-ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন–

যোঽপচক্রে বনাৎ সীতামধিচক্রে ন যং হরিঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/২০

(১৪) ক্রীড়োঽনুসংপরিভ্যশ্চ[১৬৪] – অনু, সম্, পরি এবং আঙ্ পূর্বক ক্রীড়্ ধাতুর উত্তর আত্মানপদ হয়। যেমন–

ফলান্যাদৎস্ব চিত্রাণি পরিক্রীড়স্ব সানুষু।

সাধ্বনুক্রীড়মানানাং পশ্যন্ বৃন্দানি পক্ষিণাম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/১০

(১৫) অপহ্নবে জ্ঞঃ[১৬৮] -অপহ্নব অর্থাৎ অস্বীকার করা অর্থে অপ-পূর্বক জ্ঞা ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন–

আত্মানমপজানানঃ শশমাত্রোঽনয়দ্দিনম্।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/২৬

(১৬) ব্যক্তবাচাং সমুচ্চারণে[১৬৯] - অনেক মানুষ একসঙ্গে কথা বলা বোঝালে বদ্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যেমন –

সংশণ্বন্ প্রবদমানান্ রাবণস্য গুণান্ জনান্ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/২৮

(১৭) বিভাষা বিপ্রলাপে[১৬৭] – অনেক মানুষের পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি বোঝালে বদ্ ধাতু বিকল্পে আত্মনেপদী হয়। যেমন –

ঐদ্ বিপ্রবদমানৈস্তাং সংযুক্তাং ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৩০

(১৮) জ্ঞা-শ্রু-স্মৃ-দৃশাং সনঃ[১৭১] – সন্-প্রত্যয়ান্ত জ্ঞা, শ্রু, স্মৃ এবং দৃশ্ ধাতু আত্মনেপদী হয়। যথা –

প্রেম জিজ্ঞাসমানাভ্যস্তাভ্যো২শক্সত কামিনঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৩৩

(১৯) অপাদ্বদঃ [১৭২] – ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হলে অপ্-বদ্ ধাতু আত্মনেপদ হয়।

যেমন – নৃভ্যো২পবদমানস্য রাবণস্য গৃহং যযৌ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৪৫

পরস্মৈপদ বিধান

শেষাৎ কর্তরি পরস্মৈপদম্[১৭৩] - যে সকল ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়নি, তাদের উত্তর কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদ হয়। যেমন- √ যা + লট্ তি = যাতি।

নিম্নে পরস্মৈপদ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. প্রাদ্বহঃ[১৭৪]–প্র পূর্বক বহ্ ধাতু পরস্মৈপদ

প্রবহন্তং মদা (সদা) মোদং সুপ্তং পরিজনান্বিতম্।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৫২

২. পরের্মৃষঃ[১৭৫]–পরি-পূর্বক মৃষ্ ধাতু পরস্মৈপদ হয়। যেমন –

মঘোনে পরিমৃষ্যন্তমারমন্তং পরং স্মরে ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৫২

৩. ব্যাঙ্–পরিভ্যো রমঃ[১৭৬]- বি, আঙ্ এবং পরি পূর্বক রম্ ধাতু পরস্মৈপদী হয়। যেমন –

ক্ষণং পর্যরমত্তস্য দর্শনাৎ মারুতাত্মজঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৫৩

*রম্ – ধাতু ধাতুপাঠে অনুদাত্ত। ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হলে আত্মনেপদ হওয়ার কথা। বর্তমান সূত্রে তার প্রতিষেধ হলো।

৪. দ্যুড়ো লুঙি[১৭৭]– লুঙ্ বিভক্তিতে দ্যুৎ প্রভৃতি বাইশটি ধাতুর উত্তর বিকল্পে পরস্মৈপদ হয়। যেমন –

আলোঠিষত বাতেন প্রকীর্ণাঃ স্তবকোচ্চয়াঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৬৬

৫. বৃদ্ভ্যঃ স্যসনোঃ[১৭৮] – স্য (লৃট্, লৃঙ্ এর ক্ষেত্রে) এবং সন্ প্রত্যয়ের যোগে বৃৎ, বৃধ এবং স্যন্দ্ ধাতুর উত্তর বিকল্পে পরস্মৈপদ হয়। যেমন –

নিরর্বৎস্যন্ন চেদ্বার্তা সীতয়া বিতথৈব নঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৬৯

৬. লুটি চ ক্ঌপঃ[১৭৯] –স্য, সন্ এবং লুট্ প্রত্যয়যোগে ক্ঌপ্ ধাতুর উত্তর বিকল্পে পরস্মৈপদ হয়। যেমন –

তোষোঽদ্যৈব চ সীতয়াঃ পরশ্চেতসি কল্পস্যতি।

ভট্টিকাব্যম্, ৯/৪৫

৭. বুধ–যুধ–ন –জনেঙ্–প্রু–দ্রু–স্রুভ্যো ণেঃ[১৮০] –ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হলেও ণিজন্ত বুধ্ (জানা), যুধ্ (যুদ্ধ করা), নশ্ (নষ্ট করা), জন্ (জন্মগ্রহণ করা), অধি-পূর্বক ইঙ্ (পড়া), প্রু (চলা), দ্রু (গলে যাওয়া) এবং স্রু (প্রবাহিত হওয়া) ধাতু পরস্মৈপদী হয়। যেমন –

ততঃ প্রাকারমারোহৎ ক্ষপাটানবিবোধয়ন্।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৫৬

৮. অণাবকর্মকাচ্চিত্তবৎকর্তৃকাৎ[১৮১] – ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হলেও অণিজন্ত অবস্থায় যে ধাতু অকর্মক এবং যার প্রাণী কর্তা তা নিজন্ত অবস্থায় পরস্মৈপদী হয়। যেমন–

অধ্যাসাদ্রাঘবস্যাহং নাশয়েয়ং কথং শুচম্।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৫৭

৯. নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ[১৮২]–ক্রিয়ার ফল কর্তৃগামী হলেও ণিজন্ত ভোজনার্থক এবং চলনার্থক ধাতু পরস্মৈপদী হয়। যেমন –

তাং প্রাবিশৎ কপিব্যাঘ্রস্তরূনচলয়ন্ শনৈঃ।

ভট্টিকাব্যম্, ৮/৬০

ভট্টিকাব্যে কবির পাণ্ডিত্যের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকাশ ঘটেছে ব্যাকরণের নানা বিষয়ে। তিনি বিভিন্ন সর্গে ব্যাকরণের খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন উদাহরণের মাধ্যমে। উপর্যুক্ত আলোচনায় সেসব বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

তিঙন্ত প্রকরণ

ধাতুরূপ ও লকারার্থ নির্ণয়

ধাতুর উত্তর 'তিঙ্' প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াপদ হয়। এই ক্রিয়া পদ বাক্যে প্রযুক্ত হয়। 'তিঙ্' বলতে বোঝায় "তিপ্ তস্ ঝি, সিপ্ থস্ থ্, মিপ্ বস্ মস্, ত আতাম্ ঝ্, থাস্ আথাম্ ধবম্, ইট্ বহিঙ্ মহিঙ্"। তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত পদকে তিঙন্ত পদ বলে।

ধাতুগুলি পরস্মৈপদী অথবা আত্মনেপদী বা উভয়পদী হয়। পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর নিম্নলিখিত প্রত্যয়যোগে ধাতুরূপ করতে হয়। যথা–

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তিপ্(তি)	সিপ্(সি)	মিপ্(মি)
দ্বিবচন	তস্(তঃ)	থস্(থঃ)	বস্(বঃ)
বহুবচন	ঝি(অন্তি)	থ(থ)	মস্(মঃ)

আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর প্রত্যয়, যথা–

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ত	থাস্(থাঃ)	ইট্(ই)
দ্বিবচন	আতাম্	আথাম্	বহিঙ্(বহি)
বহুবচন	ঝ(অন্ত)	ধ্বম্	মহিঙ্(মহি)

'তিপ্' এর 'তি' থেকে 'মহিঙ্' এর 'ঙ্' পর্যন্ত সবগুলি প্রত্যয়কে প্রত্যহার করে 'তিঙ্' বলে।

ধাতুর উত্তর এই আঠারোটি বিভক্তিই পাণিনির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। এই গুলিই ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। মোট ১০ প্রকার ধাতুর বিভক্তি হয়। যথা-লট্ (বর্তমান কাল), লোট্ (আদেশ, অনুজ্ঞা), লঙ্ (অতীতকাল), লিঙ্ (বিধিলিঙ্-ঔচিত্য ও আশীলিঙ্ -আর্শীবাদ), লৃট্ (ভবিষ্যৎ), লৃঙ্, লুট (ভবিষ্যৎ), লেট্ (অতীতকাল), লুঙ্ (অতীত), লেট্। সংক্ষেপে এগুলোকে 'দশ লকার' বলে। কারণ এদের প্রত্যেকটির আদিতে একটি করে 'ল' কার আছে ।

সংস্কৃতে দশটি 'ল' কার আছে। 'লেট' বেদে প্রযুক্ত। পরবর্তী ধ্রুপদী (Classical) সংস্কৃতে 'ল' কার নয়টি। তবে 'লিঙ্' এর দুটি ভাগ। ফলত : ব্যবহারিক দিক থেকে দশটি ধাতুরূপই হয়ে যায়।

বিভক্তির ৩টি পুরুষ : প্রথম, মধ্যম, এবং উত্তম। প্রত্যেকটির ৩টি বচন – একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন। ফলে সর্বমোট : ৩ × ৩ = ৯।

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	সে	তুমি	আমি
দ্বিবচন	তারা দুজন	তোমরা দুজন	আমরা দুজন
বহুএকবচন	তারা	তোমরা	আমরা

বি. দ্র : প্রথম পুরুষ বলতে সে, তারা, রাম, রহিম সবাইকে বোঝায়।

পরস্মৈপদে ক্রিয়াবিভক্তি ৯টি ও আত্মনেপদেও ৯টি। সুতরাং পরস্মৈপদে তিন পুরুষ। তিন বচন ও দশ ল– কারে মোট নব্বইটি (৩×৩×১০ = ৯০) ক্রিয়া–বিভক্তি চিহ্ন। আত্মনেপদেও অনুরূপভাবে ক্রিয়া বিভক্তি চিহ্ন নব্বইটি। সব মিলিয়ে ক্রিয়া বিভক্তি আকৃতি বা চিহ্ন একশত আশিটি (৯০+৯০ = ১৮০)।

ধাতুর সঙ্গে কাল, পুরুষ, বচন প্রভৃতি অনুসারে তিঙ্ বিভক্তি যোগ করে তিঙন্ত পদ (ক্রিয়াপদ) প্রস্তুত হয়। যেমন– ভূ ধাতু বর্তমান কালে (লট্), প্রথম পুরুষে, একবচনে তিপ্ বিভক্তি যোগ হয়ে রূপ হবে– ভবতি।

ভট্টিকাব্যের চতুর্থ অংশে তিঙন্ত কাণ্ডে তিনি লিঙ্, লৃঙ্, লৃট্, লট্, লোট্ ও লুট্ এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

লট্- বর্তমানে লট্। বর্তমান কালে লট্ হয়।

লট্-এ ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি নিম্নরূপ :

পরস্মৈপদে:

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তি	সি	মি
দ্বিবচন	তস্ (তঃ)	থস্ (থঃ)	বস্ (বঃ)
বহুবচন	অন্তি	থ	মস্ (মঃ)

আত্মনেপদে:

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তে	সে	এ
দ্বিবচন	আতে	আথে	বহে
বহুবচন	অন্তে	ধ্বে	মহে

কাব্যের অষ্টাদশ সর্গে বলা হয়েছে –

ভজন্তি বিপদস্তূর্ণমতিক্রামন্তি সম্পদ ঃ।
তান্নদান্নাবতিষ্ঠন্তে যে মতে ন্যায়বাদিনাম্ ॥
অপথ্যমায়তৌ লোভাদামনন্ত্যনুজীবিনঃ।
প্রিয়ং শৃণোতি যস্তেভ্যস্তমৃচ্ছন্তি ন সম্পদঃ ॥
প্রাজ্ঞাস্তেজস্বিনঃ সম্যক্ পশ্যন্তি চ বদন্তি চ।
তে২বজ্ঞাতা মহারাজ! ক্লাম্যন্তি বিরমন্তি চ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৮/৪-৬

যারা অহঙ্কারে হিতোপদেষ্টার মতে চলে না, বিপদ তাদের দ্রুত আশ্রয় করে এবং সম্পদ তাদের অতিক্রম করে। সেবকেরা উত্তরকালে অনিষ্টকর প্রিয় উপদেশ দেয়। যে প্রভু সেই প্রিয়বচন শোনে, সম্পদ কখনও তার কাছে যায় না। প্রাজ্ঞ ও তেজস্বী লোকেরা ঠিক ঠিক দেখেন এবং বলেন। হে মহারাজ! অবজ্ঞাত হলে তারা দুঃখ পায় এবং উদাসীন হয়ে পড়ে।

এখানে বিভীষণ রাবণের জন্য বিলাপ করেছেন। অহঙ্কারের শেষ পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এর মধ্যেই কবি প্রায় প্রতি ছত্রে দুটি করে লট্ এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

লঙ্ঃ অনদ্যতনে লঙ্ – 'অনদ্যতন' অতীতকাল বোঝালে ধাতুর উত্তর লঙ্ হয়।

লঙ্–এর ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি নিম্নরূপ:

পরস্মৈপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	দ্	স (ঃ)	অম্
দ্বিবচন	তাম্	তম্	ব
বহুবচন	অন্	ত	ম্

আত্মনেপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ত	থাস্ (থাঃ)	ই
দ্বিবচন	আতাম্	আথাম্	বহি
বহুবচন	অন্ত	ধ্বম্	মহি

সপ্তদশ সর্গে বলা হয়েছে –

আশাসত ততঃ শান্তিমস্নুরগ্নীনহাবয়ন্।
বিপ্রানবাচয়ন্ যোধাঃ প্রাকুর্বন্ মঙ্গলানি চ ॥
অপূজয়ন্ কুলশ্রেষ্ঠানুপাগূহন্ত বালকান্।
স্ত্রীঃ সমাবর্ধয়ন্ সাস্রাঃ কার্যাণি প্রাদিশংস্তথা ॥
আচ্ছাদয়ন্ ব্যলিম্পংশ্চ প্রাশ্নন্নথ সুরামিষম্।
প্রাপিবন্মধুমাধ্বীকং ভক্ষ্যাংর্চাদন্ যথেপ্সিতান ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৭/১-৩

(শান্তি অনুষ্ঠান) ইচ্ছা করল, স্নান করল, ব্রাক্ষণদের দিয়ে হোম ও স্বস্তিবান এবং মঙ্গলকর্ম করিয়ে নিল। তারা কুলজ্যেষ্ঠদেরও পূজা করল, বালকদের আলিঙ্গন করল, অনিষ্টের আশঙ্কায় অশ্রুমতী স্ত্রীদের আশ্বাস দিল এবং গৃহকর্মের নির্দেশ দিল। রাক্ষসেরা পরিচ্ছদ পরল, অঙ্গে অনুলেপন দিল, সুরাযুক্ত মাংস আহার করল, মহুয়া ফুলের মধু পান করল, ইচ্ছানুসারে অন্যান্য ব্যঞ্জনাদি ভোজন করল।

কবি এখানে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনার মাঝেও কবি সুন্দরভাবে লঙ্ এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

লৃট্- ভবিষ্যৎ কাল বোঝাতে লৃট্ হয়।

লৃট্- এর ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি নিম্নরূপ:

পরস্মৈপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	স্যতি	স্যসি	স্যামি
দ্বিবচন	স্যতস্ (স্যতঃ)	স্যথস্ (স্যথঃ)	স্যাবস্ (স্যাবঃ)
বহুবচন	স্যন্তি	স্যথ	স্যামস্ (স্যামঃ)

আত্মনেপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	স্যতে	স্যসে	স্যে
দ্বিবচন	স্যেতে	স্যেথে	স্যাবহে
বহুবচন	স্যন্তে	স্যধ্বে	স্যামহে

ষোড়শ সর্গে বলা হয়েছে –

ততঃ প্ররুদিতো রাজা রাক্ষসাং হতবান্ধবঃ।
কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সীতয়া কিং করিষ্যতে ॥
অতিকায়ে হতে বীরে প্রোৎসহিষ্যে ন জীবিতুম্।
হেয়িষ্যতি কঃ শত্রূন্ কেন জায়িষ্যতে যমঃ ॥
রাবণং মংস্যতে কো বা স্বয়ম্ভূঃ কস্য তোক্ষ্যতি ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৬/১-৩

তারপর হতবান্ধব রাক্ষসরাজ বিলাপ করতে লাগলেন–রাজ্য দিয়ে কী করব আমি? সীতাকে নিয়েই বা আমার কী হবে? বীর আতিকায় নিহত হবার পর আর আমার বেঁচে থাকার উৎসাহ নেই। শত্রুদের

কে আর লজ্জিত করবে? যমরাজকেই বা পরাজিত করবে কে? অতিকায় ছাড়া বরুণের পাশকেই বা ছিন্ন করবে কে? কে আর রাবণের প্রতিষ্ঠা আনবে? ব্রহ্মা আর কাকে সন্তুষ্ট করবেন?

রাক্ষস রাজ্যের বিলাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লৃট্ এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

লুট্ (ভবিষ্যৎকাল–অনদ্যতন)– 'অনদ্যতনে লুট্'-ভবিষ্যৎকালে লুট্ হয়।

লুট্-এর ক্রিয়াবিভিক্তির আকৃতি নিম্নরূপ :

পরস্মৈপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তা	তাসি	তাস্মি
দ্বিবচন	তারৌ	তাস্থস্ (তাস্থঃ)	তাস্বস্ (তাস্বঃ)
বহুবচন	তারস্ (তারঃ)	তাস্থ	তাস্মস্ (তাস্মঃ)

আত্মনেপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তা	তাসে	তাহে
দ্বিবচন	তারৌ	তাসাথে	তাস্বহে
বহুবচন	তারস্ (তারঃ)	তাধ্বে	তাস্মহে

দ্বাবিংশ সর্গে বর্ণনা হয়েছে-

আপ্তারৌ ভবতা রম্যাবাশ্রমৌ হরিণাকুলৌ।
পুণ্যোদকদ্বিজাকীর্ণৌ সূতীক্ষ্ণশরভঙ্গয়োঃ ॥
অতিক্রান্ত্বা ত্বয়া রম্যং দুঃখমত্রেস্তপোবনম্।
পবিত্রচিত্রকূটে২দ্রৌ ত্বং স্থাতাসি কুতূহলাৎ ॥
ততঃ পরং ভরদ্বাজো ভবতা দর্শিতা মুনিঃ।
দ্রষ্টারশ্চ জনাঃ পুণ্যা যামুনাম্বক্ষতাংহসঃ ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২২/৮-১০

সুন্দর হরিণে ব্যাপ্ত, পবিত্রজল ও ব্রাহ্মণপূর্ণ সুতীক্ষ্ণ আর শরভঙ্গ মুনির রমণীয় আশ্রম ও তুমি দেখবে। রমণীয় অত্রির তপোবনভূমি অতি কষ্টে অতিক্রম করে গিয়ে কৌতূহলের বশেই পবিত্র পর্বতে থেকে যেতে হবে। তারপর তুমি ভরদ্বাজ মুনির দর্শন পাবে আর দেখবে যমুনাজলের অবগাহনে নিষ্পাপ ও পবিত্র জনসমূহকে।

কবি কাব্যের এ অংশে লুট্ এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

লোট- অনুজ্ঞা, আশীর্বাদ ইত্যাদি অর্থে লোট্ হয়।

লোট্-এর ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি নিম্নরূপ:

পরস্মৈপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তু	হি	আনি
দ্বিবচন	তাম্	তম্	আব
বহুবচন	অন্তু	ত	আম

আত্মনেপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	তাম্	স্ব	ঐ
দ্বিবচন	আতাম্	আথাম্	আবহৈ
বহুবচন	অন্তাম্	ধ্বম্	আমহৈ

বিংশ সর্গে বলা হয়েছে-

উপশাম্যতু তে বুদ্ধিঃ পিণ্ডনির্বেশকারিষু।
লঘুসত্ত্বেষু দোষো২য়ং যৎকৃতো নিহতো২সকৌ ॥
ন হিপ্রেষ্যব্ধং ঘোরং করবাণ্যস্তু তে মতিঃ।
এধি কার্যকরস্ত্বং মে গত্বা প্রবদ রাঘবম্ ॥
দিদৃক্ষুর্মৈথিলী রাম! পশ্যতু ত্বাবিলম্বিতম্।
তথেতি স প্রতিজ্ঞায় গত্বা রাঘবমুক্তবান ॥

ভট্টিকাব্যম্, ২০/৫-৭

এরা ভৃত্যজন– এরা লঘুচিত্ত, এদের প্রতি তোমার এই মনোভাব শান্ত হোক। দোষ যিনি করেছেন সেই কুৎসিত রাবণ নিহত হয়েছে। 'আমি পরিচারিকার বধূররূপ ভয়ঙ্কর কাজ করব'– তোমার এই রকম বুদ্ধি শান্ত হোক। এস, আমার এই প্রিয়কাজ তুমি করো। রাঘবের কাছে গিয়ে এই কথা বলো। 'হে রামচন্দ্র মৈথিলী আপনাকে দর্শন করতে উৎসুক, অবিলম্বে তাকে দর্শন দিন'। 'তাই হবে'– এই কথা বলে হনুমান রাঘবের কাছে গিয়ে বললেন। এখানে কবি লোট্ এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

লিঙ্ – বিধি বা ঔচিত্য অর্থে লিঙ্ এর প্রয়োগ হয়ে থাকে।

লিঙ্-এর ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি নিম্নরূপ:

পরস্মৈপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	যাৎ	যাস্(যাঃ)	যাম্
দ্বিবচন	যাতাম্	যাতম্	যাব
বহুবচন	যুস্ (যুঃ)	যাত	যাম

আত্মনেপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	ঈত	ঈথাস্ (ঈথাঃ)	ঈয়
দ্বিবচন	ঈয়াতাম্	ঈয়াথাম্	ঈবহি
বহুবচন	ঈরন্	ঈধ্বম্	ঈমহি

ঊনবিংশ সর্গে বলা হয়েছে।

তন্নো দেবা বিধ্বেয়াসুর্যেন রাবণবদ্ বয়ম্।
সপত্নাংশ্চাধিজীয়াস্ম সংগ্রামে চ মৃষীমহি ॥

ভট্টিকাব্যম্, ১৯/২

(হরিহরাদি দেবতা) আমাদের এখন উপায় করেন যাতে আমরা রাবণের সমান হয়ে শত্রু জয় করতে পারি এবং সম্মুখসমরে প্রাণ ত্যাগ করতে পারি।

এখানে বিভীষণের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিঙ্ এর প্রয়োগ করা হয়েছে।

লৃঙ্: লিঙ্ইনমিত্তে লৃঙ্ ক্রিয়াতিপত্তৌ - 'ক্রিয়াতিপত্তি' বা ক্রিয়ার অনিষ্পত্তি বোঝাতে 'লিঙ্' এর স্থলে কার্যকারণভাব প্রভৃতি অর্থে ভবিষ্যৎ কালে ও অতীতকালে ধাতুর উত্তর লৃঙ্ হয়।

লৃঙ্-এর ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি নিম্নরূপ –

পরস্মৈপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	স্যৎ	স্যস্ (স্যঃ)	স্যম্
দ্বিবচন	স্যতাম্	স্যতম্	স্যাব
বহুবচন	স্যন্	স্যত	স্যাম

আত্মনেপদে

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবচন	স্যত	স্যথাস্ (স্যথাঃ)	স্যে
দ্বিবচন	স্যেতাম্	স্যেথাম্	স্যাবহি
বহুবচন	স্যন্ত	স্যধ্বম্	স্যামহি

একবিংশ সর্গে বলা হয়েছে–

অপি তত্র রিপুঃ সীতাং নার্থয়িষ্যত দূর্মতিঃ।
ক্রূরং জাত্বদিষ্যচ্চ জাত্বস্তোষ্যং শ্রিয়ং স্বকাম্ ॥
সংকল্পং নাকরিষ্যচ্চ তত্রেয়ৎ শুদ্ধমানসা।
মৃষামর্ষমবাপ্স্যস্ত্বং রাম! সীতানিবন্ধনম্ ॥
ত্বয়াদ্রক্ষাত কিং নাস্যাঃ শীলং সংবসতা চিরম্।
অদর্শিষ্যন্ত বা চেষ্টাঃ কালেন বহুনা ন কিম্ ॥

ভট্টিকাব্যম্,২১/৩-৫

শত্রু রাবণ যদি দুর্মতি না হতো তবে নিশ্চয়ই সীতার কাছে প্রার্থনা করত না, ক্রূর বাক্যে কথা বলত না কিংবা নিজের ঐশ্বর্যের বড়াই করত না। হে রাম, শুদ্ধচিন্তা সীতা রাবণের প্রতি কোন অভিপ্রায় পোষণ করেনি, সুতরাং সীতা সম্পর্কে তোমার এই কোপ যথার্থ নয়। হে রাম, দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করেও কি তার চরিত্র তুমি জানতে পার নি? দীর্ঘকালের মধ্যেও কি তার আচরণ তুমি লক্ষ্য কর নি?

এই শ্লোক গুলোতে তিনি লৃঙ্ এর প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১। অদেঙ্ গুণঃ (১/১/২)। পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র, ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা–৬, দ্বিতীয় প্রকাশ–২০১০ [এই অধ্যায়ে কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের অংশ ব্যতীত অন্য অংশে ব্যবহৃত পাণিনির, অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রম্: এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।]

২। বৃদ্ধিরাদৈচ্ (১/১/১),পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩। ইগ্‌যণঃ সম্প্রসারণম্ (১/১/৪৫),পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪। তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ (১/১/৯), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫। অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ (৬/১/১০১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬। ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্ (১/১/১১) পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭। উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে (১/৪/৫৯),পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮। রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে (৮/৪/১),পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯। অট্‌কুপ্বাঙ্‌নুম্‌ব্যবায়েঽপি (৮/৪/২),পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০। একাজুত্তরপদে ণঃ (৮/৪/১২),পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১।নের্গদ-নদ-পত-পদ-ঘু-মা-স্যতি-হন্তি-যাতি–বাতি–দ্রাতি–প্সাতি-বপতি-বহতি-শ্যামতি-চিনোতি-দেগ্ধিষু চ (৮/৪/১৭),পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২। পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াম গঃ (৮/৪/৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩। উপসর্গাদসমাসেঽপি ণোপদেশস্য (৮/৪/১৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪। ইণ্‌কোঃ (৮/৩/৫৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৫। নম্‌বিসর্জনীয়শর্‌ব্যবায়েঽপি (৮/৩/৫৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬। উপসর্গাৎ সুনোতি -সুবতি- স্যতি-স্তৌতি–স্তোভতি-স্থা-সেনয়-সেধ-সিচ-সঞ্জ-স্বঞ্জাম্ (৮/৩/৬৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৭। সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত এবং মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য–বেদান্ততীর্থ কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা-৫৫

১৮। বেঃ স্কভ্‌নাতের্নিত্যম্ (৮/৩/৮০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–৫৫

২০। অগ্নেঃ – স্তুৎ -স্তোম-সোমাঃ (৮/৩/৮২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

২১। জ্যোতিরায়ুষঃ স্তোমঃ (৮/৩/৮৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

২২। মাতৃপিতৃভ্যাং স্বসা (৮/৩/৮৪) পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

২৩। বৃক্ষাসনয়োর্বিষ্টরঃ (৮/৩/৯৩) পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

২৪। নি–নদীভ্যাং স্নাতেঃ কৌশলে (৮/৩/৮৯), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

২৫। স্বতন্ত্রঃ কর্তা (১/৪/৫৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

২৬। সম্বোধনে চ (২/৩/৪৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

২৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা–২৭৫

২৮। তৎ প্রযোজকো হেতুশ্চ (১/৪/৫৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

২৯। কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম (১/৪/৪৯), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩০। কর্মণি দ্বিতীয়া (২/৩/২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩১। প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা–২১৬

৩২। সাধকতমং করণম্ (১/৪/৪২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩৩। কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া (২/৩/১৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩৪। সহযুক্তেঽপ্রধানে (২/৩/১৯), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩৫। ইত্থং ভূতলক্ষণে (২/৩/২১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩৬। হেতৌ (২/৩/২৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩৭। কর্মণা যমভিপ্রেতি স সম্প্রদানম্ (১/৪/৩২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩৮। ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মনি স্থানিনঃ (২/৩/১৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৩৯। ধ্রুবমপয়েঽপাদানম্ (১/৪/২৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪০। অপাদানে পঞ্চমী (২/৩/২৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪২

৪২। হেতৌ (২/৩/১৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪৩। ষষ্ঠী শেষে (২/৩/৫০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪৪। যতশ্চ নিধারণম্ (২/৩/৪১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪৫। আধারোঽধিকরণম্ (১/৪/৪৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪৬। সপ্তম্যাধিকরণে চ (২/৩/৩৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪৭। হীনে (১/৪/৮৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪৮। অপপরী বর্জনে (১/৪/৮৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৪৯। আঙ্ মর্যাদাবচনে (১/৪/৮৯), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫০। অধিরীশ্বরে (১/৪/৯৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫১। প্রত্যয়ঃ (৩/১/১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫২। ণ্বুলতৃচৌ (৩/১/১৩৩)। সিদ্ধান্তকৌমুদীর আলোকে কৃৎপ্রত্যয় বিচার, ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫। (এই অধ্যায়ে কৃৎ প্রত্যয়ে ব্যবহৃত পাণিনির সূত্রম্: এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।)

৫৩। পাঘ্রাধ্মাধেট্‌দৃশঃ শঃ (৩/১/১৩৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫৪। অনৌ কর্মণি (৩/২/১০০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫৫। রদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ পূর্বস্য চ দঃ (৮/২/৪২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫৬। ক্তক্তবতূ নিষ্ঠা (১/১/২৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫৭। বৃক্ষাসনয়োর্বিষ্টর (৮/৩/৬৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫৮। নন্দি গ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ (৩/১/১৩৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৫৯। আতো ঽনুপসর্গে কঃ (৩/২/৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬০। ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ (৩/১/১৩৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬১। আতশ্চোপসর্গে (৩/১/১৩৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬২। চরেষ্টঃ (৩/২/১৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬৩।দিবাবিভানিশাপ্রভাভাস্করান্তানন্তাদিবহুনান্দীকিংলিপিলিবিবললিভক্তিকর্তৃচিত্রক্ষেত্রসংখ্যাজঙ্ঘাবাহ্র্ব যত্তদ্ধনুরুষ্‌ষু (৩/২/২১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬৪। জগরুকঃ (৩/২/১৬৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬৫। নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ (৩/২/১৬৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬৬। সনাংশসভিক্ষ উঃ (৩/৬/১৬৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬৭। গ্লাজিস্থশ্চ ক্‌স্নুঃ (৩/২/১৩৮), পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী

৬৮। ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ (৩/২/১৪০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৬৯। অলঙ্কৃঙ্‌নিরাকৃঞ্ প্রজনোৎপচোৎ পতোন্‌মদরুচ্যপত্রপবৃতুবৃধুসহচর ইষ্ণুচ্ (৩/২/১৩৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭০। আশিষি চ (৩/১/১৫০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭১। লটঃ শতৃশানচাব প্রথমা সমানাধিকরণে (৩/২/১২৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭২। আনে মুকঃ (৭/২/৮২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭৩। লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ (৩/২/১৩৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭৪। সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে ক্ত্বা (৩/৪/২১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭৫। লষপতপদস্থাভূবৃষহনকমগমশৃভ্য উক্‌ঞ্ (৩/২/২৫৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭৬। কর্মন উকঞ্ (৫/১/১০৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭৭। দোর্দদ্‌ঘো (৭/৪/৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭৮। ভিদ্যোদ্ধ্যৌ নদে (৩/১/১১৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৭৯। অসূর্যললাটয়োর্দৃশিতপো (৩/২/৩৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮০। অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্‌ (৩/৩/১৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮১। নন্দি গ্রহি পচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ (৩/১/১৩৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮২। যজযাচযতবিচ্ছ প্রচ্ছরক্ষো নঞ্‌ (৩/৩/৬০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮৩। প্রসৃল্বঃ সমাভিহারে বুন্‌ (৩/১/১৪৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮৪। স্থেশভাসপিসকসো বরচ্‌ (৩/২/১৭৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮৫। সমানকর্তৃকেষুর তুমুন্‌ (৩/১/১৫৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮৬। তুমুন্‌ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্‌ (৩/৩/১০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮৭। স্ত্রিয়াং ক্তিন্‌ (৩/৩/৬৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮৮। তব্যত্তব্যানীয়বঃ (৩/১/৯৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৮৯। এতিস্তশাস্‌বৃদৃজুষঃ ক্যপ্‌ (৩/১/১০৯), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯০।হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্‌ (৯/১/৭১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯১। ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াম্‌ (৩/১/১১২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯২। ঋহলোর্ণ্যৎ (৩/১/১২৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯৩। অচো যৎ (৩/১/৯৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯৪। কর্মণ্যধিকরণে চ (৩/৩/৬৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯৫। বিভাষা গ্রহঃ (৩/১/১৪৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯৬। চিন্তিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চশ্চ (৩/৩/১০৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯৭। সমাসেঽনঞ্‌ পূর্বে ক্ত্বো ল্যপ্‌ (৭/১/৬৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯৮। গদমদচরযমশ্চানুপসর্গে (৩/১/১০০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

৯৯। রাজসূয় –সূর্য –মৃষোদ্য- রুচ্য–কুপ্য– কৃষ্টপচ্যাব্যথাঃ (৩/১/১১৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০০। উপসর্গে সংজ্ঞায়াম্‌ (৩/২/৯৯), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০১। মেঘর্তিভয়েসু কৃঞঃ (৩/২/৪৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০২। ক্ষেমপ্রিয়মদ্রেঽণ্‌ চ (৩/২/৪৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০৩। প্রিয়বশে বদঃ খচ্‌ (৩/২/৩৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০৪। দৃশেঃ ক্বনিপ্‌ (৩/২/৯৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০৫। শুষ্ক– চূর্ণ– রক্ষেষু পিষঃ (৩/৪/৩৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০৬। নির্মূল– সমূলয়োঃ কষঃ (৩/৪/৩৪), পানিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০৭। দ্বিতীয়াঞ্চ (৩/৪/৫৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০৮। কর্মণি দৃশিবিদোঃ সাকল্যে (৩/৪/২৯), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১০৯। গস্থকন্ (৩/১/১০৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১০। বহাভ্রে লিহঃ (৩/২/৩২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১১। কুমারশীর্ষয়োণিনি (৩/২/৫১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১২। বাচি যমো ব্রতে (৩/২/৪০) , পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১৩। স্পৃহিগৃহিপতিদয়িনিদ্রাতন্দ্রাশ্রদ্ধাভ্য আলুচ্ (৩/২/১৫৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১৪। বিদিভিদিচ্ছিদেঃ কুরচ্ (৩/২/১৬২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১৫। অতিলূঘূখনসহচর ইত্র (৩/২/১৮৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১৬। শদন্তবিংশশতেশ্চ (৫/২/৪৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

[ভট্টজিদীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী (তদ্ধিত প্রকরণ), ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪। এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ে ব্যবহৃত পাণিনির সূত্রম্: এই গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।]

১১৭। তস্য পূরণে ডট্ (৫/২/৪৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১৮। দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাণ্ণ্যঃ (৪/১/৮৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১১৯। তস্যাপত্যম্ (৪/১/৮২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২০। তস্যেদম্ (৪/৩/১২০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২১। স্ত্রীভ্যো ঢক্ (৪/১/১২০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২২। অত ইঞ্ (৪/১/৯৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২৩। বাহ্বাদিভ্যশ্চ (৪/১/৯৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২৪। মাতুরুৎ সংখ্যাসং ভদ্র পূর্বায়া (৪/১/১২৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২৫। পথঃ ষ্কন্ (৫/১/৭৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২৬। পন্থো ণ নিত্যম্ (৫/১/৭৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২৭। গুনবচন ব্রাহ্মাদিভ্যঃ কর্মণি চ (৫/১/১২৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২৮। তেন বিত্তশ্চুষ্চুপচণপৌ (৫/২/২৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১২৯। সংজ্ঞায়াম্ (৮/২/১১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩০। তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্ (৫/২/৮৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩১। অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ (৫/৩/৫৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩২। যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্ (৫/৩/৬৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩৩। উত্তরাচ্চ (৫/৩/৩৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩৪। দক্ষিণোত্তরভ্যামতসুচ্ (৫/৩/২৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩৫। প্রকারবচনে থাল্ (৫/৩/২৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩৬। সর্বৈকান্যকিং যত্তদঃ কালে দা (৫/৩/১৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩৭। প্রাণিস্থাদাতো লজন্যতরস্যাম্ (৫/২/৯৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩৮। স্বামিন্নৈশ্বর্যে (৫/২/১২৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৩৯। গোষ্ঠাৎ খঞ্ ভূতপূর্বে (৫/১/১৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪০। অব্যয়াত্ত্যপ্ (৪/২/১০৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪১। সপ্তম্যাস্ত্রল্ (৫/৩/১০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪২। পঞ্চম্যাস্তসিল্ (৫/৬/৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪৩। প্রিয়স্থিরস্ফিরোরুবহুলগুরুবৃদ্ধতৃ প্রদীর্ঘবৃন্দারকাণাং প্রস্থববংহিগর্বষব্দ্রাঘিবৃন্দাঃ (৬/৪/১৫৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪৪। ঊষসুষিমঙ্কমধো রঃ (৫/২/১০৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪৫। লাক্ষারোচনাট্ ঠক্ (৪/২/২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪৬। তেন রক্তং রাগাৎ (৪/২/১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪৭। তস্য বিকারঃ (৪/৩/১৩৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪৮। তস্মৈ হিতম্ (৫/১/৫), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৪৯। আত্মন্‌বিশ্বজনভোত্তর পদাৎ খঃ (৫/১/৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৫০। ব্রাহ্মো জাতৌ (৬/৪/ ১৭১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৫১। ধর্মপথ্যর্থন্যায়াদনপততে (৪/৪/৯২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৫২। লোকসর্বলোকাট্ ঠঞ্ (৫/১/৪৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৫৩। তস্যেশ্বরঃ (৫/১/৪২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৫৪। অনুদাত্তঙিত আত্মনেপদম্ (১/৩/১২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৫৫। নের্বিশঃ (১/৩/১৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

[পাণিনীয় শব্দশাস্ত্র, ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-৬ (এই অংশে ব্যবহৃত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রম্: এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।]

১৫৬। 'সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ (১/৩/২২), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৫৭। নিচশ্চ (১/৩/৭৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

Dhaka University Institutional Repository

১৫৮। ভাবকর্মণো (১/৩/১৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৫৯। বেঃ পাদবিহরণে (১/৪/৪১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬০। অনুপসর্গাজ্ জ্ঞঃ (১/৩/৭৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬১। আঙ্ উদ্গমনে (১/৩/৪০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬২। পরিব্যবেভ্যঃ ক্রিয়ঃ (১/৩/১৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬৩। বি- পরাভ্যাং জেঃ (১/৩/১৯), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬৪। উদো ঽনূর্ধ্বকর্মণি (১/৩/২৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬৫। অকর্মকাচ্চ (১/৩/২৬), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬৬। অধেঃ প্রহসনে (১/৩/৩৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬৭। ক্রীড়ো ঽ নুসং পরিভ্যশ্চ (১/৩/২১), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬৮। অপহ্নবে জ্ঞ (১/৩/৪৪), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৬৯। ব্যক্তবাচাং সমুচ্চারণে (১/৩/৪৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৭০। বিভাষা বিপ্রলাপে (১/৩/৫০), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৭১। জ্ঞা-শ্রু-স্মৃ-দৃশাং সনঃ (১/৩/৫৭), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৭২। অপাদ্বদঃ (১/৩/৭৩), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৭৩। শেষাৎ কর্তরি পরস্মৈপদম্ (১/৩/৭৮), পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী

১৭৪। প্রাদ্ বহঃ (১/৩/৮১)

১৭৫। পরের্মৃষঃ বহঃ (১/৩/৮২)

১৭৬। ব্যাঙ্ –পরিভ্যো রমঃ (১/৩/৮৩)

১৭৭। দ্যুদ্ভো লুঙি (১/৩/৯১)

১৭৮। বৃদ্ভ্যঃ স্যসনোঃ (১/৩/৯২)

১৭৯। লুটি চ ক্ ৯পঃ (১/৩/৯৩)

১৮০। বুধ –যুধ –নশ –জনেঙ্ – প্রু – দ্রু –স্রুভ্যো নেঃ (১/৩/৮৬)

১৮১। অনাবকর্মকাচ্চিত্তবৎকর্তৃকাৎ (১/৩/৮৮)

১৮২। নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ (১/৩/৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

এই অভিসন্দর্ভ রচনার মূল উদ্দেশ্য ভট্টিকাব্য বিশ্লেষণ করে সংস্কৃত সাহিত্যে এর স্থান অর্থাৎ মহাকাব্য হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে এর গুরুত্ব নির্ণয় এবং কাব্যপাঠের মাধ্যমে ব্যাকরণ প্রসঙ্গের আলোচনা। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের শুরুতেই ভট্টিকাব্যের রচয়িতা ভর্তৃহরি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও অন্যান্য কবিদের মতো তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। এ কাব্যের বিষয়বস্তু রামায়ণ থেকে নেয়া যদিও তিনি এতে অভিনবত্ব কিছু আনেননি কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্য হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য সংস্কৃত পণ্ডিতগণ যেসব শর্ত দিয়েছেন তা তিনি পূরণ করেছেন। এ শর্ত পূরণের মাঝেও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন বিভিন্ন শাস্ত্রের। বেদ ও ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র (বিশেষ করে যোগ ও সাংখ্য দর্শন এবং নাস্তিক দর্শনের ভোগবাদের চিত্র), সংগীত, চিকিৎসা, মায়াবিদ্যা সম্পর্কিত তথ্য দিয়েছেন। যা থেকে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতে পারেন। অন্যদিকে তিনি ছাব্বিশ প্রকার ছন্দ ব্যবহার করেছেন এ কাব্যে। বৈয়াকরণ হলেও অলংকারশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তিনি প্রায় ৫০ প্রকার অলংকার ব্যবহার করেছেন এ কাব্যে। অন্যদিকে সারা কাব্যজুড়ে ব্যাকরণের (প্রধানত অষ্টাধ্যায়ীর) বিবিধ সূত্রের ব্যাখ্যান এবং বিভিন্ন ধাতুর প্রয়োগ প্রদর্শন করেছেন তিনি। তিনি সমগ্র কাব্যকে ৪টি কাণ্ডে বিভক্ত করেছেন। এর তিন কাণ্ডে তিনি ব্যাকরণের নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি কেবল বৈয়াকরণই নন, ভাষাবিদও বটে। তাঁর এই মহাকাব্য পাঠ করলে সেটা পাঠক মাত্রই বুঝতে পারেন। জটিল ব্যাকরণ বুঝাতে গিয়েও তিনি ভাষার প্রয়োগ ঠিক রেখেছেন। জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের প্রয়োগ যতটা সম্ভব এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্যে সবকিছু উপস্থাপন করেছেন উদাহরণের মাধ্যমে; তাই অনেকে এই কাব্যকে 'উদাহরণ কাব্য' বলেছেন। কিন্তু ব্যাকরণ কিংবা যেকোনো শাস্ত্র, যেমন - ছন্দ, অলংকার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এই কাব্য বুঝতে পারা সম্ভব নয়। ভর্তৃহরির আগে কেউ সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম ব্যাকরণকাব্য তথা শাস্ত্রকাব্য রচনা করেননি এবং পরে যে কয়েকটি কাব্য রচিত হয়েছে তা সাহিত্য অনুরাগীদের নিকট সমাদর লাভ করেনি। তাই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে ভট্টিকাব্য। এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার কিছু নেই। এ মহাকাব্যের গ্রহণ যোগ্যতা পূর্বেও যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। এটি সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।